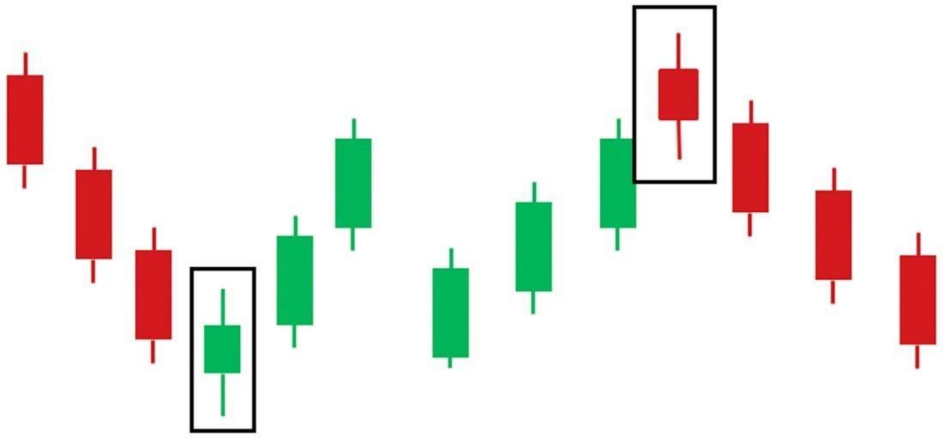

THE CANDLESTICK TRADING BIBLE

INVENTED BY MUNEHISA HOMMA

The most successful trader in history

ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং বাইবেল

Content

Introduction **4**

Overview **6**

History of Candlesticks **8**

What is a Candlestick **11**

Candlestick Patterns **14**

The Engulfing Bar Candlestick *16*

The Doji Candlestick Pattern *20*

The Dragon Fly Doji Pattern *22*

The Gravestone Doji Pattern *25*

The Morning Star *28*

The Evening Star Candlestick Pattern *31*

The Hammer Candlestick Pattern *34*

The Shooting Star Candlestick Pattern *37*

The Harami Pattern *40*

The Tweezers Tops and Bottoms *43*

Candlestick Patterns Exercise **47**

The Market Structure **51**

How to Trade Trending Markets *54*

Support and Resistance Levels *58*

How to Draw Trendlines *61*

The Ranging Market *63*

Time Frames and Top Down Analysis **70**

Trading Strategies and Tactics **79**

The Pin Bar Candlestick Pattern Strategies **81**

Trading the Pin Bar Candle With The Trend *88*

Trading Tactics **92**
Trading Pin Bars with Confluence *96*
Pin Bar Trades Examples *100*
Trading Pin Bars in Range Bounds Markets *103*
The Engulfing Bar Candlestick Pattern **109**
How to Trade the Engulfing Bar Price Action Signal *112*
Trading the Engulfing Bar with Moving Averages *117*
How to Trade the Engulfing Bar with Fibonacci Retracements *120*
Trading the Engulfing Bar with Trendlines *122*
Trading the Engulfing Bar in Sideways Markets *125*
The Engulfing Pattern with Supply and Demand Zones *130*
Money Management Trading Rules *133*
The Inside Bar Candlestick Pattern **137**
The Psychology Behind the Inside Bar Pattern Formation *140*
How to Trade Inside Bars with Support and Resistance *143*
Tips on Trading the Inside Bar Price Action Setup *146*
Trading the False Breakout of The Inside Bar Pattern *148*
Inside bar false breakouts trading examples *151*
Trading Inside Bar False Breakout with Fibonacci Retracements *154*
Trades Examples *158*
Money Management Strategies *162*
Conclusion **167**

Introduction

ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং বাইবেল হল ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ট্রেডিং পদ্ধতি। এটি আবিষ্কার করেছিলেন হোমা মুনেহিসা, যিনি ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্নের জনক হিসেবে পরিচিত।

এই ট্রেডারকে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল ট্রেডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর সময়কালে তাঁকে "মার্কেটের দেবতা" বলা হতো। তাঁর এই আবিষ্কার তাঁকে আজকের মুদ্রামানে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ এনে দিয়েছিল।

আমি নিজে ১০ বছর ধরে এই পদ্ধতিটি সংগ্রহ, পরীক্ষা, সংগঠিত এবং নিয়মিত হালনাগাদ করেছি, যার মাধ্যমে আমি তৈরি করেছি আমার নিজস্ব একটি সংস্করণ — যা সবচেয়ে সহজ এবং লাভজনক ট্রেডিং সিস্টেম হিসেবে বিবেচিত।

ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং বাইবেল সেই ট্রেডিং পদ্ধতি যা অবশেষে আপনার ট্রেডিংকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে তা হওয়া উচিত — নিয়মিত লাভজনক, সহজ, এবং অল্প সময় ও প্রচেষ্টায় কার্যকর।

এই ট্রেডিং সিস্টেমটি জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

আপনার যা করতে হবে তা হলো — যতটা সম্ভব সময় ব্যয় করে এই পদ্ধতিটি আয়ত্ত করা, যেটি আমি আপনার সঙ্গে শেয়ার করব — এবং এটি ব্যবহার করে যেকোনো আর্থিক মার্কেটে ট্রেড করতে হবে।

জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক শেখা মানে হলো একটি নতুন ভাষা শেখার মতো।
ধরুন, আপনার হাতে একটি বই আছে যেটি একটি বিদেশি ভাষায় লেখা — আপনি তার পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না।
আর্থিক মার্কেটের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটে।

যদি আপনি জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক পড়তে না জানেন, তবে আপনি কখনই মার্কেটে ট্রেড করতে পারবেন না।
জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক হলো আর্থিক মার্কেটের ভাষা।

যদি আপনি চার্ট পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, তবে আপনি বুঝতে পারবেন মার্কেট কী বলছে, এবং আপনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

এই বইয়ে বর্ণিত সহজবোধ্য কৌশলগুলো আপনাকে এমন লাভজনক ট্রেডিং পদ্ধতি শেখাবে, যা আপনি খুব দ্রুত আয়ত্ত করতে পারবেন।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ক্যান্ডেলস্টিক পদ্ধতির পেছনে থাকা মার্কেট মনস্তত্ত্বের মূলনীতি যদি আপনি ভালোভাবে শিখতে পারেন, তাহলে তা আপনার ট্রেডিং মানসিকতাকে চিরতরে বদলে দেবে।

The Candlestick Trading Bible ইতোমধ্যেই নিজেকে কার্যকর হিসেবে প্রমাণ করেছে। বহু মানুষ জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক কৌশল ব্যবহার করে বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন।

আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, কারণ আপনি আপনার ট্রেডিং শিক্ষার পথে প্রথম ধাপটি গ্রহণ করেছেন। আপনি সফল ট্রেডার হওয়ার সঠিক পথে রয়েছেন।

তবে মনে রাখবেন—এটাই কেবল আপনার ট্রেডিং ক্যারিয়ারের শুরু। এই ইবুকটি শেষ করার পরই প্রকৃত অনুশীলন ও বাস্তব কাজ শুরু হবে।

এই ইবুকটি দ্রুত পড়ে শেষ করার চেষ্টা করবেন না—এটি কোনো উপন্যাস নয়। আমি যে ধারণাগুলো আলোচনা করেছি, সেগুলো বুঝতে সময় নিন, নোট নিন এবং মাঝে মাঝে ফিরে এসে কৌশলগুলো পুনরায় পর্যালোচনা করুন।

মনে রাখবেন, এটি একটি শিক্ষামূলক বই, যা আপনাকে শেখাবে কীভাবে পেশাদারভাবে আর্থিক মার্কেটে ট্রেড করে অর্থ উপার্জন করা যায়।

যদি আপনি এখানে দেওয়া দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার জীবন এবং আপনার চারপাশের মানুষের জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারবেন।

Overview

এই ইবুকটি নিম্নলিখিত অংশগুলোতে বিভক্ত:

1-Candlesticks Anatomy

মানুষের যেমন শরীরের গড়ন ভিন্ন হয়, ঠিক তেমনি ক্যান্ডেলস্টিকেরও বিভিন্ন আকারের বডি (body) থাকে। ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্যান্ডেলস্টিকের এই বডিগুলোর আকৃতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এর পেছনের মানসিকতা (psychology) বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আপনি ঠিক সেটাই শিখবেন।.

2-Candlestick patterns

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্যাটার্নগুলো গড়ে ওঠে কারণ মানবিক আচরণ ও প্রতিক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে ঘটে এবং বারবার পুনরাবৃত্ত হয়।

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো কীভাবে চিনে নিতে হয়, এই প্যাটার্নগুলোর পেছনে থাকা মানসিকতা বা মনস্তত্ত্ব এবং মার্কেটে এই প্যাটার্নগুলো গঠিত হলে সেগুলো কি ইঙ্গিত দেয় বা ভবিষ্যদ্বাণী করে।

3-The Market structure

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন কীভাবে ট্রেন্ডিং মার্কেট, রেঞ্জিং মার্কেট এবং চপ্পি মার্কেট চিনে নিতে হয়। আপনি জানতে পারবেন এই ধরণের মার্কেট কীভাবে চলে এবং কীভাবে পেশাদারভাবে এসব মার্কেটে ট্রেড করতে হয়।

এছাড়াও, আপনি শিখবেন সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স এবং ট্রেন্ডলাইন কীভাবে সঠিকভাবে আঁকতে ।

4-Time frames and top down analysis

একাধিক টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ (Multiple Time Frame Analysis) একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন কীভাবে টপ-ডাউন অ্যানালাইসিস অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে মার্কেট বিশ্লেষণ করতে হয় — অর্থাৎ, বড় টাইম ফ্রেম থেকে শুরু করে ছোট টাইম ফ্রেম পর্যন্ত ধাপে ধাপে মার্কেটের গতিপ্রকৃতি বোঝা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া।

5-Trading strategies and tactics

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন চারটি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে কীভাবে মার্কেটে ট্রেড করতে হয়:

- পিন বার স্ট্র্যাটেজি

- এনগালফিং বার স্ট্র্যাটেজি
- ইনসাইড বার স্ট্র্যাটেজি
- ইনসাইড বার ফালস ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি
- ট্রেডের উদাহরণসমূহ

আমি দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দিব যে, এই অধ্যায়ে যাওয়ার আগে আগের অংশগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করা উচিত, কারণ যদি আপনি বুনিয়াদি বিষয়গুলো সম্পূর্ণ না আয়ত্ত করেন, তবে এই কৌশলগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন কিভাবে মার্কেটে উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেড সেটআপ চিনে নিতে হয়, এবং কিভাবে এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলোকে ট্রেন্ডিং মার্কেট এবং রেঞ্জিং মার্কেটে ব্যবহার করে আপনার লাভ সর্বাধিক করা যায়।

6-Money management

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন কীভাবে একটি মানি ম্যানেজমেন্ট ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়, যা আপনাকে আপনার ট্রেডিং পুঁজিকে সুরক্ষিত রাখতে এবং ধারাবাহিকভাবে লাভজনক হতে সাহায্য করবে।

History of candlesticks

ক্যান্ডেলস্টিক পদ্ধতি পশ্চিমা বিশ্বের যেকোনো অনুরূপ পদ্ধতির চেয়ে অনেক আগেই প্রচলিত ছিল।
জাপানিরা ১৭শ শতাব্দীতে থেকেই চার্ট নিয়ে কাজ করছিলেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম চার্টের ইতিহাস মূলত ১৯শ শতকের শেষ ভাগে শুরু হয়।

জাপানে ১৬৫৪ সালে চালের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তার পরপরই সোনা, রুপা ও তেলসহ অন্যান্য পণ্য বাণিজ্য শুরু হয়।
সেই সময় জাপানের মার্কেটে চালের ব্যবসাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং এটি, এমনকি কঠিন মুদ্রার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো।

মুনেহিসা হোমা (বা সকিউ হোমা), যিনি ১৭০০-এর গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একজন জাপানি চাল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি প্রাইস অ্যাকশন ট্র্যাক করার প্রাথমিক উদ্যোগগ্রহীতাদের একজন হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।
তিনি সরবরাহ ও চাহিদার মৌলিক গতি-প্রকৃতিকে বোঝার পাশাপাশি, অনুভূতির মার্কেটে মূল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা শনাক্ত করেছিলেন।
তিনি মার্কেট অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতিকে ট্র্যাক করতে চেয়েছিলেন, এবং এই কাজই পরবর্তীতে ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁর অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থা ছিল, যা তাকে সামুরাই মর্যাদায় উন্নীত করেছিল।

জাপানিরা ক্যান্ডেলস্টিক পদ্ধতিকে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গোপন রাখতে অসাধারণ দক্ষ ছিল, যা ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তখন হঠাৎ করে বিশ্বব্যাপী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা শুরু হয়।
এই সময়ই পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের রহস্য জানতে পারে। অবশ্যই, তখনই কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে চার্টিং অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে বেশ কয়েকজন পশ্চিমা বিশ্লেষক ক্যান্ডেলস্টিক পদ্ধতিতে আগ্রহী হন।
যুক্তরাজ্যে মাইকেল ফিনি, যিনি তখন সুমিতোমোর লন্ডন শাখার টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বিভাগের প্রধান ছিলেন, তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ক্যান্ডেলস্টিক ব্যবহার শুরু করেন এবং লন্ডনের পেশাদারদের মাঝে এই ধারণাগুলো পরিচিত করাতে শুরু করেন।

ডিসেম্বর ১৯৮৯-এর Futures ম্যাগাজিনের সংখ্যায়, নিউইয়র্কের মেরিল লিঞ্চের একজন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট স্টিভ নাইসন একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে তিনি ক্যান্ডেলস্টিক রিভার্সাল প্যাটার্নের সিরিজ উপস্থাপন করেন এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ক্ষমতা ব্যাখ্যা করেন।

এরপর তিনি এই বিষয়ে একটি বই লিখেছেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই হিসেবে গণ্য হয়।

এই সুযোগে আমি মাইকেল ফিনি ও স্টিভ নাইসনকে ধন্যবাদ জানাই।

তখন থেকে ক্যান্ডেলস্টিকের জনপ্রিয়তা বছর বছর বেড়েছে এবং আজকাল এগুলোই বেশিরভাগ বিশ্লেষকের ব্যবহৃত মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

কেন ক্যান্ডেলস্টিক আপনার ট্রেডিং বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

- ক্যান্ডেলস্টিক আপনার ট্রেডিং বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মার্কেটে যা ঘটছে তার একটি দৃশ্যমান প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়।

  একটি ক্যান্ডেলস্টিক দেখেই আমরা ওপেন, হাই, লো এবং ক্লোজ মূল্যের মূল্যবান তথ্য পেতে পারি, যা আমাদের মূল্যগত গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

- ক্যান্ডেলস্টিকগুলো অনেক নমনীয়; এগুলো একাকী ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা মুভিং এভারেজ, মোমেন্টাম অসিলেটরের মতো টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলোর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া ডাউ থিওরি বা এলিয়ট ওয়েভ থিওরির মতো পদ্ধতির সঙ্গেও এগুলো প্রয়োগ করা যায়।

  আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্যান্ডেলস্টিককে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স, ট্রেন্ডলাইন এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল টুলসের সাথে ব্যবহার করি, যেগুলো আপনি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শিখবেন।

- অর্থ সংক্রান্ত মানুষের আচরণ সবসময়ই ভয়, লোভ এবং আশার দ্বারা প্রভাবিত হয়; ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ আমাদের এই পরিবর্তনশীল মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো বুঝতে সাহায্য করে, কারণ এটি দেখায় কিভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতারা একে অপরের সাথে প্রতিক্রিয়া করে।

- -ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট বার চার্টের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। এগুলো ব্যবহার করা একটি জয়-জয় পরিস্থিতি, কারণ আপনি বার চার্ট থেকে পাওয়া সব

ট্রেডিং সিগন্যাল পেতে পারেন পাশাপাশি ক্যান্ডেলস্টিকের মাধ্যমে পাওয়া অতিরিক্ত স্পষ্টতা ও অতিরিক্ত সিগন্যালও পাবেন।

- ক্যান্ডেলস্টিক পদ্ধতি বেশিরভাগ পেশাদার ট্রেডার, ব্যাংক ও হেজ ফান্ড ব্যবহার করে থাকে। তারা প্রতিদিন কোটি কোটি ডলারের ট্রেড করে এবং যখন খুশি মার্কেটে প্রভাব ফেলতে পারে।

যদি আপনি মার্কেটের খেলা বুঝতে না পারেন, তারা সহজেই আপনার টাকা নিয়ে নিতে পারে।

আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যদি এক লাখ ডলারও থাকে, আপনি মার্কেটকে সরাতে পারবেন না বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ব্যবহার করলে আপনি বুঝতে পারবেন বড় খেলোয়াড়রা কী করছে এবং কখন মার্কেটে প্রবেশ করতে হবে, কখন বের হতে হবে, আর কখন মার্কেট থেকে দূরে থাকতে হবে।

What is a candlestick?

জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক তৈরি হয় নির্দিষ্ট সময়সীমার ওপেন, হাই, লো এবং ক্লোজ মূল্য ব্যবহার করে।

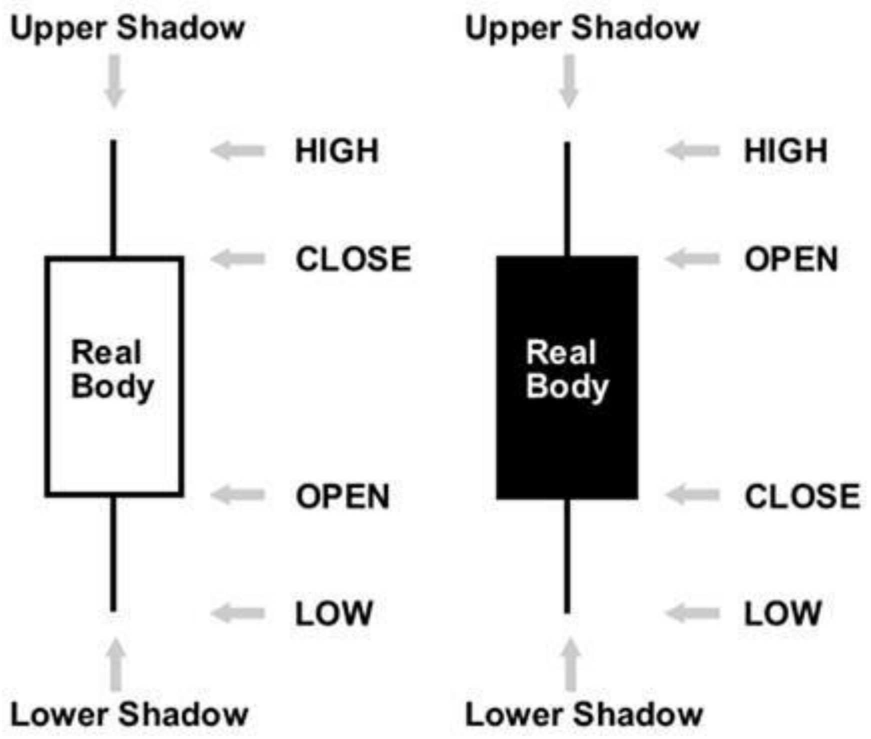

- যদি ক্লোজ মূল্য ওপেন মূল্যের উপরে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি ক্যান্ডেলস্টিকটি বুলিশ (Bullish); এর অর্থ হলো ঐ সময়কালে মার্কেট ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিকগুলো সাধারণত সাদা রঙে প্রদর্শিত হয়।

  অধিকাংশ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক বোঝাতে সাদা রঙ ব্যবহার করে, তবে রঙের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই — আপনি আপনার পছন্দমত যেকোনো রঙ ব্যবহার করতে পারেন।

  সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ওপেন এবং ক্লোজ মূল্যের অবস্থান।

- যদি ক্লোজ মূল্য ওপেন মূল্যের নিচে থাকে, তাহলে ক্যান্ডেলস্টিকটি বিয়ারিশ (Bearish) বলে ধরা হয়, যা নির্দেশ করে যে ঐ সেশনে মার্কেট পতনশীল ছিল। বিয়ারিশ ক্যান্ডেল সাধারণত কালো রঙে দেখানো হয়, তবে এটি কোনো কঠোর নিয়ম নয়।

বুলিশ এবং বিয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক আলাদা করতে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়।

- ক্যান্ডেলস্টিকের ভরা অংশটিকে বলা হয় রিয়েল বডি।
- বডির ওপর ও নিচ থেকে বেরিয়ে আসা পাতলা রেখাগুলোকে বলা হয় শ্যাডো বা ছায়া।
- উপরের শ্যাডোর সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলা হয় হাই।
- নিচের শ্যাডোর সর্বনিম্ন বিন্দুকে বলা হয় লো।

Candlestick body sizes:

ক্যান্ডেলস্টিকের বিভিন্ন ধরনের বডির আকার থাকে:

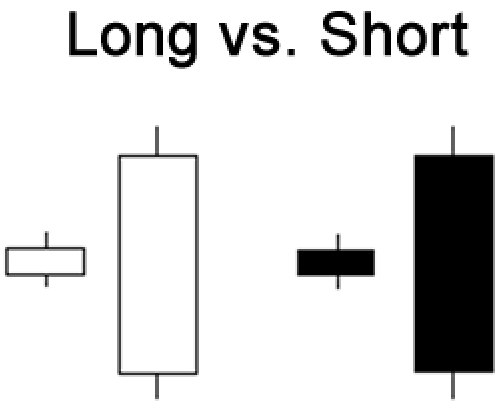

দীর্ঘ বডি নির্দেশ করে শক্তিশালী ক্রয় বা বিক্রয় চাপকে।

যদি কোনো ক্যান্ডেলস্টিকের ক্লোজ ওপেনের উপরে থাকে এবং বডি দীর্ঘ হয়, তাহলে এর মানে হলো ক্রেতারা শক্তিশালী এবং তারা ঐ সময়কালে মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রেখেছে।

অন্যদিকে, যদি কোনো বিয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিকের ওপেন ক্লোজের উপরে থাকে এবং বডি দীর্ঘ হয়, তাহলে এর মানে হলো বিক্রেতাদের চাপ মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করছে ঐ নির্দিষ্ট সময়সীমায়।

ছোট ও সংক্ষিপ্ত বডি সাধারণত কম ক্রয় বা বিক্রয় কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেয়।

Candlestick shadows (tails)

উপরের ও নিচের শ্যাডো **(ছায়া)** গুলো ট্রেডিং সেশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়।

- উপরের শ্যাডো নির্দেশ করে সেশনের সর্বোচ্চ মূল্য (High)।
- নিচের শ্যাডো নির্দেশ করে সেশনের সর্বনিম্ন মূল্য (Low)।

দীর্ঘ শ্যাডো সহ ক্যান্ডেলস্টিকগুলো বোঝায় যে, ট্রেডিং কার্যক্রম ওপেন ও ক্লোজ মূল্যের বাইরে ব্যাপকভাবে ঘটেছে।

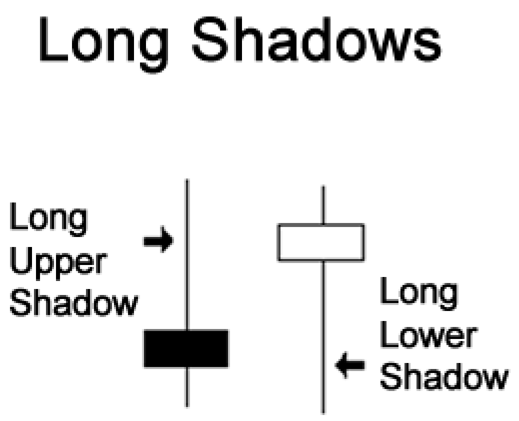

জাপানি ক্যান্ডেলস্টিকের ছোট শ্যাডো থাকলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ট্রেডিং কার্যক্রম ওপেন ও ক্লোজ মূল্যের কাছাকাছি সীমাবদ্ধ ছিল।

- যদি কোনো ক্যান্ডেলস্টিকের উপরের শ্যাডো দীর্ঘ হয় এবং নিচের শ্যাডো ছোট হয়, তাহলে এর মানে হলো ক্রেতারা শক্তি দেখিয়ে দাম বাড়িয়েছিল। কিন্তু কোনো কারণে বিক্রেতারা এসে দাম নামিয়ে এনে সেশনটি ওপেন মূল্যের কাছাকাছি শেষ করেছে।
- আর যদি ক্যান্ডেলস্টিকের নিচের শ্যাডো দীর্ঘ হয় এবং উপরের শ্যাডো ছোট হয়, তাহলে বোঝায় বিক্রেতারা দাম কমানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছে। তবে কোনো কারণে ক্রেতারা এসে দাম বাড়িয়ে এনে সেশনটি ওপেন মূল্যের কাছাকাছি শেষ করেছে।

Candlestick patterns

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন হলো ট্রেডিংয়ের অন্যতম শক্তিশালী ধারণা। এগুলো সহজ, চিনে নেওয়া সহজ এবং খুব লাভজনক সেটআপ। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলোর ভবিষ্যতবাণীমূলক ক্ষমতা অনেক বেশি এবং এগুলো ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে।

আমি নিজে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দিয়ে ট্রেড করি; আমি অন্য কোনো পদ্ধতিতে যেতে পারি না কারণ আমি হাজারো স্ট্র্যাটেজি ও ট্রেডিং পদ্ধতি চেষ্টা করেছি কিন্তু ফল পাইনি।

আমি আপনাকে কোনো অলৌকিক সিস্টেম পরিচয় করাতে যাচ্ছি না, এই ট্রেডিং সিস্টেম কাজ করে, তবে কিছু ট্রেড হারানোও স্বাভাবিক। হারানো ট্রেডের অংশ এই খেলার, যদি আপনি ১০০% জয়ী হওয়ার সিস্টেম খুঁজে থাকেন, তাহলে আমি পরামর্শ দিব ট্রেডিং বন্ধ করে অন্য কোনো ব্যবসা দেখুন।

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন হলো মার্কেটের ভাষা। ভাবুন, আপনি যদি কোনো বিদেশি দেশে থাকেন এবং সেই ভাষা না জানেন, তাহলে কিভাবে চলবেন? কথাও বলতে পারবেন না, তাই না? এটা কঠিন, তাই না? ট্রেডিংও একই রকম।

যদি আপনি সঠিকভাবে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন পড়তে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এই প্যাটার্নগুলো মার্কেটের গতি এবং ট্রেডারদের আচরণ সম্পর্কে কী বলছে।

এই দক্ষতা আপনাকে সঠিক সময়ে মার্কেটে প্রবেশ ও নির্গমন করতে সাহায্য করবে। অন্যভাবে বললে, এটি আপনাকে মার্কেটে ভিন্নভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে এবং বুদ্ধিমান ট্রেডারদের অনুসরণ করে টাকা উপার্জন করার সুযোগ করে দেবে।

এই অধ্যায়ে আমি যে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো দেখাবো, সেগুলো হলো মার্কেটে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্নগুলো। তবে এখানে আমি কিভাবে এগুলো দিয়ে ট্রেড করতে হয় তা দেখাবো না, কারণ সেটি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে।

আমি চাই আপনি প্যাটার্নের গঠন (anatomy) এবং এর গঠনের পেছনের মনস্তত্ত্ব (psychology) এর উপর পুরোপুরি মনোযোগ দিন, কারণ এটি আপনাকে মার্কেটে যেকোনো প্যাটার্ন সহজে চিনে নেওয়ার দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে এবং বুঝতে সাহায্য করবে প্যাটার্নটি আপনাকে পরবর্তী কী করতে বলছে।

যদি আপনি এই দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে আপনি প্রস্তুত হবেন পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি যেসব ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ও কৌশল শিখাবো তা ভালোভাবে বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে।

The engulfing bar candlestick pattern

এনগালফিং বার এর নাম অনুসারে এটি তৈরি হয় যখন একটি ক্যান্ডেল আগের ক্যান্ডেলটিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে। এনগালফিং বার একাধিক আগের ক্যান্ডেলকে ঢেকে ফেলতে পারে, কিন্তু এটি এনগালফিং বার হিসেবে গণ্য হতে হলে অন্তত একটি ক্যান্ডেলকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে হবে।

বিয়ারিশ এনগালফিং হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলোর একটি।

এই প্যাটার্নটি দুইটি বডি নিয়ে গঠিত:

প্রথম বডিটি দ্বিতীয় বডির থেকে ছোট।

অন্য কথায়, দ্বিতীয় বডিটি প্রথম বডিটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে।

নিচের চিত্রে এটি দেখানো হয়েছে:

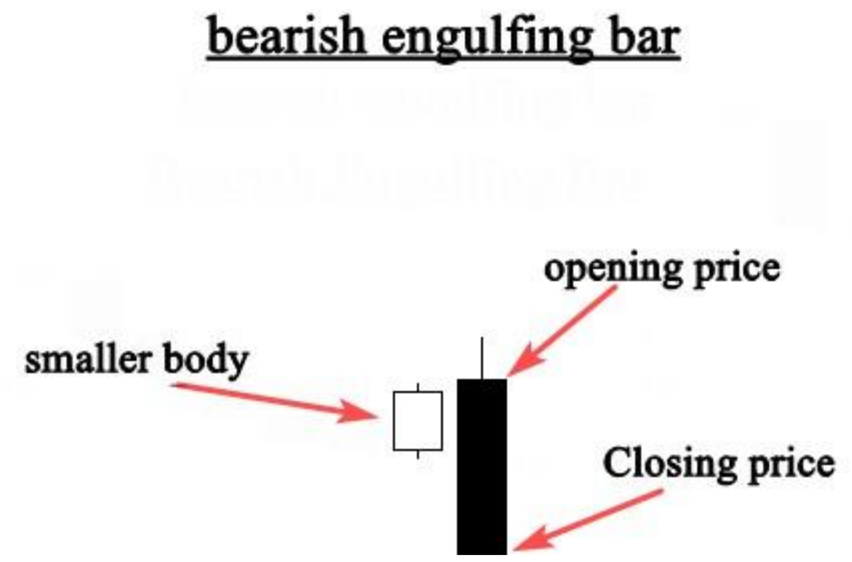

এভাবেই আপনার চার্টে বিয়ারিশ এনগালফিং বার প্যাটার্ন প্রদর্শিত হয়। এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন আমাদের মার্কেটে বুলস (ক্রেতা) এবং বিয়ারস (বিক্রেতা) সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়।

বিয়ারিশ এনগালফিং বার প্যাটার্নে, এটি আমাদের বলে যে মার্কেটে বিক্রেতারা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যখন এই প্যাটার্নটি একটি আপট্রেন্ডের শেষে দেখা যায়, তখন এর মানে হলো বিক্রেতারা ক্রেতাদের পুরোপুরি কভার বা 'এনগালফ' করে ফেলেছে, যা একটি ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত দেয়।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

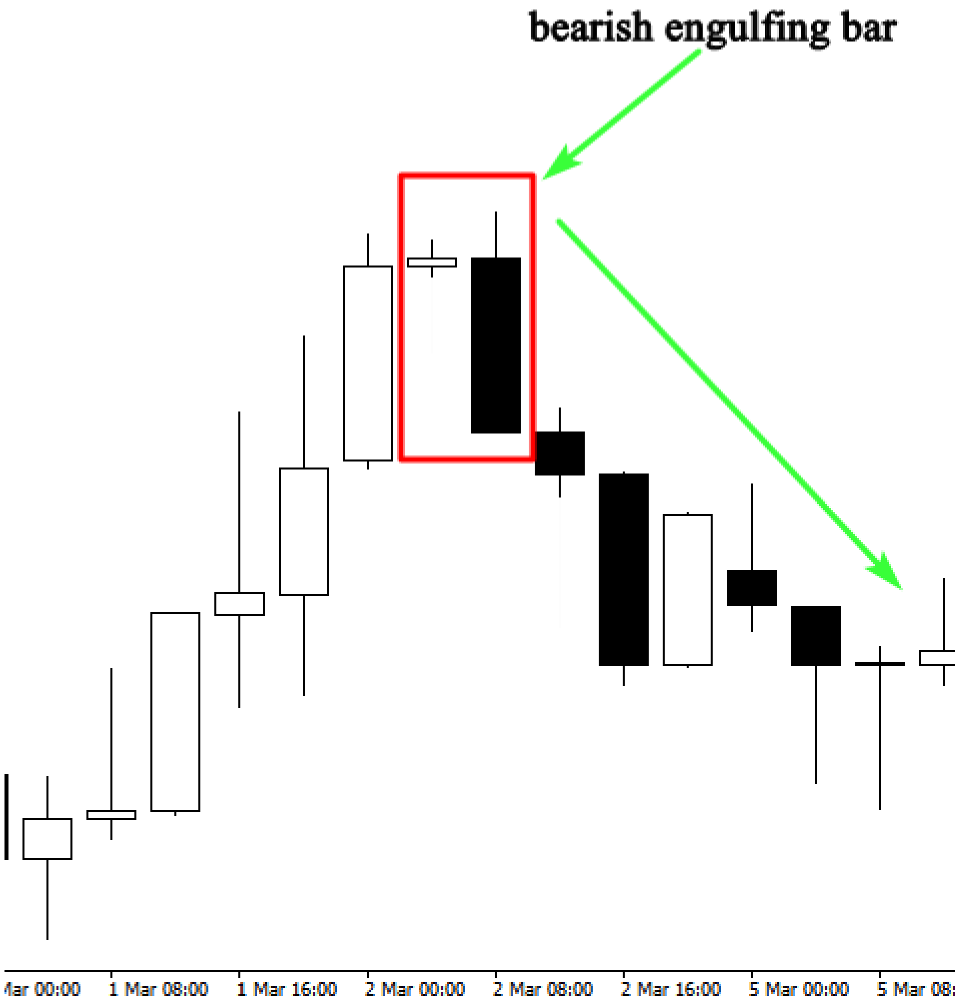

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যখন এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নটি একটি আপট্রেন্ডে ঘটে, তখন আমরা একটি ট্রেন্ড রিভার্সাল আশা করতে পারি কারণ ক্রেতারা আর মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে নেই এবং বিক্রেতারা মার্কেটকে নিচের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে।

তবে, আপনি চার্টে পাওয়া যেকোনো বিয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দিয়ে সরাসরি ট্রেড করতে পারবেন না; এন্ট্রি নিশ্চিত করতে আপনার অন্যান্য টেকনিক্যাল টুলসের প্রয়োজন হবে।

আমরা এই বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন শুধু আমি চাই আপনি আপনার চার্ট খুলে দেখুন এবং যতগুলো বিয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দেখতে পান, সেগুলো চিনে বের করার চেষ্টা করুন।

The bullish engulfing bar pattern

বুলিশ এনগালফিং বার দুটি ক্যান্ডেলস্টিক নিয়ে গঠিত: প্রথমটি ছোট বডির ক্যান্ডেল, এবং দ্বিতীয়টি সেই ছোট ক্যান্ডেলকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলা বড় বডির ক্যান্ডেল।

নিচের চিত্রে এটি দেখুন:

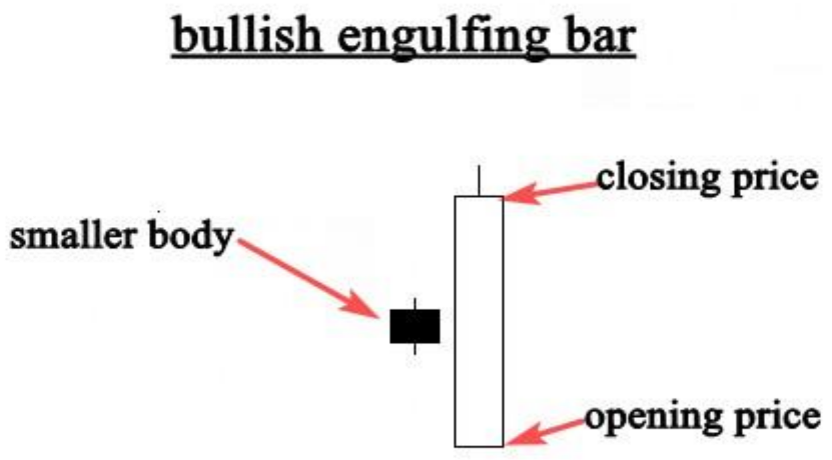

বুলিশ এনগালফিং বার প্যাটার্ন আমাদের জানায় যে মার্কেট এখন আর বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, বরং ক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে।

যখন একটি বুলিশ এনগালফিং ক্যান্ডেল আপট্রেন্ডের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়, তখন এটি একটি ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার সংকেত দেয়।

আর যখন এটি ডাউনট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয়, তখন এই রিভার্সাল আরও শক্তিশালী হয় কারণ এটি ক্যাপিটুলেশন বটম (capitulation bottom) নির্দেশ করে।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

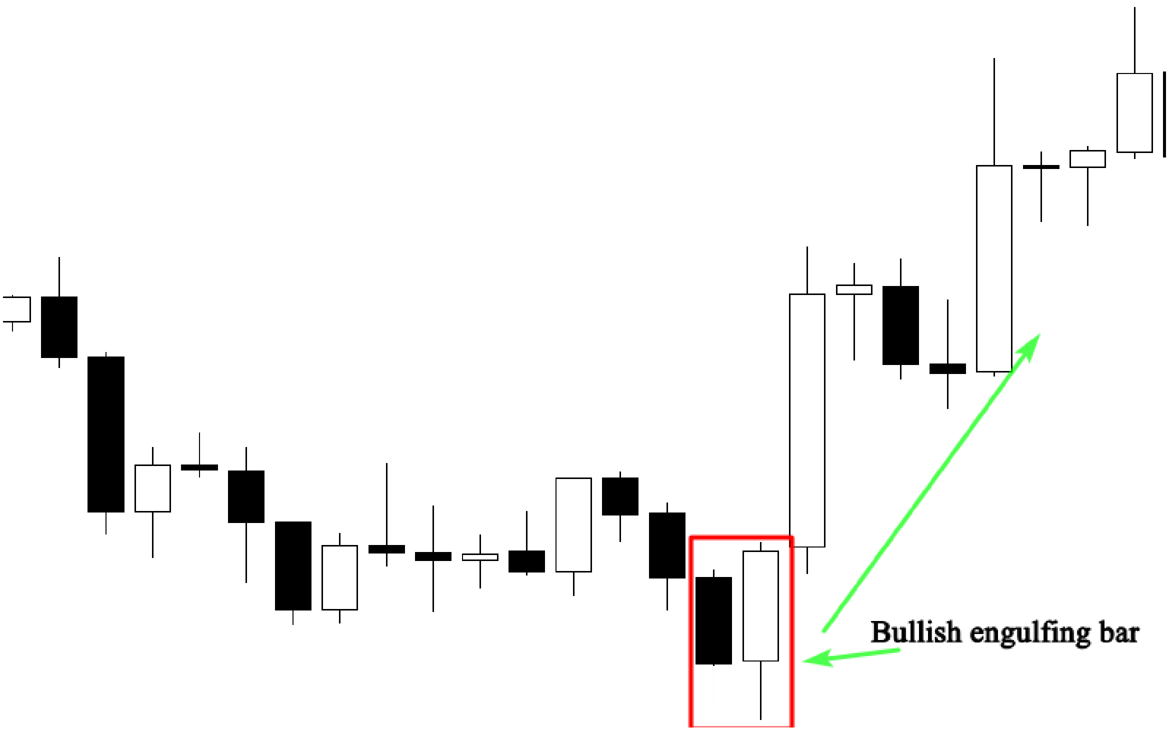

উপরের উদাহরণ স্পষ্টভাবে আমাদের দেখায় যে কিভাবে বুলিশ এনগালফিং বার প্যাটার্ন তৈরি হওয়ার পর মার্কেটের দিক পরিবর্তন ঘটে।
ছোট বডিটি বিক্রির শক্তি বোঝায়, যা দ্বিতীয় বড় বডি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলা হয়েছে, যা ক্রয়ের শক্তি প্রকাশ করে।
বডির রঙ কোনো ব্যাপার নয়; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ছোট বডিটি সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় ক্যান্ডেলস্টিক দ্বারা ঢেকে যাওয়া।

এই প্রাইস অ্যাকশন সেটআপ শুধু একাই ব্যবহার করে ট্রেড করার চেষ্টা করবেন না, কারণ প্যাটার্নটি ট্রেড করার যোগ্য কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনাকে অন্যান্য নিশ্চিতকরণ (confluence) ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করতে হবে। আমি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়গুলো আলোচনা করব।

এখন আমি চাই আপনি আপনার চার্টে বুলিশ ও বিয়ারিশ এনগালফিং বার চিনে নেওয়ার দক্ষতা অর্জন করুন। এটা আপাতত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

The Doji Candlestick pattern

ডোজি হলো জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই ক্যান্ডেলস্টিকটি তৈরি হয়, তখন এটি আমাদের জানায় যে মার্কেট একই মূল্যে ওপেন এবং ক্লোজ হয়েছে, যার মানে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সমতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং মার্কেটের কোনো পক্ষ নিয়ন্ত্রণে নেই।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, ওপেনিং প্রাইস এবং ক্লোজিং প্রাইস একই, যার মানে মার্কেট এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি সে কোন দিকে যাবে।
যখন এই দজি (Doji) প্যাটার্নটি একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড-এর মধ্যে ঘটে, তখন এটি সাধারণত একটি ট্রেন্ড রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।

আরও ভালোভাবে বুঝতে নিচের আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

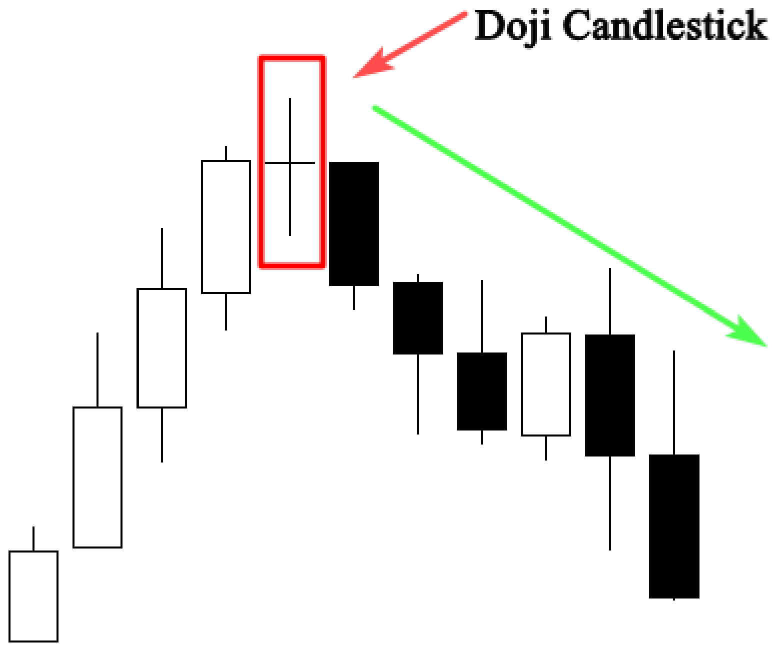

উপরের চার্টটি দেখায় কিভাবে দজি ক্যান্ডেলস্টিক গঠনের পর মার্কেটের দিক পরিবর্তন হয়েছে।
মার্কেটটি উপরের দিকে যাচ্ছিল, যার মানে ক্রেতারা নিয়ন্ত্রণে ছিল।

কিন্তু দজি ক্যান্ডেলস্টিকের গঠন এই ইঙ্গিত দেয় যে ক্রেতারা আর দামকে উপরে ধরে রাখতে পারছে না, এবং বিক্রেতারা দামকে আবার ওপেনিং প্রাইসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে ট্রেন্ড রিভার্সাল ঘটতে পারে।

সবসময় মনে রাখবেন, দজি মার্কেটে সমতা ও অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়।

এটি প্রায়শই দেখা যায় বড় মূল্যবৃদ্ধি বা পতনের পরে কিছুটা বিরতির সময়।

যখন এটি ট্রেন্ডের শীর্ষে বা নিম্নভাগে দেখা যায়, তখন এটি বোঝায় যে আগের ট্রেন্ডটি তার শক্তি হারাচ্ছে।

সুতরাং, যদি আপনি ইতিমধ্যে সেই ট্রেন্ডের সঙ্গে ট্রেডে থাকেন, তাহলে এটি মুনাফা নেওয়ার উপযুক্ত সময় হতে পারে।

এছাড়াও, যদি দজি প্যাটার্নটি অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সাথে মিলে যায়, তাহলে এটি একটি এন্ট্রি সিগনাল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

The Dragonfly Doji pattern

ড্রাগনফ্লাই দজি হলো একটি বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন, যা তখন গঠিত হয় যখন ওপেন, হাই এবং ক্লোজ প্রাইস একই বা প্রায় একই হয়।

এই দজি প্যাটার্নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর দীর্ঘ নিচের শ্যাডো বা লেজ, যা দেখায় যে ক্রেতারা নিচের দিক থেকে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং মার্কেটকে উপরের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

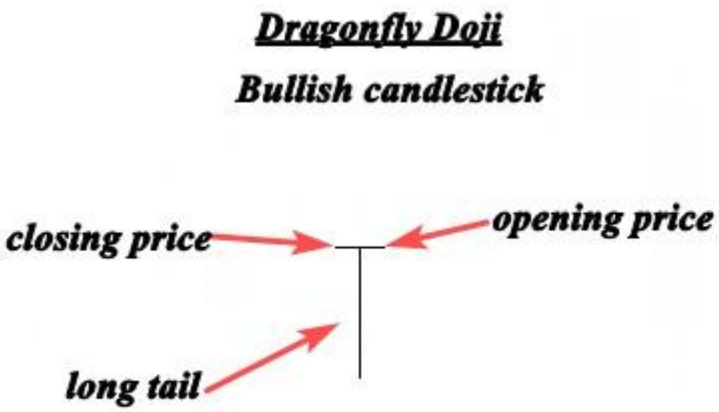

উপরের চিত্রটি আমাদের একটি পারফেক্ট ড্রাগনফ্লাই দজি দেখায়।
এর দীর্ঘ নিচের লেজ (শ্যাডো) নির্দেশ করে যে চাহিদা (demand) এবং যোগানের (supply) শক্তি একটি ভারসাম্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এবং ট্রেন্ডের দিকটি একটি বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে পারে।

নিচের উদাহরণটি দেখুন, যেখানে ড্রাগনফ্লাই দজি একটি বুলিশ রিভার্সাল সিগনাল তৈরি করেছে।

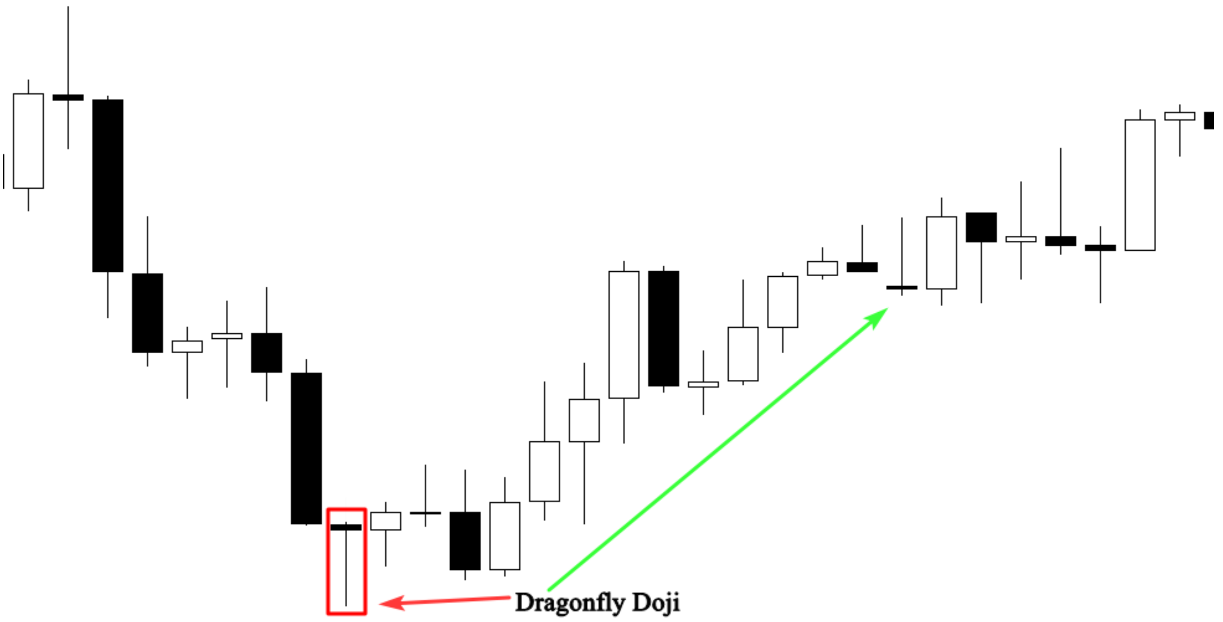

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে যে মার্কেট আগের সাপোর্ট লেভেল-কে টেস্ট করছিল, এবং এই এলাকাটি থেকে একটি প্রবল রিজেকশন ঘটেছে।

ড্রাগনফ্লাই দজি-র গঠন, বিশেষ করে এর দীর্ঘ নিচের শ্যাডো, আমাদের দেখায় যে ঐ এলাকায় বাইং প্রেসার বা ক্রয়চাপ খুব বেশি ছিল।

যদি আপনি এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নটি চার্টে শনাক্ত করতে পারেন, তাহলে এটি আপনাকে সাপোর্ট ও চাহিদার (demand) অঞ্চলগুলো ভিজ্যুয়ালি বুঝতে সাহায্য করবে।

যখন এটি ডাউনট্রেন্ডে দেখা যায়, তখন এটি একটি বুলিশ রিভার্সাল সিগনাল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

তবে যেমনটি আমি বারবার বলি, আপনি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন একা ব্যবহার করে ট্রেড করতে পারবেন না।
মার্কেটে উচ্চ সম্ভাবনার (high probability) ড্রাগনফ্লাই দজি সিগনাল শনাক্ত করতে হলে আপনাকে অন্যান্য ইন্ডিকেটর ও টেকনিক্যাল টুলস ব্যবহার করতে হবে।

The Gravestone Doji

গ্রেভস্টোন দজি হলো ড্রাগনফ্লাই দজি-র বিয়ারিশ ভার্সন। এটি তখন তৈরি হয় যখন ওপেন এবং ক্লোজ প্রাইস একই বা প্রায় একই হয়।

যা গ্রেভস্টোন দজি-কে ড্রাগনফ্লাই দজি থেকে আলাদা করে, তা হলো এর দীর্ঘ উপরের লেজ (শ্যাডো)।

এই দীর্ঘ উপরের লেজের গঠন নির্দেশ করে যে মার্কেট একটি শক্তিশালী সাপ্লাই বা রেজিস্ট্যান্স এরিয়া টেস্ট করছে।
ক্রেতারা দাম উপরে নিতে চাইলেও, বিক্রেতারা শক্তি প্রয়োগ করে দামকে নিচে নামিয়ে এনেছে এবং সেশনটি ওপেনিং প্রাইসেই শেষ হয়েছে।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

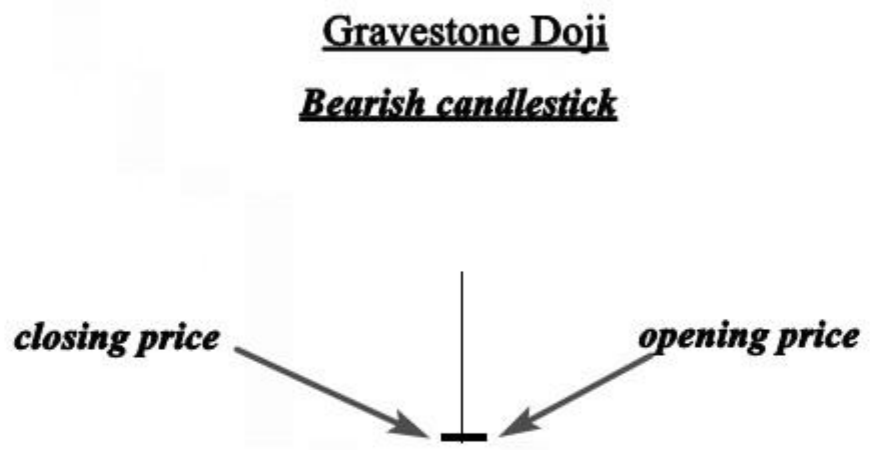

উপরের চিত্রটি একটি পারফেক্ট গ্রেভস্টোন দজি প্রদর্শন করে।

এই প্যাটার্নটি ইঙ্গিত দেয় যে দিনের শুরুতে ক্রেতারা দাম ওপেনিং প্রাইসের অনেক ওপরে তুলতে পেরেছিল,
কিন্তু পরে বিক্রেতারা মার্কেটকে চাপে ফেলে দাম আবার নিচে নামিয়ে এনেছে এবং ক্লোজিং ওপেনিং প্রাইসের কাছাকাছি হয়েছে।

এটি এমন একটি সংকেত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় যে বুলস (ক্রেতা পক্ষ) তাদের গতি হারাচ্ছে, এবং মার্কেট একটি রিভার্সালের জন্য প্রস্তুত।

আরও ভালোভাবে বুঝতে নিচের আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

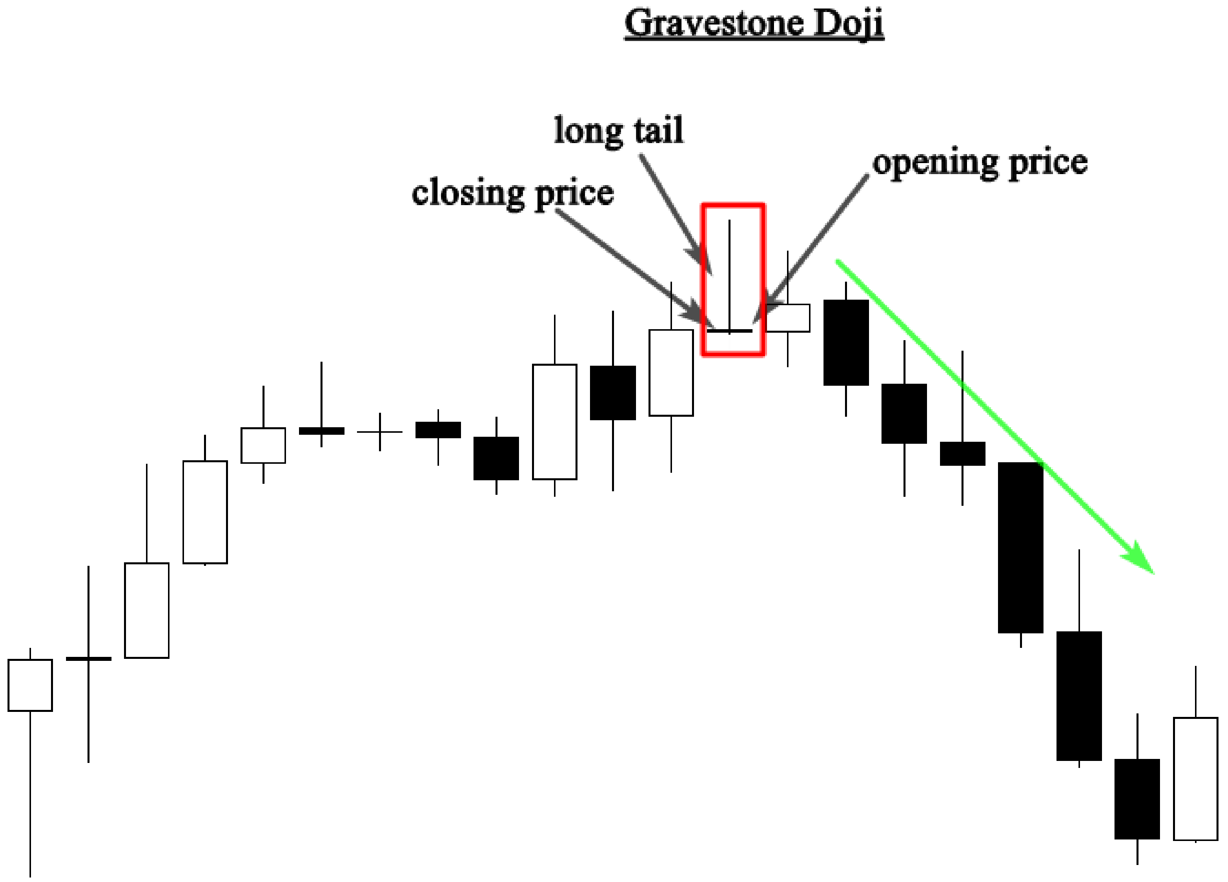

উপরের চার্টে একটি গ্রেভস্টোন দজি দেখা যাচ্ছে, যা একটি শক্তিশালী বুলিশ প্রবণতা (uptrend)-এর শীর্ষে গঠিত হয়েছে। এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের গঠন নির্দেশ করে যে ক্রেতারা আর মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাদের ক্রয়চাপ কমে গেছে এবং বিক্রেতারা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এই প্যাটার্নটি বিশ্বাসযোগ্য (reliable) হতে হলে, এটি অবশ্যই কোনো রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে গঠিত হতে হবে।

তাহলে এটি একটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল-এর শক্তিশালী সংকেত হতে পারে।

একজন ট্রেডার হিসেবে, গ্রেভস্টোন দজি প্যাটার্নের সংকেতটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য এর অবস্থান (placement) এবং প্রেক্ষাপট (context) সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য জানা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলোই আমি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আপনাকে শেখাবো।

The morning star

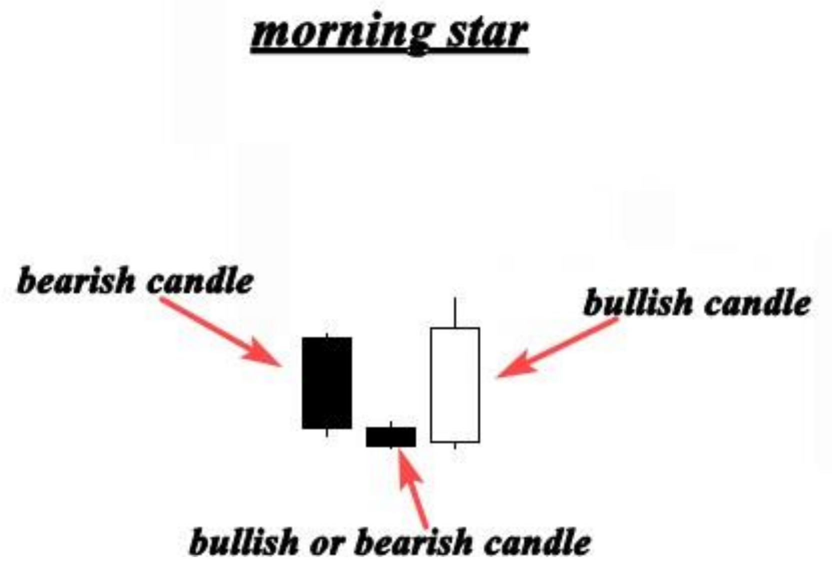

Morning Star প্যাটার্নকে একটি বুলিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এটি সাধারণত ডাউনট্রেন্ডের নিচে দেখা যায় এবং এটি তিনটি ক্যান্ডেলস্টিক নিয়ে গঠিত:

- প্রথম ক্যান্ডেলস্টিকটি বেয়ারিশ, যা নির্দেশ করে যে বিক্রেতারা এখনও মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে আছেন।
- দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি ছোট, যা দেখায় বিক্রেতারা নিয়ন্ত্রণে আছেন, তবে তারা মার্কেটকে আরও নিচে নামাতে পারেনি এবং এই ক্যান্ডেলটি বুলিশ বা বেয়ারিশ হতে পারে।
- তৃতীয় ক্যান্ডেলস্টিকটি বুলিশ, যা ওপেনের সময় গ্যাপ আপ করে এবং প্রথম দিনের শরীরের মধ্যবিন্দুর উপরে ক্লোজ করে, এই ক্যান্ডেলস্টিকটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যাল বহন করে।

Morning Star প্যাটার্ন আমাদের দেখায় কিভাবে বায়াররা বিক্রেতাদের থেকে মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। যখন এই প্যাটার্নটি ডাউনট্রেন্ডের নিচে, কোনো সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি ঘটে, তখন এটি একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

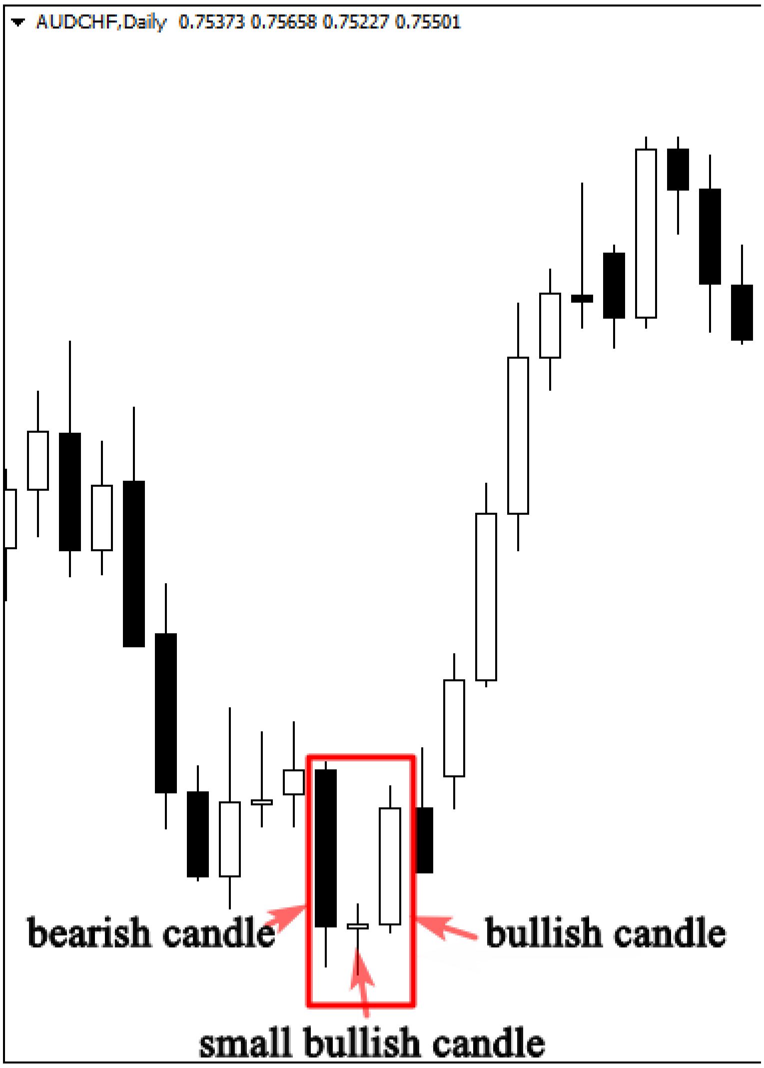

উপরের চার্টটি আমাদের মর্নিং স্টার প্যাটার্ন চিনতে সাহায্য করে এবং দেখায় কিভাবে এটি একটি নিম্নমুখী ট্রেন্ডের তলায় গঠিত হলে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্যাটার্নটি স্পষ্ট একটি বেয়ারিশ ট্রেন্ডে ঘটেছে।

প্রথম ক্যান্ডেলটি বিক্রেতাদের আধিপত্য নিশ্চিত করেছে, আর দ্বিতীয়টি মার্কেটে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি হতে পারে ডোজি বা অন্য কোনো ধরনের ক্যান্ডেল।

কিন্তু এখানে, দজি ক্যান্ডেলটি ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটকে আরও নিচে ঠেলতে সংগ্রাম করছে। তৃতীয় বুলিশ ক্যান্ডেলটি দেখায় যে ক্রেতারা বিক্রেতাদের থেকে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায় মার্কেট সম্ভবত উল্টে যাবে।

এভাবেই পেশাদার ট্রেডাররা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের ভিত্তিতে মার্কেট বিশ্লেষণ করে, এবং আপনি ও এভাবেই আর্থিক মার্কেট বিশ্লেষণ করবেন যদি আপনি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের গঠন ও তাদের পিছনের মনস্তত্ত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

The evening star pattern

Evening Star প্যাটার্নকে একটি bearish reversal প্যাটার্ন হিসেবে ধরা হয় যা সাধারণত uptrend-এর শীর্ষে ঘটে।

এই প্যাটার্নটি তিনটি ক্যান্ডেলস্টিক নিয়ে গঠিত:

- প্রথম ক্যান্ডেলটি একটি bullish ক্যান্ডেল।
- দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি একটি ছোট ক্যান্ডেল, যা bullish, bearish বা দজি (দজি) অথবা অন্য কোনো ক্যান্ডেল হতে পারে।
- তৃতীয় ক্যান্ডেলটি একটি বড় bearish ক্যান্ডেল।

সাধারণত, Evening Star প্যাটার্ন হলো Morning Star প্যাটার্নের bearish সংস্করণ। নিচে উদাহরণ দেখুন:

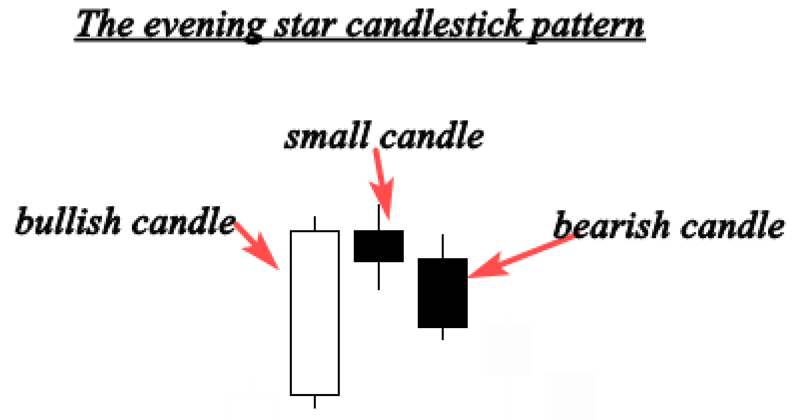

Evening Star প্যাটার্নের প্রথম অংশ একটি bullish ক্যান্ডেল; এর অর্থ হচ্ছে মার্কেটে এখনো বলস (buyers) নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে এবং তারা মার্কেটকে উপরে ঠেলে দিচ্ছে।
এই মুহূর্তে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। ছোট ক্যান্ডেলটির উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, ক্রেতারা এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে, কিন্তু তাদের শক্তি আগের মতো বেশি নেই।
তৃতীয় bearish ক্যান্ডেলটি দেখায় যে, ক্রেতাদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেছে এবং সম্ভবত একটি bearish ট্রেন্ড রিভার্সাল ঘটতে পারে।
নিচে আরেকটি চার্ট দেখুন যা Evening Star প্যাটার্ন কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে তা প্রদর্শন করে।

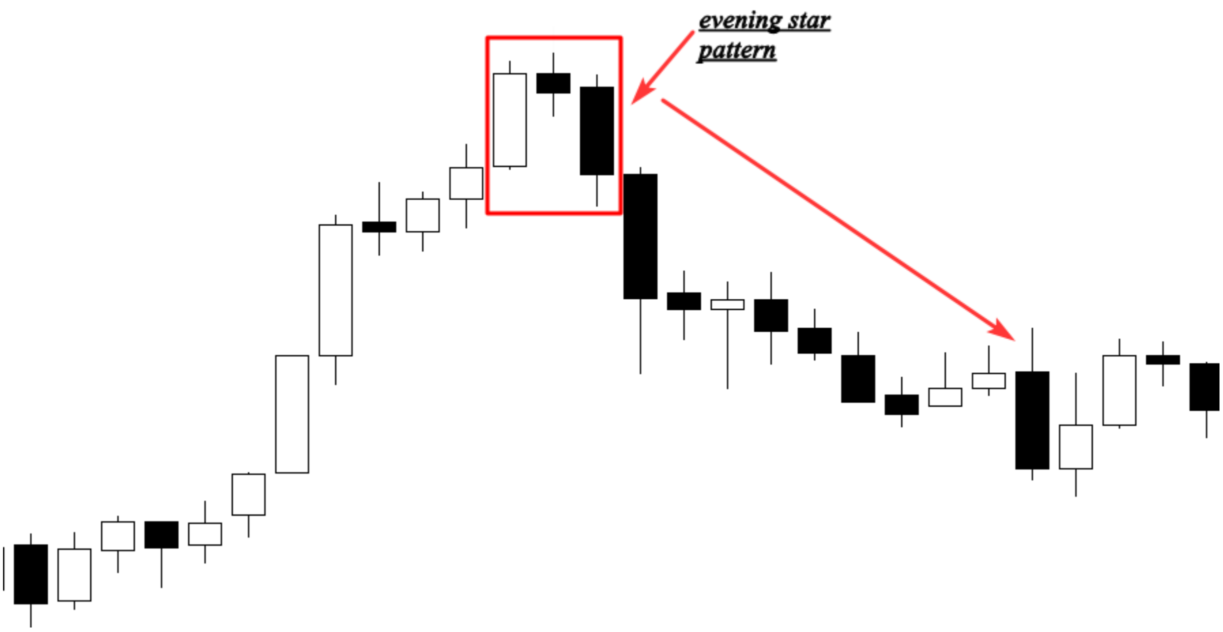

আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট উপরের দিকে প্রবণ ছিল, প্যাটার্নের প্রথম ক্যান্ডেলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ঊর্ধ্বমুখী একটি প্রবণতা নির্দেশ করে।
দ্বিতীয়টি একটি ছোট ক্যান্ডেল, যা মূল্য সংহতি (price consolidation) এবং অনিশ্চয়তা (indecision) নির্দেশ করে।

অন্য কথায়, প্রথম দীর্ঘ বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক তৈরি করা প্রবণতা তার গতি হারাচ্ছে। শেষ ক্যান্ডেলস্টিকটি পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের নিচে গ্যাপ করে, যা ট্রেন্ডের বিপরীত হওয়ার নিশ্চিতকরণ এবং নতুন নিম্নগামী প্রবণতার শুরু নির্দেশ করে।

The Hammer (pin bar)

হ্যামার ক্যান্ডেলস্টিক তখন তৈরি হয় যখন কোনো ক্যান্ডেলের ওপেন, হাই এবং ক্লোজ প্রায় একই দামে হয়, এবং এর একটি দীর্ঘ নিচের শ্যাডো থাকে। এই দীর্ঘ নিচের শ্যাডো নির্দেশ করে যে ক্রেতারা দাম নিচে নামার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মার্কেটকে উপরের দিকে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

এই ক্যান্ডেলস্টিকটি সাধারণত একটি বুলিশ রিভার্সাল সিগন্যাল হিসেবে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে যদি এটি কোনো ডাউনট্রেন্ডের শেষে অথবা সাপোর্ট লেভেলের আশেপাশে গঠিত হয়।

নিচের চিত্রটি দেখুন, যাতে হ্যামার ক্যান্ডেলস্টিক দেখতে কেমন হয় তা বোঝা যাবে:

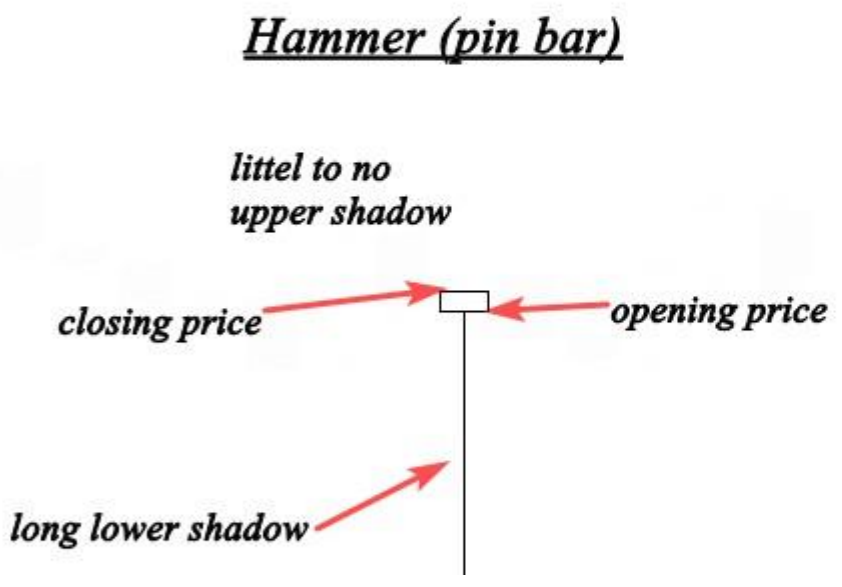

হ্যামার হলো একটি রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন, যা সাধারণত ডাউনট্রেন্ডের শেষে গঠিত হয়।

এই ক্যান্ডেলটি তখনই গঠিত হয়, যখন মার্কেট খোলার পর বিক্রেতারা দাম নিচে নামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়ায় সেই চাপ প্রতিহত হয় এবং মার্কেট দিনের সর্বনিম্ন দামের চেয়ে অনেক উপরে বন্ধ হয়।

নিচে আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

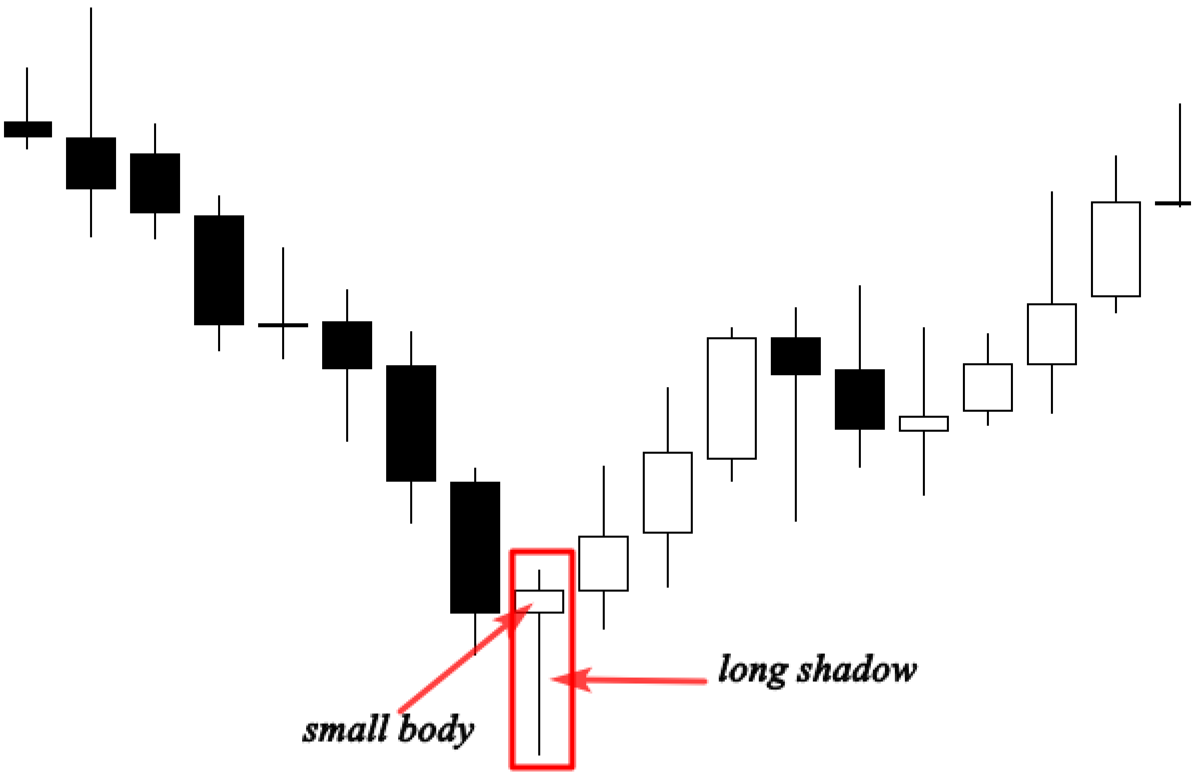

আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেটটি নিচের দিকে ট্রেন্ড করছিল, এবং এই সময়ে হ্যামার (পিন বার) ক্যান্ডেলটির গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ রিভার্সাল প্যাটার্ন ছিল।

দীর্ঘ নিচের ছায়াটি (shadow) এই স্তরে ক্রেতাদের পক্ষ থেকে প্রবল ক্রয়চাপ নির্দেশ করে। বিক্রেতারা মার্কেটকে আরও নিচে নামানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঐ স্তরে ক্রয়ের চাপ বিক্রয়চাপের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল — যার ফলে মার্কেটে একটি ট্রেন্ড রিভার্সাল ঘটে।

বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই প্যাটার্নের গঠনের পেছনের মনস্তত্ত্ব বুঝা; যদি আপনি বুঝতে পারেন এটি কীভাবে এবং কেন তৈরি হয়েছে, তাহলে আপনি অত্যন্ত সঠিকভাবে মার্কেটের দিক নির্ধারণ করতে পারবেন।

আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করব কীভাবে এই প্যাটার্ন দিয়ে ট্রেড করতে হয় এবং কীভাবে এই সিগন্যালটি ফিল্টার করতে হয়।

The shooting star (bearish pin bar)

শুটিং স্টার ফর্মেশন তখন গঠিত হয় যখন ওপেন, লো এবং ক্লোজ প্রায় একই দামে থাকে; এই ক্যান্ডেলের বৈশিষ্ট্য হলো একটি ছোট বডি (body) এবং একটি দীর্ঘ উপরের ছায়া (upper shadow)। এটি হ্যামারের বেয়ারিশ সংস্করণ। পেশাদার বিশ্লেষকদের মতে, এই ছায়ার দৈর্ঘ্য বাস্তব বডির দ্বিগুণ হওয়া উচিৎ।

নিচে উদাহরণ দেখুন:

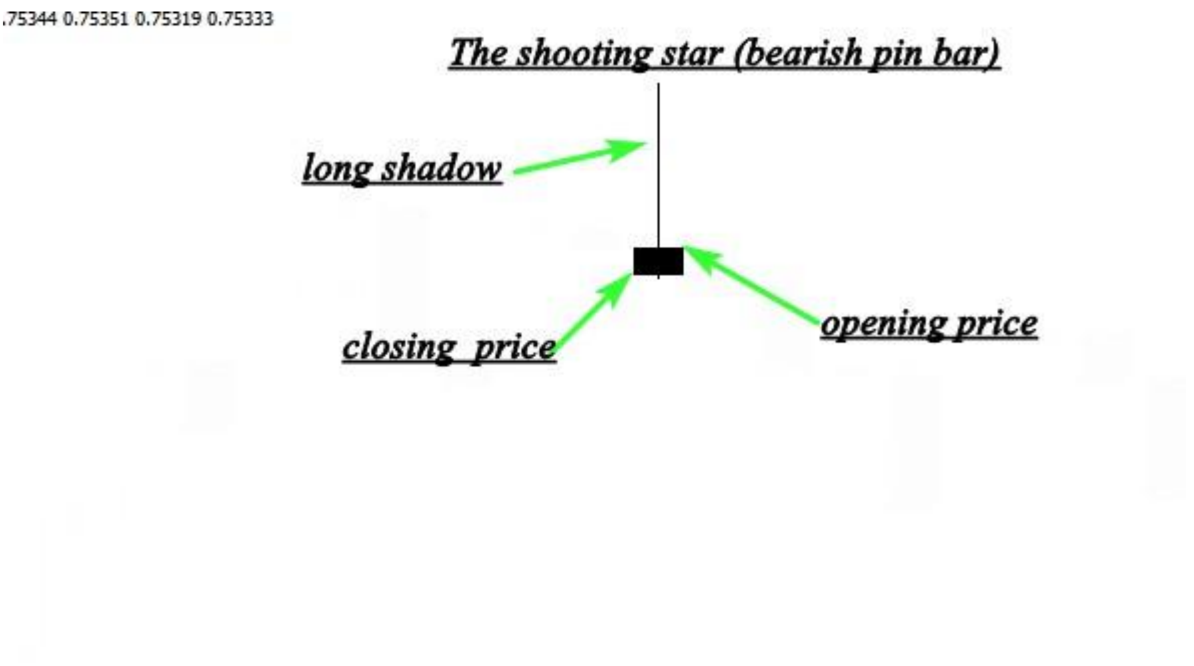

উপরে দেওয়া চিত্রে একটি সম্পূর্ণ পারফেক্ট শুটিং স্টার দেখানো হয়েছে—একটি ছোট “রিয়েল বডি” এবং একটি দীর্ঘ উপরের ছায়া। যখন এই প্যাটার্নটি কোনো আপট্রেন্ডে গড়ে ওঠে, তখন এটি বিয়ারিশ রিভার্সাল সিগন্যাল নির্দেশ করে।

এই প্যাটার্নের গঠনের পেছনের মনস্তত্ত্ব হলো, ক্রেতারা মার্কেটকে উপরে ঠেলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিক্রেতাদের প্রবল চাপ তাদের উত্থান আটকিয়ে ফেলে।

যখন এই ক্যান্ডেলস্টিকটি কোনো রেজিস্ট্যান্স লেভেলের নিকটে গঠিত হয়, তখন এটিকে একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপ হিসেবে নেওয়া উচিত।

নিচে আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

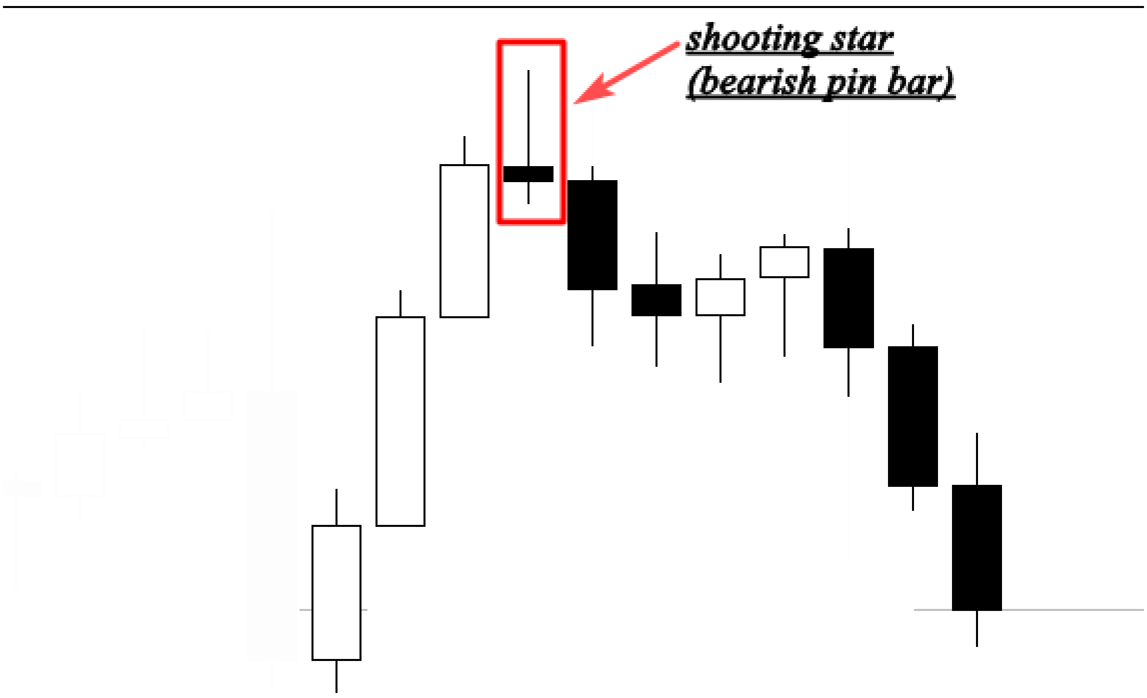

উপরের চার্টে একটি সুন্দর শুটিং স্টার দেখা যাচ্ছে যা একটি আপট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয়েছে। এই প্যাটার্নের গঠন নির্দেশ করে যে আপট্রেন্ডের মুখ চলা শেষ, এবং নতুন একটি ডাউনট্রেন্ড শুরু হতে চলেছে।

এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নটি সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স, সাপ্লাই ও ডিমান্ড এরিয়া, এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা যায়।

শুটিং স্টার চিহ্নিত করা খুবই সহজ এবং এটি অত্যন্ত লাভজনক—এটি আমার ব্যবহৃত অন্যতম শক্তিশালী সিগন্যাল যা আমি মার্কেটে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য কাজে লাগাই।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, এবং আপনাকে ধাপে ধাপে দেখাবো কীভাবে এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন দিয়ে ট্রেড করে আয় করতে হয়।

The Harami Pattern (the inside bar)

হারামি প্যাটার্ন (জাপানিতে "প্রেগন্যান্ট" অর্থে) একটি রিভার্সাল ও কন্টিনুয়েশন উভয়ই হতে পারে এমন প্যাটার্ন, এবং এটি দুটি ক্যান্ডেলস্টিক নিয়ে গঠিত:

- প্রথম ক্যান্ডেলটি বড় ক্যান্ডেল, যাকে বলা হয় মাদার ক্যান্ডেল।
- দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি ছোট, যাকে বলা হয় বেবি ক্যান্ডেল।
-

হারামি প্যাটার্ন বৈধ হতে, দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি অবশ্যই প্রথম ক্যান্ডেলের বডির ভেতরের মধ্যে ক্লোজ করতে হবে।

- যদি এই প্যাটার্ন আপট্রেন্ডের শীর্ষে গড়ে ওঠে, তবে এটি বিয়ারিশ রিভার্সাল সিগন্যাল।
- আর যদি এটি ডাউনট্রেন্ডের তলায় গড়ে ওঠে, তবে এটি বুলিশ সিগন্যাল।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

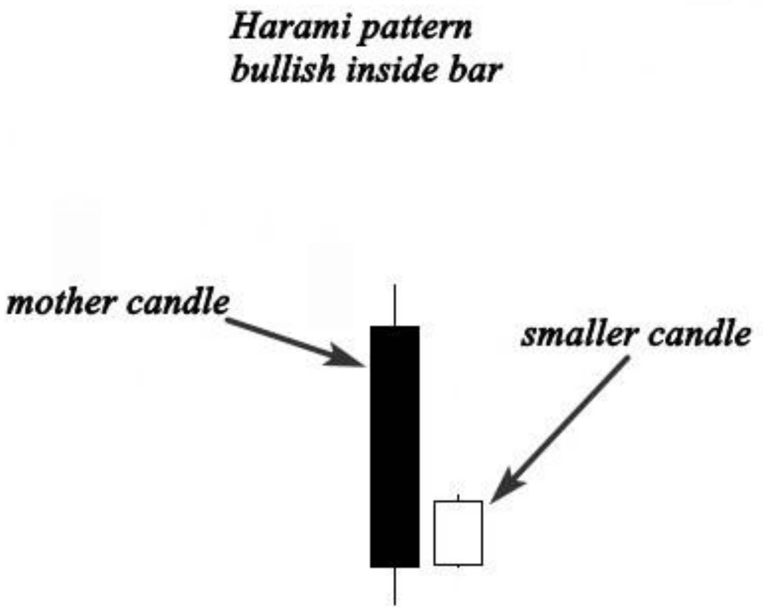

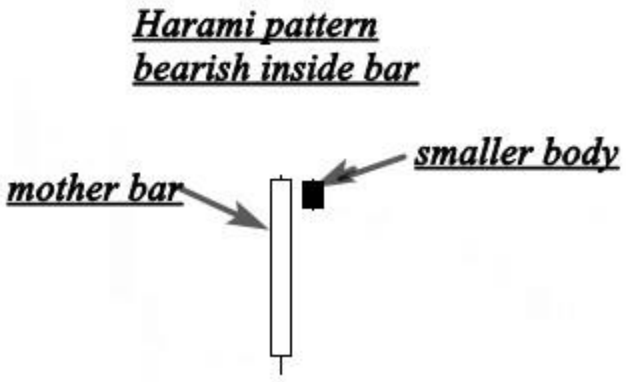

যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ছোট বডিটি সম্পূর্ণরূপে আগের মাদার ক্যান্ডেলের ভেতরে ঢেকে আছে। রঙ নিয়ে ভাববেন না—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ছোট বডিটি বড় ক্যান্ডেলের ভেতরের অংশে ক্লোজ করা।

হারামি ক্যান্ডেল আমাদের জানায় যে মার্কেট এখন অনিশ্চয়ের পর্যায়ে আছে। অন্য কথায়, মার্কেট সংহত হচ্ছে (consolidating)।
এখন ক্রেতা ও বিক্রেতারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না, আর মার্কেটের কোনো পক্ষই নিয়ন্ত্রণে নেই।

যখন এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডের সময় ঘটে, তখন এটি একটি কন্টিনিউেশন প্যাটার্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা ট্রেন্ডে যোগ দেওয়ার ভাল সুযোগ দেয়।

আর যখন এটি আপট্রেন্ডের শীর্ষে অথবা ডাউনট্রেন্ডের তলায় ঘটে, তখন এটি ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত হিসেবে গণ্য হয়।

নিচে আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

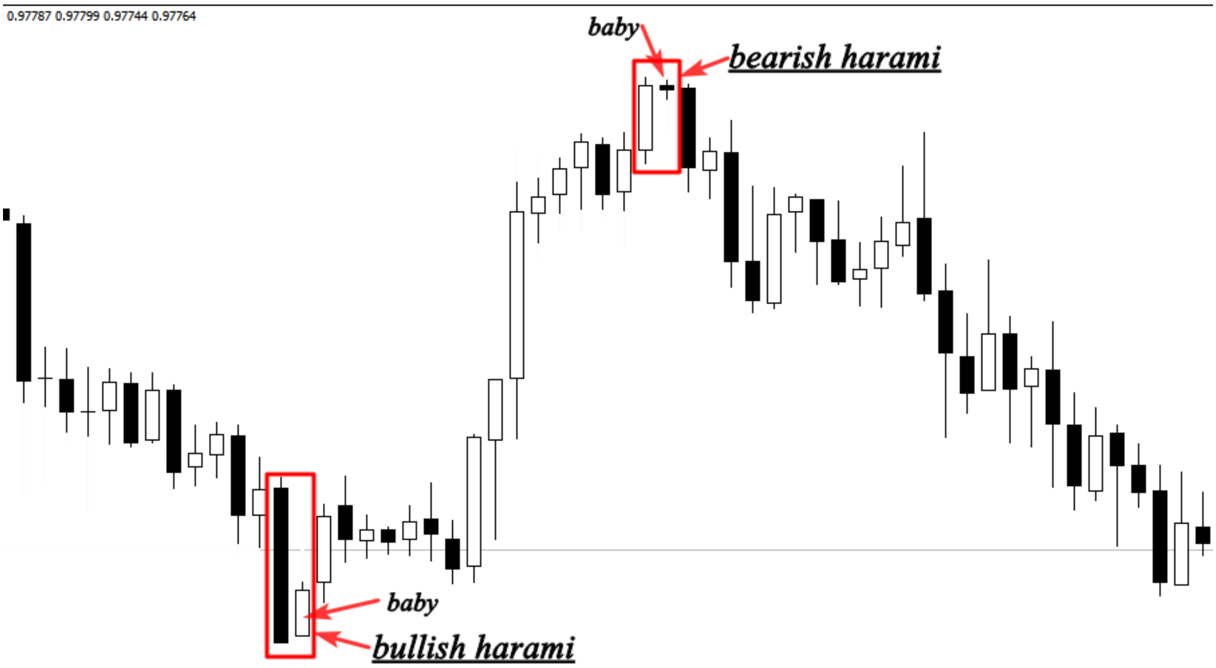

উপরের চার্টে দেখতে পাচ্ছেন হারামি প্যাটার্ন গঠনের পর কিভাবে ট্রেন্ডের দিক বদলে গেছে। প্রথম বুলিশ হারামি প্যাটার্নটি একটি ডাউনট্রেন্ডের তলায় গড়ে ওঠে; তখন বিক্রেতারা মার্কেটকে নিচে ঠেলছিল, হঠাৎ করে দাম সংহত হতে শুরু করে, যা নির্দেশ করে যে বিক্রয় শক্তি আর মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে নেই।

বিয়ারিশ হারামি হলো এর উল্টো; এটি একটি আপট্রেন্ডের শীর্ষে গড়ে ওঠে, যা জানায় ক্রেতাদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেছে এবং নতুন একটি ডাউনট্রেন্ড শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

যখন এই প্যাটার্নটি কোনো আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডের সময় গড়ে হয়, তখন এটি বর্তমান ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার সংকেত দেয়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা বিশদভাবে শিখব কীভাবে এই প্যাটার্নকে রিভার্সাল হিসেবে বা কন্টিনিউেশন হিসেবে ট্রেড করতে হয়।

The Tweezers tops and bottoms

টুইজার্স টপ ফর্মেশনকে একটি বিয়ারিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে ধরা হয়, যা আপট্রেন্ডের শীর্ষে দেখা যায়।
টুইজার্স বটম ফর্মেশনকে একটি বুলিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা ডাউনট্রেন্ডের তলায় দেখা যায়।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

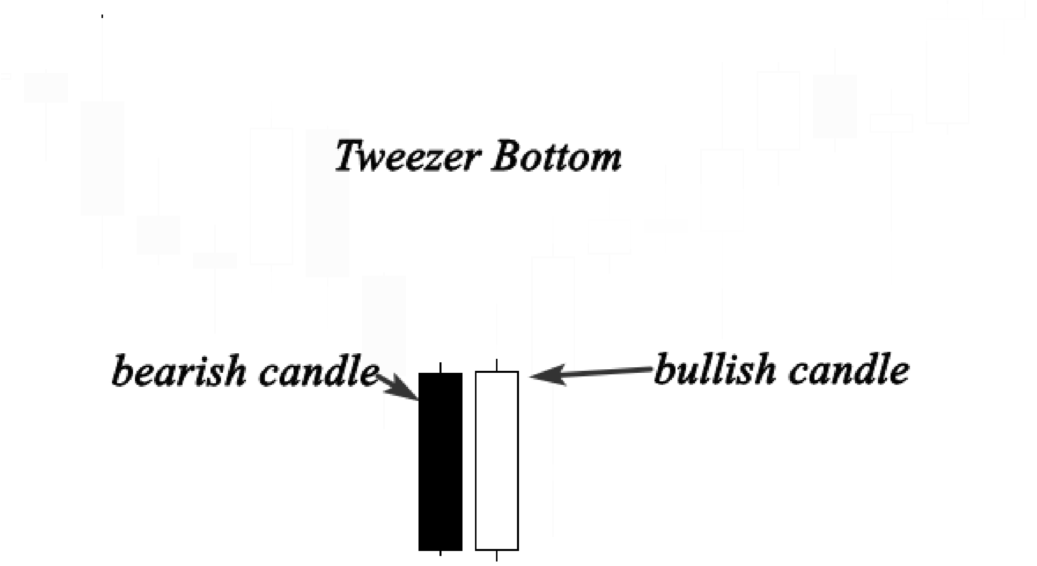

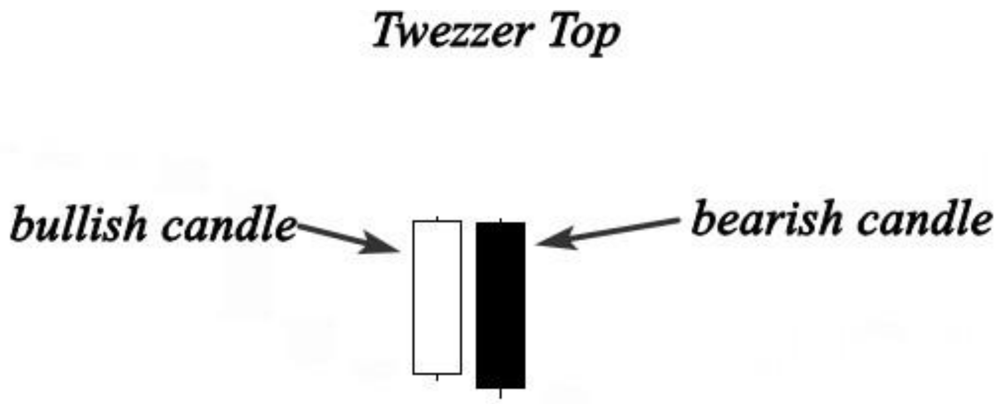

টুইজার্স টপ ফর্মেশন দুটি ক্যান্ডেলস্টিক নিয়ে গঠিত:

- প্রথমটি একটি বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক, এর পরেই একটি বিয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক আসে।

টুইজার্স বটম ফর্মেশনও দুটি ক্যান্ডেলস্টিকের সমন্বয়:

- প্রথমটি একটি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল, এর পরেই একটি বুলিশ ক্যান্ডেল আসে।

সুতরাং, টুইজার্স বটম হল টুইজার্স টপের বুলিশ ভার্সন।

- টুইজার্স টপ ঘটে কোনো আপট্রেন্ডের মধ্যে, যখন ক্রেতারা দাম উপরে ঠেলছিলেন—যার ফলে মনে হচ্ছিল মার্কেট এখনও ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু পরের ক্যান্ডেলে বিক্রেতারা মার্কেটকে নিয়ে গিয়ে বুলিশ ক্যান্ডেলের ওপেনের নিচে ক্লোজ করায় সবাইকে অবাক করে।

  এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত দেয়, এবং অন্য টেকনিক্যাল টুলসের সাথে মিলিয়ে এটি ট্রেড করা যেতে পারে।

- টুইজার্স বটম ঘটে যখন একটি ডাউনট্রেন্ডে বিক্রেতারা দাম নিচে ঠেলে নিয়ে যায়—যখন মনে হয় মার্কেট এখনও নিম্নমুখী। কিন্তু পরের সেশনে দাম প্রথম বিয়ারিশ ক্যান্ডেলের ওপেনের উপরে বা প্রায় সমমূল্যে ক্লোজ করলে বোঝা যায় ক্রেতারা এসে মার্কেটের দিক উল্টে দিতে চাইছে।

  এটি একটি বুলিশ ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত দেয়।

যদি এই প্রাইস অ্যাকশন কোনো সাপোর্ট লেভেলের নিকটে ঘটে, তবে এটি নির্দেশ করে যে একটি বেয়ারিশ রিভার্সাল সম্ভবত ঘটতে পারে।

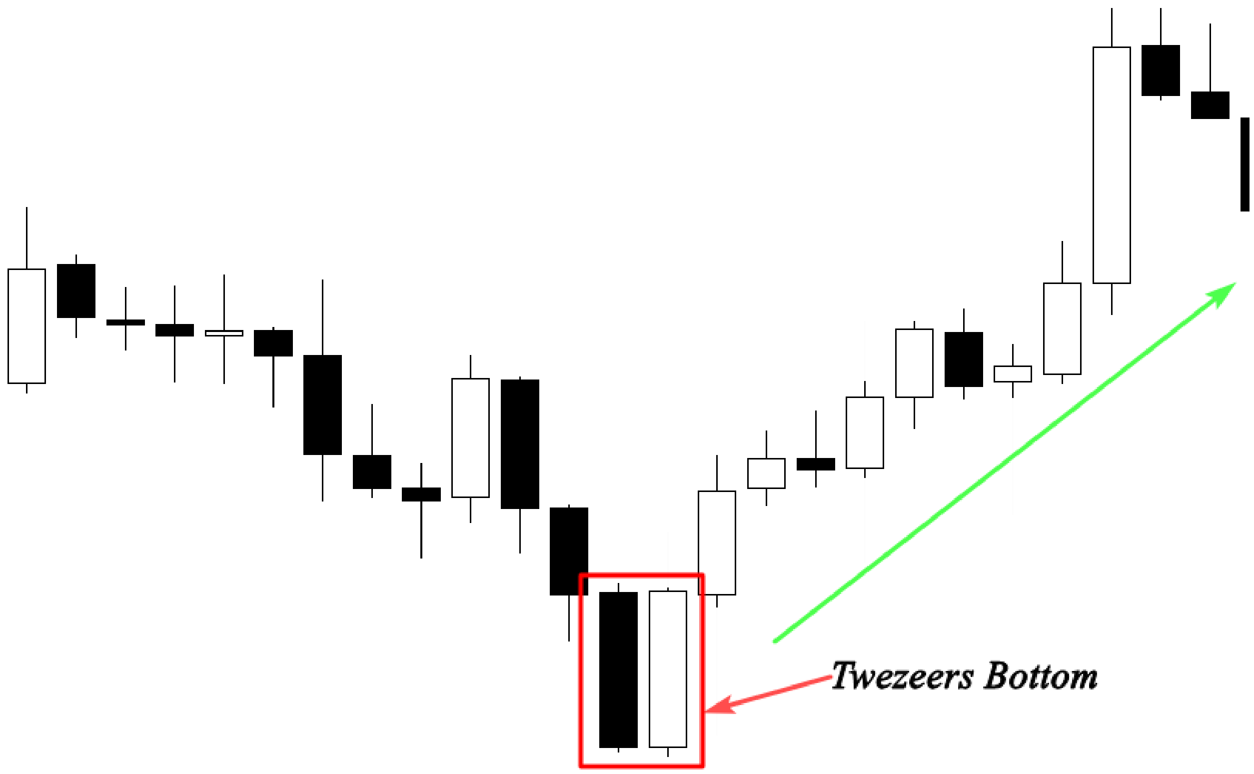

উপরের চার্টে একটি টুইজার্স বটম দেখানো হয়েছে, যা একটি ডাউনট্রেন্ডে গড়ে ওঠে। প্রথম সেশনে বিক্রেতারা মার্কেটকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়; তবে দ্বিতীয় সেশনটি প্রথম সেশনের ক্লোজিং মূল্যে ওপেন হয় এবং সরাসরি ঊর্ধ্বমুখী গতি ধরে, যা একটি রিভার্সাল বায় সিগন্যাল নির্দেশ করে—যে সিগন্যালটিতে আপনি ট্রেড করতে পারেন, যদি আপনার কাছে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার জন্য অন্য কোনো উপাদান থাকে।

ক্যান্ডেলস্টিকের নামের দিকে মনোযোগ দেবেন না; এর গঠনের পেছনের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করুন—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ যদি আপনি বুঝতে পারেন এটি কেন গঠিত হয়েছে, তবে আপনি বুঝতে পারবেন মার্কেটে কী ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতে মূল্য গতিবিধি সহজেই পূর্বাভাস করতে পারবেন।

Candlestick patterns exercise

এখন আমার মনে হয় আপনি জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পেয়েছেন, প্রতিটি ক্যান্ডেলস্টিকের গঠন (anatomy) ও তার পেছনের মনস্তত্ত্ব (psychology)ও জানেন। চলুন একটি অনুশীলন করি আপনার জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য—দেখতে হবে আপনি এখনও আমাদের আলোচনা করা সব ক্যান্ডেলস্টিকের নাম মনে রেখেছেন কি না।

নিচের চার্টটি দেখুন এবং প্রতিটি নম্বরযুক্ত ক্যান্ডেলস্টিকের নাম ও তার গঠনের পেছনের মনস্তত্ত্ব সনাক্ত করার চেষ্টা করুন।

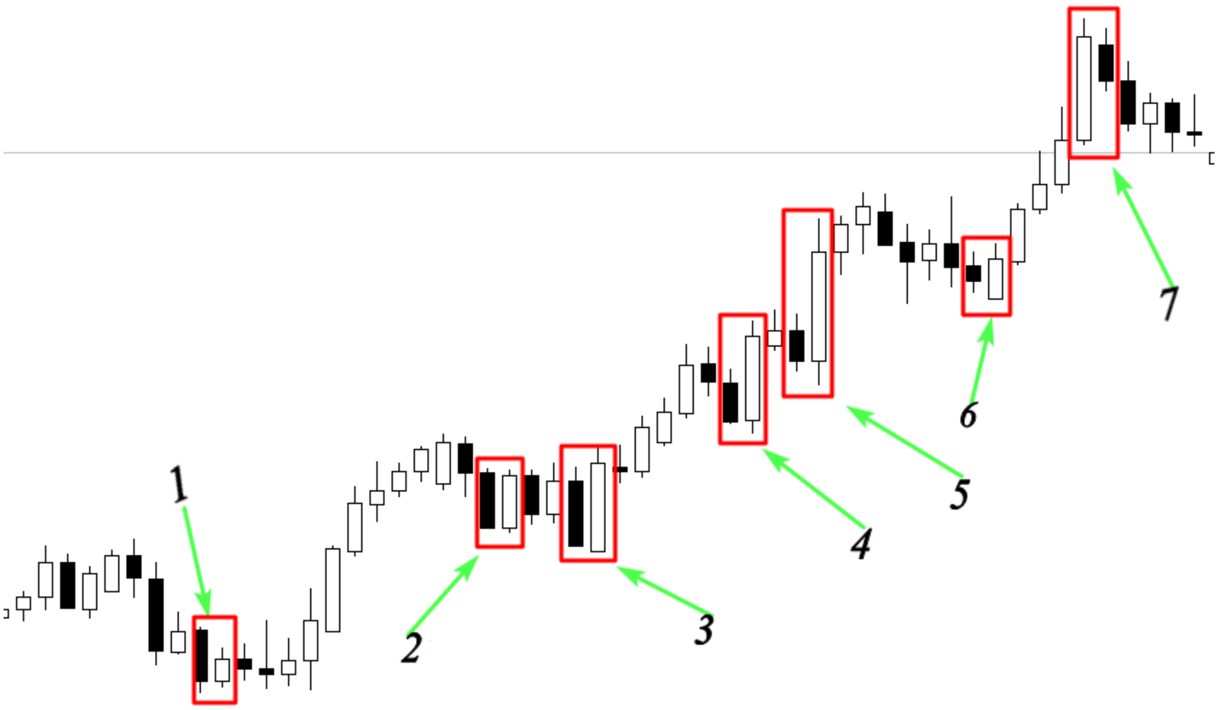

যদি আপনি সহজেই এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো সনাক্ত করতে পারেন, এবং বুঝতে পারেন এগুলো কেন তৈরি হয়েছিল, তাহলে আপনি সঠিক পথে আছেন।

কিন্তু যদি এখনও এই প্যাটার্নগুলো শনাক্ত করতে কষ্ট পান, তাহলে আপনাকে এগুলো আবার থেকে শিখতে হবে যতক্ষণ না মনে হবে আপনি এদের আয়ত্ত করেছেন।

চলুন উপরের চার্টে প্রদর্শিত ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি:

১: বুলিশ হারামি প্যাটার্ন (ইনসাইড বার)

- এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নটি মার্কেটে অনিশ্চয়তা (indecision) নির্দেশ করে, অর্থাৎ এই সেশনের সময় মার্কেট এক ধরণের কনসোলিডেশনের মধ্যে ছিল।

২: বুলিশ টুইজারস (Bullish Tweezers)

- মার্কেট ঊর্ধ্বমুখী চলছিল, বিক্রেতারা চেষ্টা করেছিল দাম নিচে নামাতে, কিন্তু ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল আরও শক্তিশালী।
- এই প্যাটার্নটি বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের লড়াইকে উপস্থাপন করে।

৩: এনগালফিং বার (Engulfing Bar)

- বিক্রেতারা সম্পূর্ণরূপে ক্রেতাদের দ্বারা ঢেকে গেছে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্রেতারা এখনও মার্কেটকে আরও ওপরে নিতে আগ্রহী।

৪: এনগালফিং বার
৫: এনগালফিং বার
৬: এনগালফিং বার
৭: হারামি প্যাটার্ন (Harami Pattern)

- এই প্যাটার্নটি নির্দেশ করে যে মার্কেট কনসোলিডেশনে (consolidation phase) প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই অনিশ্চয়তায় রয়েছে এবং কেউ নিশ্চিতভাবে মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে নেই।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো মার্কেটের মানসিকতা কীভাবে প্রকাশ করে এবং কীভাবে তা ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশ করতে পারে।

আরও একটি অনুশীলন করি, নিচের চার্টটি দেখুন এবং চেষ্টা করুন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো সনাক্ত করতে।

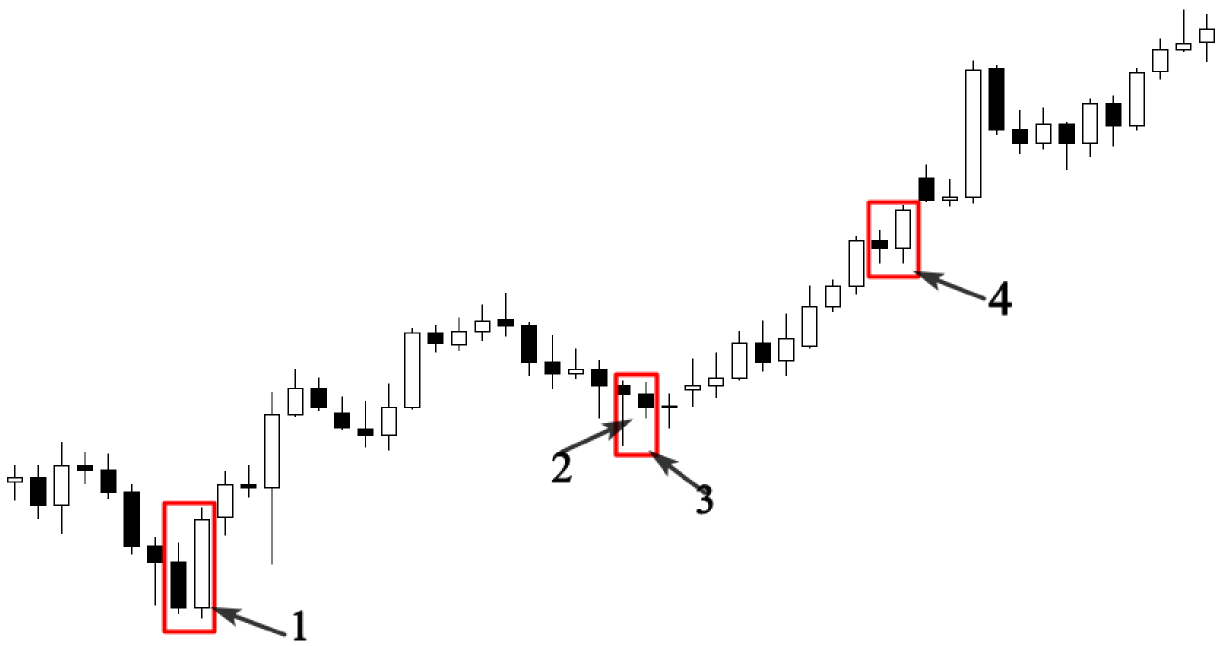

উত্তর:

১: Bullish Engulfing Bar (বুলিশ এনগালফিং বার)

২. Hammer (হ্যামার)

৩: (হ্যামার — যা একটি বড় বডি + একটি ছোট বডি (শিশু) = হারামি প্যাটার্ন)

৪: বুলিশ এনগালফিং বার

অনুগ্রহ করে, আপনি নিজেই আপনার চার্ট খুলুন এবং এই হোমওয়ার্কটি বারবার অনুশীলন করুন। আপনি দেখবেন যে পর্দার সামনে সময় কাটানোর মাধ্যমে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি ধীরে ধীরে চার্ট দেখে বুঝতে পারবেন, ক্যান্ডেলস্টিকগুলো মার্কেট সম্পর্কে আপনাকে কী বার্তা দিচ্ছে।

এই মুহূর্তে মার্কেটে কীভাবে এন্ট্রি বা এক্সিট করতে হয়, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। সময় নিন, এবং আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি আপনাকে এমন কিছু কৌশল শিখাবো যা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সঙ্গে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মিলিয়ে মার্কেটে সেরা এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্ট চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

আমার উপর ভরসা রাখুন—এই প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজিগুলো আপনাকে একজন নতুন ট্রেডার থেকে এমন একজন সফল ট্রেডারে পরিণত করবে, যে মার্কেট থেকে নিয়মিত লাভ করতে সক্ষম।

The market structure

ট্রেডার হিসেবে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলোর একটি হলো মার্কেট স্ট্রাকচার বা মার্কেট কাঠামো পড়ার ক্ষমতা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা, যা আপনাকে সঠিক মার্কেট পরিস্থিতিতে সঠিক প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে।

আপনি প্রতিটি মার্কেটে একইভাবে ট্রেড করতে পারবেন না; আপনাকে জানতে হবে মার্কেট কীভাবে চলে এবং মার্কেটে ট্রেডাররা কীভাবে আচরণ করে। মার্কেট স্ট্রাকচার বলতে মূলত এই মার্কেট-আচরণকে বিশ্লেষণ করাকেই বোঝানো হয়।

এবং আপনি যদি এই দক্ষতাটি আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে চার্ট খুলেই আপনি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নিতে পারবেন:

- মার্কেটে গণমানুষ বা ভিড় কী করছে?
- এই মুহূর্তে মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে কারা আছে—ক্রেতা নাকি বিক্রেতা?
- মার্কেটে প্রবেশ (এন্ট্রি) বা বেরিয়ে আসার (এক্সিট) সঠিক সময় ও স্থান কখন?
- এবং কখন মার্কেট থেকে দূরে থাকাই ভালো?
-

আপনার প্রাইস অ্যাকশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনি তিন ধরনের মার্কেট পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন: ট্রেন্ডিং মার্কেট (যেখানে দাম উপরের দিকে বা নিচের দিকে চলতে থাকে), রেঞ্জিং মার্কেট (যেখানে দাম নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে ওঠানামা করে), এবং চপি মার্কেট (যেখানে দাম এলোমেলোভাবে ওঠানামা করে এবং কোনো পরিষ্কার দিক থাকে না)।

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন কীভাবে প্রতিটি মার্কেট পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী কীভাবে ট্রেড করতে হয়।

1-Trending markets

ট্রেন্ডিং মার্কেট সাধারণত এমন একটি পুনরাবৃত্ত ধারার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় যেখানে আপট্রেন্ডিং মার্কেটে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর উচ্চ (Higher Highs) এবং উচ্চতর নিম্ন (Higher Lows) গঠিত হয়, আর ডাউনট্রেন্ডিং মার্কেটে গঠিত হয় নিম্নতর উচ্চ (Lower Highs) এবং নিম্নতর নিম্ন (Lower Lows)।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

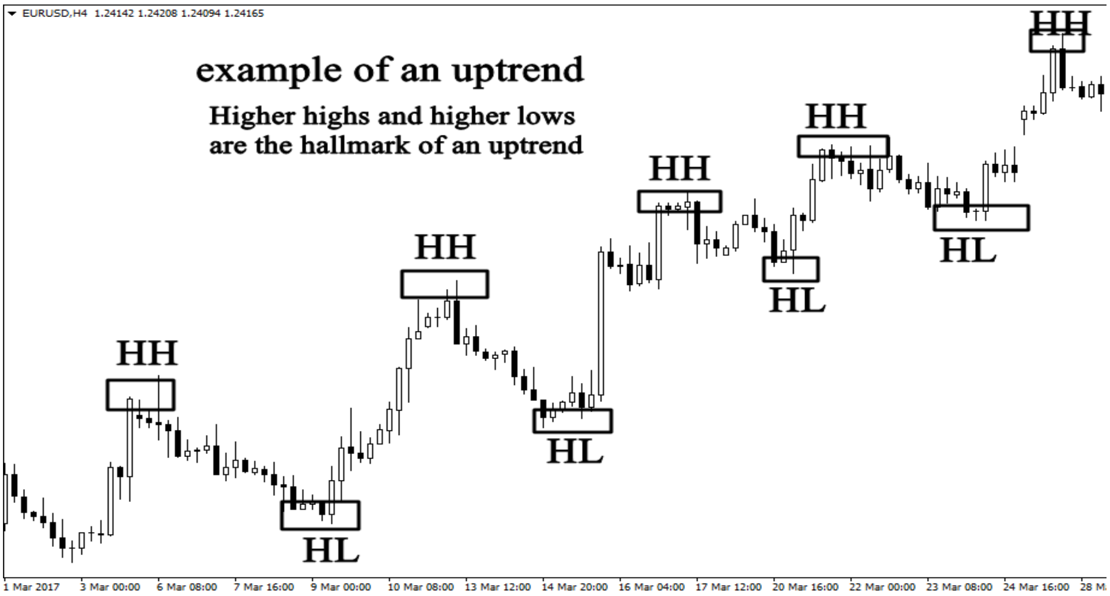

উপরের উদাহরণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর উচ্চ (Higher Highs) এবং উচ্চতর নিম্ন (Higher Lows) তৈরি করছে, যা নির্দেশ করে যে মার্কেটটি আপট্রেন্ডে রয়েছে।

মার্কেট বুলিশ (উর্ধ্বমুখী) না বিয়ারিশ (নিম্নমুখী) তা বুঝতে আপনাকে কোনো ইনডিকেটরের প্রয়োজন নেই; শুধু দামের চলাচল (Price Action) চক্ষু দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেই মার্কেটের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এখন ডাউনট্রেন্ড মার্কেটের আরেকটি উদাহরণ দেখুন।

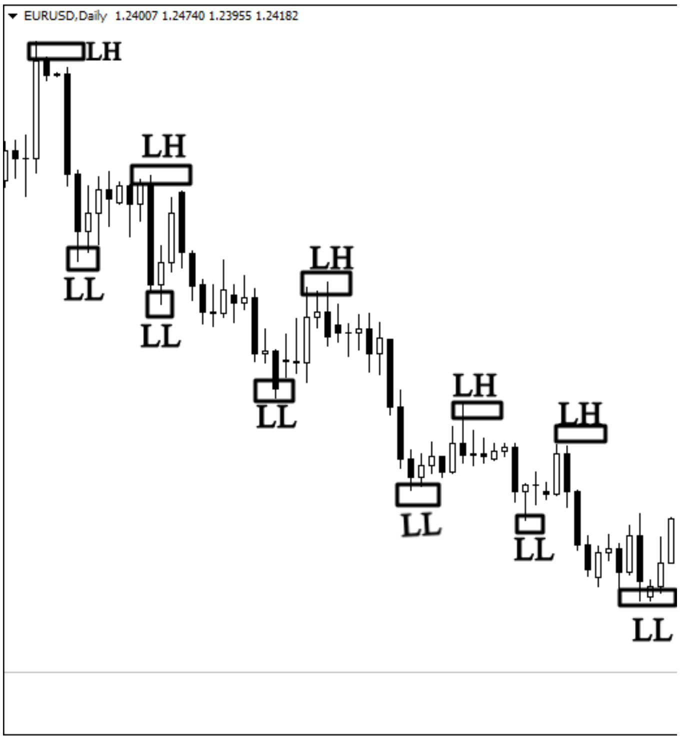

উপরের উদাহরণটি একটি বিয়ারিশ (নিম্নমুখী) মার্কেট দেখায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ধারাবাহিকভাবে নিম্নতর উচ্চ (Lower Highs) ও নিম্নতর নিম্ন (Lower Lows) তৈরি হচ্ছে, যা একটি স্পষ্ট ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

ট্রেন্ডিং মার্কেট সহজেই চেনা যায়। আপনার বিশ্লেষণকে জটিল করে তুলবেন না—আপনার বুদ্ধি ব্যবহার করুন এবং দেখুন মার্কেট কী করছে।

যদি মার্কেট ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর উচ্চ এবং উচ্চতর নিম্ন তৈরি করে, তাহলে এটি স্পষ্টতই একটি আপট্রেন্ড মার্কেট। বিপরীতে, যদি মার্কেট ধারাবাহিকভাবে নিম্নতর উচ্চ এবং নিম্নতর নিম্ন তৈরি করে, তাহলে এটি নিঃসন্দেহে একটি ডাউনট্রেন্ড মার্কেট।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্কেটে ট্রেন্ড গঠন প্রায় ৩০% সময় ঘটে থাকে। তাই যখন ট্রেন্ড চলমান থাকে, তখন আপনাকে অবশ্যই তা থেকে লাভ নেওয়ার কৌশল জানতে হবে।

একটি মার্কেট ট্রেন্ডিং কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে আপনাকে বড় টাইম ফ্রেম ব্যবহার করতে হবে—যেমন ৪ ঘণ্টা (4H), দৈনিক (Daily), বা সাপ্তাহিক (Weekly) টাইম ফ্রেম। কখনোই ছোট টাইম ফ্রেম ব্যবহার করে মার্কেটের কাঠামো নির্ধারণের চেষ্টা করবেন না।

How to trade trending markets:

আপনি যদি একটি ট্রেন্ডিং মার্কেট চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে সেটিতে ট্রেড করাটাও আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। যদি মার্কেট বুলিশ (উর্ধ্বমুখী) হয়, তাহলে আপনাকে বাইং অপর্চুনিটি (ক্রয়ের সুযোগ) খুঁজতে হবে, কারণ ট্রেন্ডের দিকেই ট্রেড করা উচিত। আর যদি মার্কেট বিয়ারিশ (নিম্নমুখী) হয়, তাহলে আপনাকে সেলিং অপর্চুনিটি (বিক্রির সুযোগ) খুঁজতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—ট্রেন্ডিং মার্কেটে প্রবেশ করার সঠিক সময় কখন?

ট্রেন্ডিং মার্কেট সাধারণত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মুভমেন্ট দ্বারা গঠিত হয়। প্রথম মুভমেন্টকে বলা হয় ইম্পালসিভ মুভ (Impulsive Move), এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় রিট্রেসমেন্ট মুভ (Retracement Move)।

আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি তা বুঝতে নিচের উদাহরণটি দেখুন।

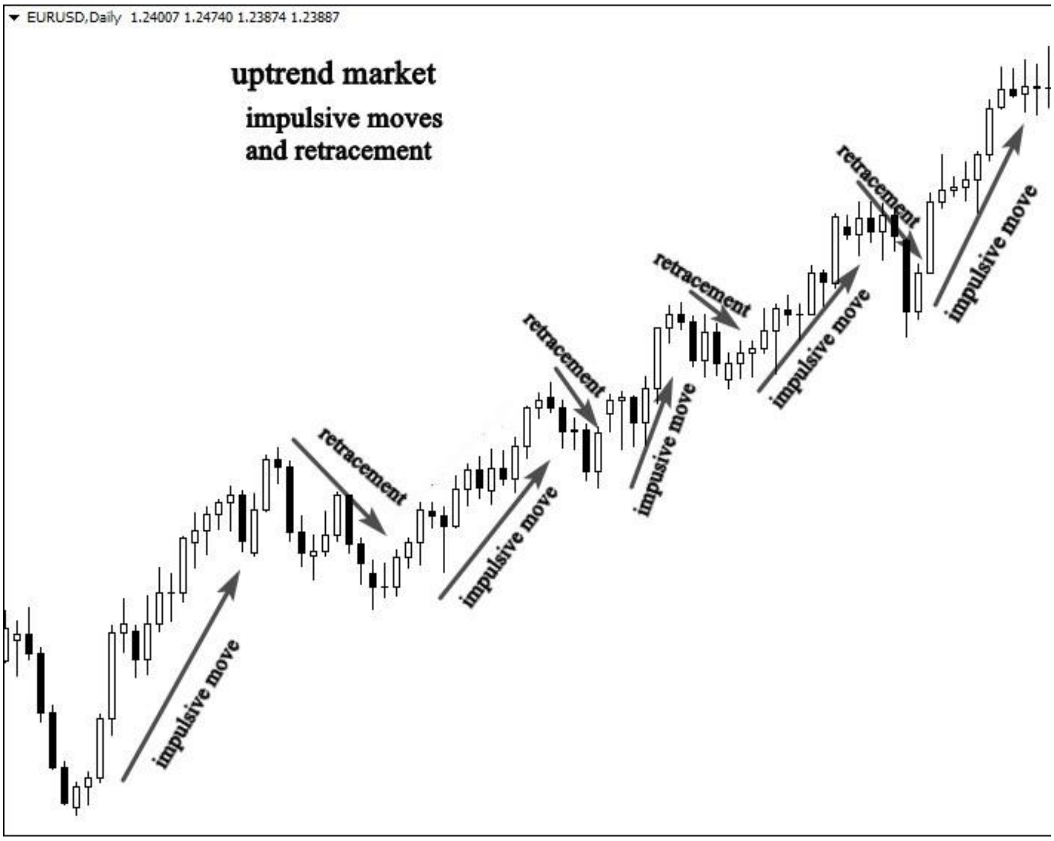

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর উচ্চ (Higher Highs) এবং উচ্চতর নিম্ন (Higher Lows) তৈরি করছে, যা একটি বুলিশ (উর্ধ্বমুখী) মার্কেট নির্দেশ করে; এমন মার্কেট দেখলে স্বাভাবিকভাবেই আপনার কেনার ব্যাপারে চিন্তা করবেন।

কিন্তু আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট আসলে দুটি ভিন্ন ধরণের মুভমেন্ট করছে। প্রথমটি হলো একটি ইম্পালসিভ মুভ (জোরালো ও প্রবণতামুখী গতি), আর দ্বিতীয়টি হলো একটি পুলব্যাক বা রিট্রেসমেন্ট মুভ (সংশোধনমূলক গতি)।

পেশাদার ট্রেডাররা খুব ভালোভাবে জানেন যে ট্রেন্ডিং মার্কেট কীভাবে চলে। তারা সবসময়ই ইম্পালসিভ মুভের শুরুতে বাই (ক্রয়) করে এবং মুভের শেষে প্রফিট নিয়ে নেয়।

এই কারণেই মার্কেট ট্রেন্ডের দিকেই প্রথমে একটি ইম্পালসিভ মুভ করে, এরপর কিছুটা পিছিয়ে এসে রিট্রেসমেন্ট বা সংশোধনী মুভ তৈরি করে, তারপর আবার একটি নতুন ইম্পালসিভ মুভ করে।

আপনি যদি ট্রেন্ডিং মার্কেটের এই মুভমেন্ট সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাহলে আপনি জানবেন—সেরা বাই করার জায়গা হলো ইম্পালসিভ মুভের শুরুতে।

অনেক নতুন ট্রেডার আপট্রেন্ড মার্কেটে তখনই বাই করেন যখন মার্কেট রিট্রেসমেন্টে থাকে। ফলে তারা প্রফেশনাল ট্রেডারদের ফাঁদে পড়ে যান এবং বুঝতে পারেন না কেন তাদের স্টপ লস হিট করে ফেলে মার্কেট, তারপর আবার ঠিক তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী দিক পরিবর্তন করে।

এখন একটি বিয়ারিশ ট্রেন্ডের আরেকটি উদাহরণ দেখুন।

উপরের চিত্রটি একটি ডাউনট্রেন্ড মার্কেট দেখায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সবচেয়ে ভালো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত হলো—ইম্পালসিভ মুভের শুরুতে মার্কেটে সেল করা।

যদি আপনি রিট্রেসমেন্ট মুভের সময় সেল করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি প্রফেশনাল ট্রেডারদের ফাঁদে পড়ে যাবেন এবং আপনার ট্রেডে লস করবেন।

এখন আমরা জানি কীভাবে আপট্রেন্ড ও ডাউনট্রেন্ড চিহ্নিত করতে হয়, এবং কীভাবে ইম্পালসিভ মুভ ও রিট্রেসমেন্ট মুভ-এর পার্থক্য বোঝা যায়। একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডারের জন্য এই জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো:

কীভাবে আপনি একটি ইম্পালসিভ মুভের শুরু চিহ্নিত করবেন, যাতে আপনি প্রফেশনাল ট্রেডারদের মতো সঠিক সময়ে মার্কেটে প্রবেশ করতে পারেন এবং রিট্রেসমেন্ট মুভের ফাঁদে পড়ে না যান?

ট্রেন্ডিং মার্কেটে একটি ইম্পালসিভ মুভের শুরু ভবিষ্যদ্বাণী (পূর্বাভাস) করতে হলে, আপনাকে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আঁকার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন হলো—সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল কী? এবং কীভাবে সেগুলো আমাদের চার্টে আঁকতে হয়?

এই বিষয়গুলোই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে শিখব।

Support and Resistance levels

সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স এমন নিরীক্ষিত এলাকা, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা একটি সাময়িক ভারসাম্যে পৌঁছায়। এগুলো মার্কেটের প্রধান টার্নিং পয়েন্ট বা মোড় পরিবর্তনের স্থান।
সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল তখন তৈরি হয় যখন প্রাইস (দাম) উল্টে গিয়ে দিক পরিবর্তন করে। প্রাইস সাধারণত এই লেভেলগুলোকে সম্মান করে বা মেনে চলে—অর্থাৎ, দাম এই সীমার মধ্যে চলতে থাকে যতক্ষণ না তা এই লেভেল ভেঙে বাইরে চলে যায়।

ট্রেন্ডিং মার্কেটে সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স সাধারণত তৈরি হয় সুইং পয়েন্ট থেকে।

আপট্রেন্ডে, আগের সুইং পয়েন্টটি সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে।

ডাউনট্রেন্ডে, পুরনো সুইং পয়েন্টটি রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে।

এই বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটি দেখুন।

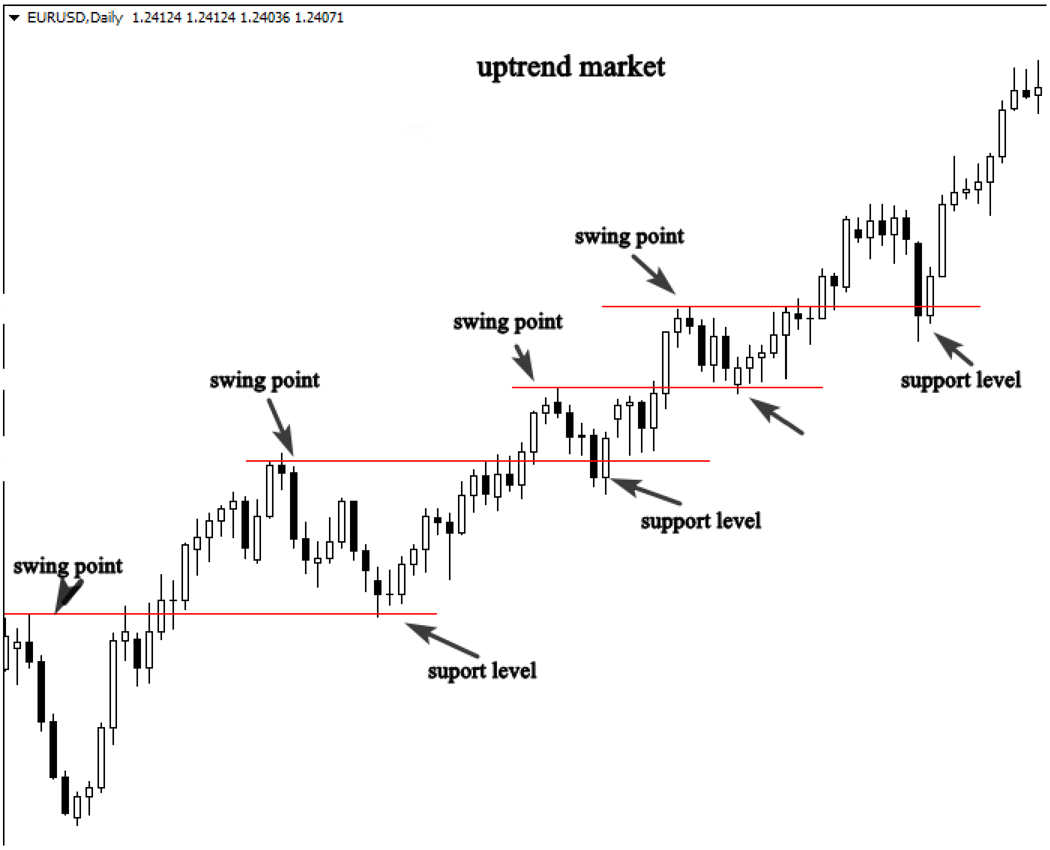

উপরের চিত্রটি দেখায় কীভাবে আগের সুইং পয়েন্ট ব্রেকআউটের পর সাপোর্ট লেভেলের মতো কাজ করে।

যখন মার্কেট রিট্রেসমেন্ট মুভ করে, তখন এটি আগের সুইং পয়েন্ট (সাপোর্ট লেভেল) কে সম্মান করে, যা আরেকটি ইম্পালসিভ মুভের শুরু নির্দেশ করে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যখন মার্কেট আগের সুইং পয়েন্ট (সাপোর্ট লেভেল) পরীক্ষা করে, তখন তা আবার উপরে উঠতে শুরু করে।

একটি আপট্রেন্ড মার্কেটে সাপোর্ট লেভেল আঁকার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি কখন পরবর্তী ইম্পালসিভ মুভ ঘটবে।

এখন ডাউনট্রেন্ড মার্কেটের আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক।

উপরের চিত্রটি আমাদের দেখায় কীভাবে মার্কেট রেজিস্ট্যান্স লেভেলকে সম্মান করে, যখন দাম আগের সুইং পয়েন্টের (রেজিস্ট্যান্স লেভেল) কাছে পৌঁছে।

মার্কেট একটি ইম্পালসিভ মুভ করে। যদি আপনি বুঝতে পারেন কিভাবে প্রাইস অ্যাকশন একটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে কাজ করে, তাহলে আপনি উচ্চ সঠিকতায় পূর্বাভাস দিতে পারবেন কখন পরবর্তী ইম্পালসিভ মুভ শুরু হবে।

ইম্পালসিভ মুভের শুরু ধরার আরেকটি উপায় হলো ট্রেন্ড লাইন আঁকা।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল দক্ষতা, যা আপনাকে মূল লিনিয়ার সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

প্রথমে আমি আপনাকে ট্রেন্ড লাইন বলতে কী বোঝায় তা বুঝিয়ে দিই।

সাধারণত, যখন মার্কেট নতুন সুইং হাই এবং সুইং লো তৈরি করছে, তখন দাম একটি সরলরেখা (লিনিয়ার লেভেল) কে সম্মান করার প্রবণতা দেখায়, যাকে আমরা ট্রেন্ড লাইন বলি।

বুলিশ (উর্ধ্বমুখী) মার্কেট সাধারণত একটি লিনিয়ার সাপোর্ট লেভেল তৈরি করে, আর বিয়ারিশ (নিম্নমুখী) মার্কেট একটি লিনিয়ার রেজিস্ট্যান্স লেভেল গড়ে তোলে।

How to draw trend lines?

একটি ভালো মানের ট্রেন্ড লাইন আঁকার জন্য আপনাকে কমপক্ষে দুইটি সুইং পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে সরলরেখায় যুক্ত করতে হবে। লেভেলগুলো স্পষ্ট হতে হবে, ট্রেন্ড লাইন জোর করে আঁকবেন না।

ছোট টাইম ফ্রেম ব্যবহার করে ট্রেন্ড লাইন আঁকবেন না, সর্বদা ৪ ঘণ্টার (4H) এবং দৈনিক (Daily) টাইম ফ্রেম ব্যবহার করুন, যাতে স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য ট্রেন্ড লাইন পাওয়া যায়।

এখন আমরা ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেন্ড লাইন কীভাবে আঁকা যায় সে বিষয়ে মনোযোগ দিবো, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো ট্রেন্ডিং মার্কেটে ইম্পালসিভ মুভের শুরু চিহ্নিত করা।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি বিস্তারিতভাবে বুঝাবো কীভাবে আমাদের প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সেটআপের সাথে মিলিয়ে ট্রেন্ড লাইন ব্যবহার করে ট্রেড করতে হয়।

এখন একটি ডাউনট্রেন্ড মার্কেটে ট্রেন্ড লাইন কীভাবে আঁকতে হয় তার উদাহরণ দেখা যাক।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট ট্রেন্ড লাইনকে মেনে করছে, এবং যখন দাম এর কাছে পৌঁছায়, তখন মার্কেট ফিরে গিয়ে একই দিকেই চলতে থাকে।

যখন মার্কেট এইভাবে চলে, তখন ট্রেন্ড লাইন আমাদের সাহায্য করে পরবর্তী ইম্পালসিভ মুভের আগাম ধারণা পেতে, যা মার্কেটের দিকের সাথে মিল থাকে।

এখন আপট্রেন্ড মার্কেটের আরেকটি উদাহরণ দেখুন।

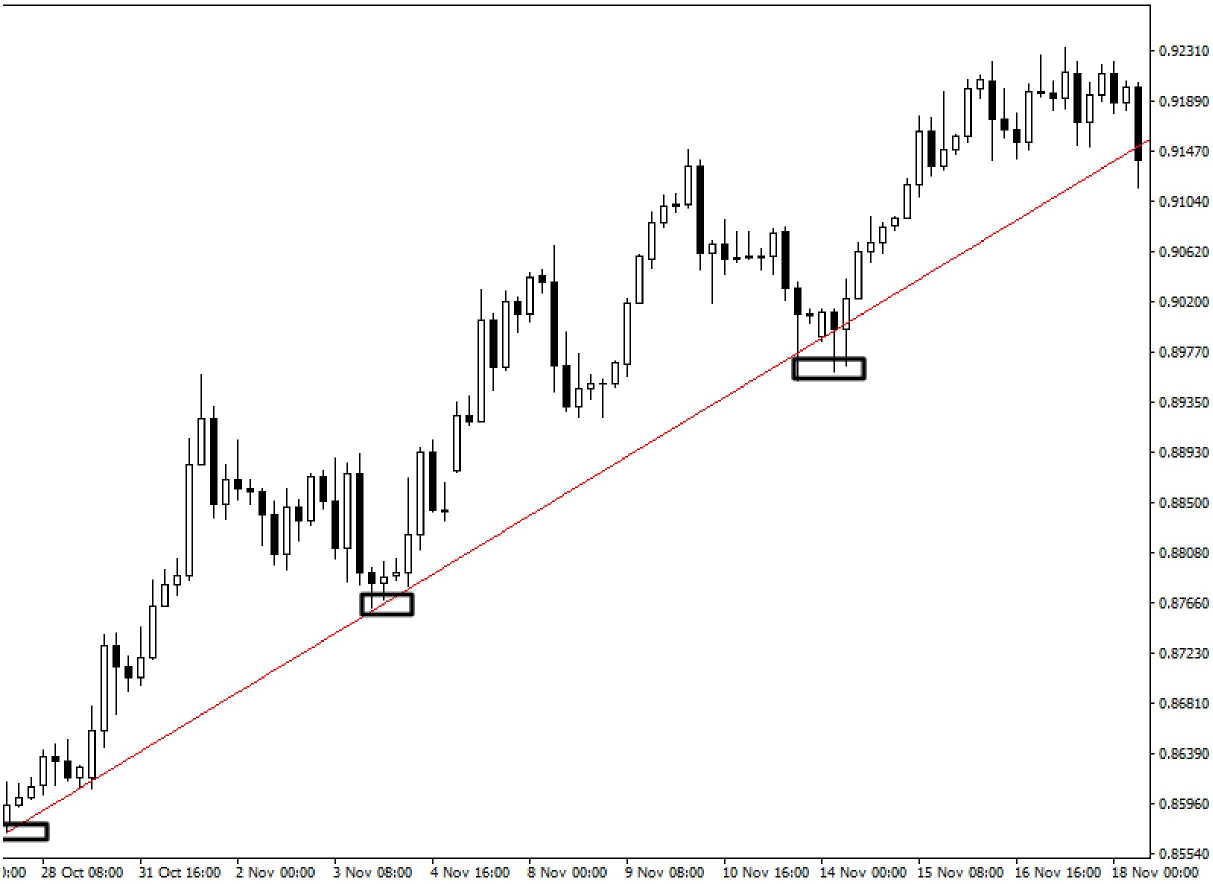

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট ট্রেন্ড লাইনকে সম্মান করছে, এবং সঠিকভাবে ট্রেন্ড লাইন আঁকলেই আমরা সহজেই পরবর্তী উর্ধ্বমুখী গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে পারি।

ট্রেন্ডিং মার্কেট সম্পর্কে এটাই মূল কথা; আমার মনে হয় এটি পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয়েছে। এখন আমি চাই আপনি নিজের চার্ট খুলুন এবং ট্রেন্ডিং মার্কেট খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

আগের সুইং পয়েন্টগুলো (সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স) খুঁজে বের করুন এবং ট্রেন্ড লাইনও আঁকুন।

এই অনুশীলনটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে ট্রেন্ডিং মার্কেট কীভাবে চলে এবং কিভাবে মার্কেটে উচ্চ সম্ভাবনাময় এন্ট্রি (প্রবেশ) পূর্বাভাস দিতে হয়।

The Ranging Market

রেঞ্জিং মার্কেটগুলো বেশ সরল—এগুলোকে প্রায়ই সাইডওয়ে মার্কেট বলা হয়, কারণ এদের নিরপেক্ষ প্রকৃতির কারণে দাম সাধারণত ডানদিকে, Horizontally চলে।

যখন মার্কেট ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর উচ্চ (Higher Highs) এবং উচ্চতর নিম্ন (Higher Lows) তৈরি করে, তখন বলা যায় মার্কেট আপট্রেন্ডে রয়েছে।

কিন্তু যখন মার্কেট এই ধারাবাহিক উচ্চগুলো তৈরি করা বন্ধ করে দেয়, তখন আমরা বলি মার্কেট রেঞ্জিং অবস্থায় রয়েছে।

রেঞ্জিং মার্কেট সাধারণত অনুভূমিক আকারে চলে, যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতারা দামকে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে বার বার ঠেলে দেয়।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

উপরের চার্টটি একটি রেঞ্জিং মার্কেট দেখায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দাম অনুভূমিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে ওঠানামা করছে।

ট্রেন্ডিং মার্কেট এবং রেঞ্জিং মার্কেটের মধ্যে পার্থক্য হলো:

- ট্রেন্ডিং মার্কেটে, দাম আপট্রেন্ডে থাকলে উচ্চতর উচ্চ (Higher Highs) ও উচ্চতর নিম্ন (Higher Lows) গড়ে তোলে, আর ডাউনট্রেন্ডে থাকলে নিম্নতর উচ্চ (Lower Highs) ও নিম্নতর নিম্ন (Lower Lows) তৈরি করে।
- রেঞ্জিং মার্কেটে, দাম সাধারণত নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে আবর্তিত হয় এবং ধারাবাহিক উচ্চ উচ্চ বা নিম্ন উচ্চ গড়ে তোলে না।

কিন্তু রেঞ্জিং মার্কেট সাধারণত প্রধান সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে Horizontally (horizontally) চলে।

আপনার এই দুই ধরনের মার্কেটের পার্থক্য বোঝা আপনাকে সঠিক মার্কেট কন্ডিশনে সঠিক প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগে সহায়তা করবে।

রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেডিং করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেড করার থেকে, কারণ রেঞ্জিং মার্কেটে মার্কেটে একটি ভারসাম্য থাকে — ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা প্রায় সমান, এবং কোনো পক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

এই অবস্থা সাধারণত চলতে থাকে যতক্ষণ না রেঞ্জের কাঠামো ভেঙে যায় এবং নতুন একটি ট্রেন্ডের অবতারণা হয়।

সেরা কেনা ও বিক্রি করার সুযোগ আসে মূল সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলে।

রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেড করার তিনটি পদ্ধতি আছে, আমি এখানে বিস্তারিত বলছি না, কারণ আমি চাই আপনি চার্ট দেখে নিজে বুঝতে সক্ষম হোন—মার্কেট ট্রেন্ডিং না রেঞ্জিং, সেটা কিভাবে চিনবেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এবং ট্রেন্ডিং ও রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেড করার বিভিন্ন কৌশল ও স্ট্র্যাটেজি আপনাকে শেখাব।

আপনি যদি রেঞ্জিং মার্কেট ও ট্রেন্ডিং মার্কেট পার্থক্য করতে না পারেন, তাহলে আপনি প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজিগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন না।

রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেড করার প্রথম পদ্ধতি হলো, দাম যখন সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে আসে, তখন অপেক্ষা করা এবং সাপোর্ট লেভেলে কিনে রেজিস্ট্যান্স লেভেলে বিক্রি করা।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

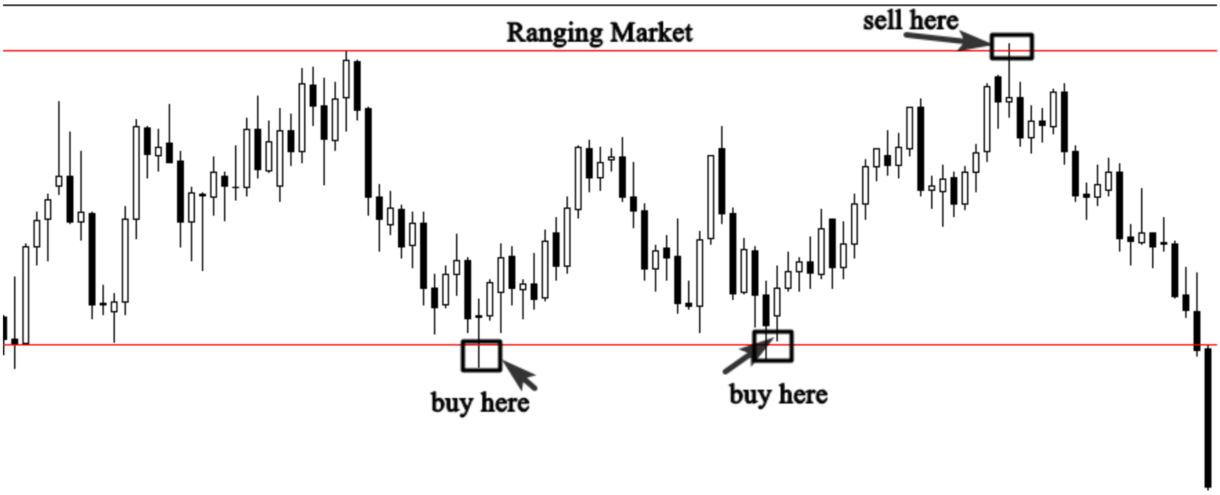

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট Horizontally চলাচল করছে। এমন অবস্থায় সেরা কেনার সুযোগ আসে সাপোর্ট লেভেলে, এবং সেরা বিক্রির সুযোগ আসে রেজিস্ট্যান্স লেভেলে।

রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেড করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে ব্রেকআউটের অপেক্ষা করা।

রেঞ্জিং মার্কেটে কেউ জানে না পরবর্তী কী হবে, আমরা জানি না কে মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে চলেছে। এ কারণেই আপনাকে সীমানাগুলোতে (বাউন্ডারিতে) বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু যখন কোনো এক পক্ষ মার্কেট নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, তখন আমরা সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ব্রেকআউট দেখতে পাব।

ব্রেকআউট মানে রেঞ্জিং সময় শেষ এবং নতুন একটি ট্রেন্ডের শুরু।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

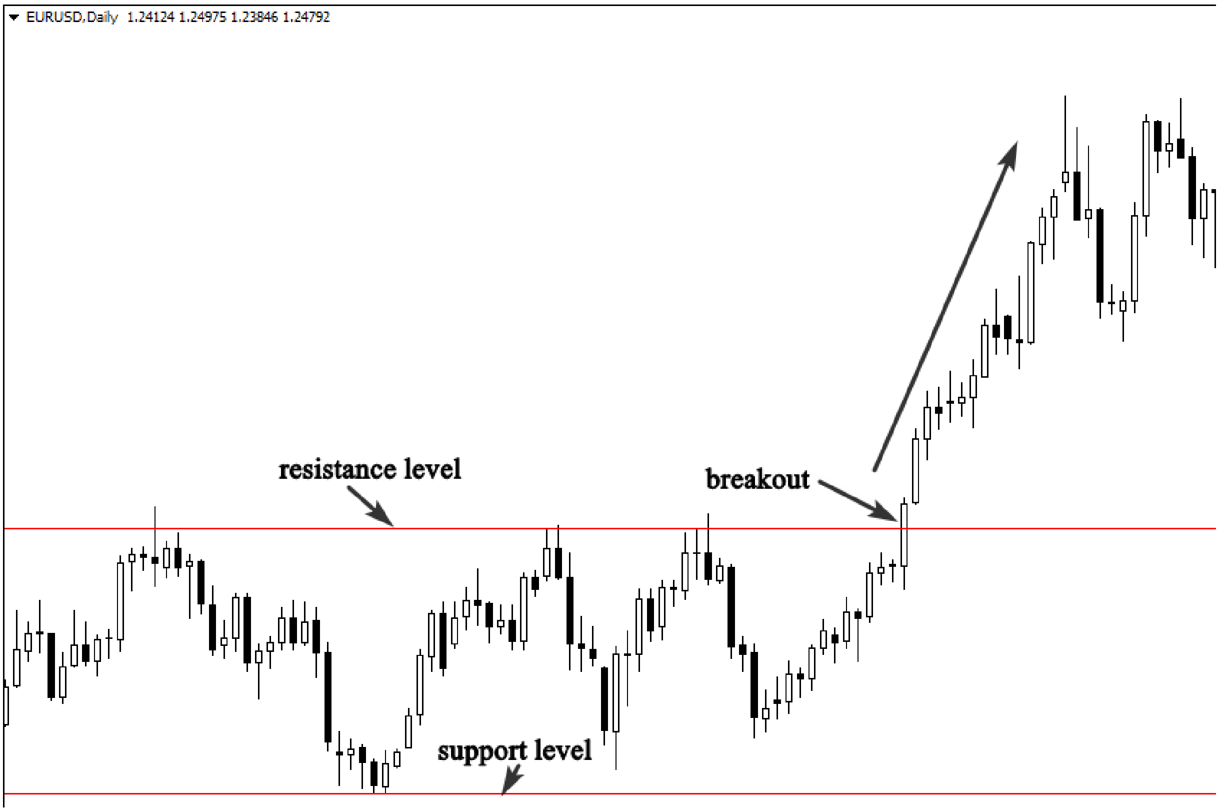

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছিল, এবং হঠাৎ দাম রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে বেরিয়ে গেল—এটি নির্দেশ করে যে একটি নতুন ট্রেন্ড শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সুতরাং, ব্রেকআউটের পরে এন্ট্রি করা সবচেয়ে ভাল উপায়।

মনে রাখতে হবে, রেঞ্জের সীমানাগুলো প্রায়ই সাময়িকভাবে ছাপানো (ওভারশট) হয়, যা ব্রেকআউটের ভ্রান্ত ধারণা দিতে পারে। এটি অনেক ট্রেডারকে ফাঁদে ফেলে, যারা ব্রেকআউটের দিকে সঠিক সময়ে প্রবেশ করতে পারেনি।

রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেড করার তৃতীয় উপায় হলো, সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ব্রেকআউটের পরে পুলব্যাকের অপেক্ষা করা।

পুলব্যাক হলো একটি নতুন সুযোগ, যা ট্রেডারদের জন্য ট্রেন্ডে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেয়, যারা ব্রেকআউটের সময় মার্কেটে প্রবেশ করতে পারেনি।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

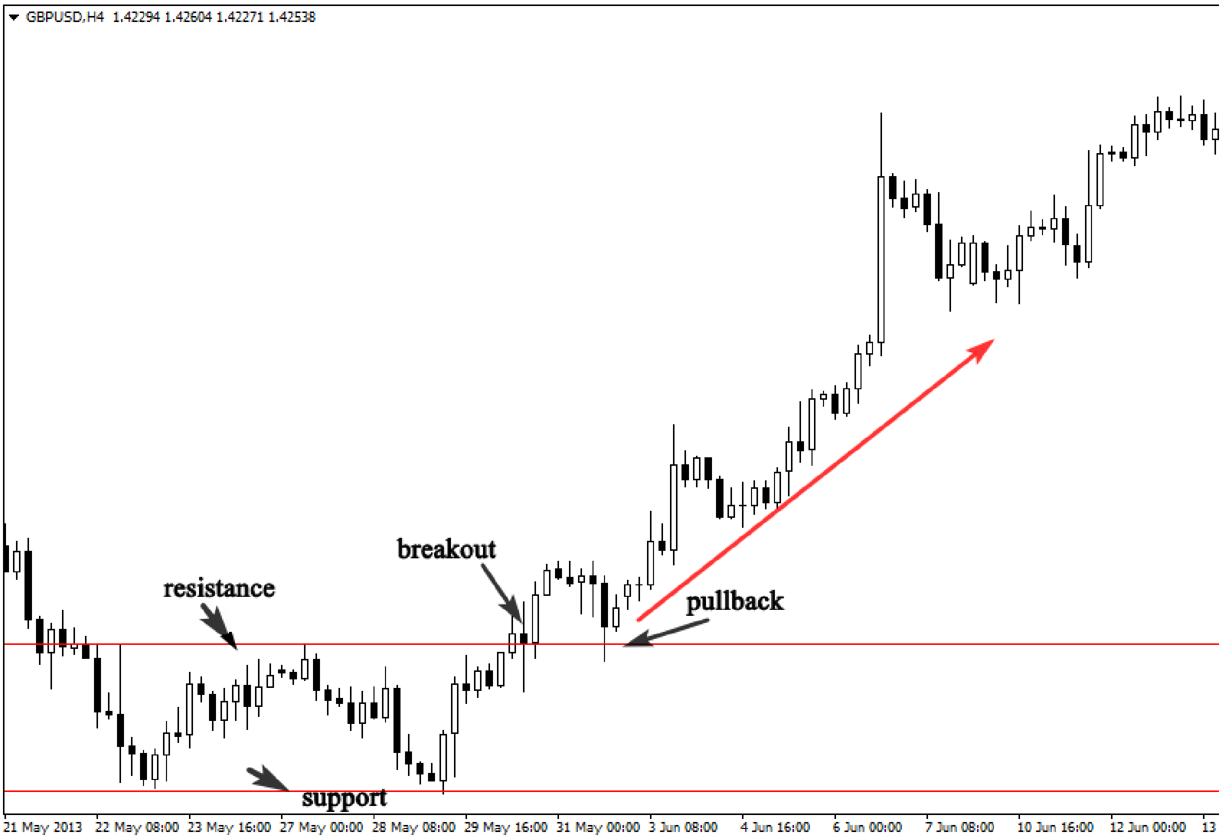

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, মার্কেট রেঞ্জিং অবস্থায় ছিল। দাম রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে বেরিয়ে গেল, যা রেঞ্জিং পর্বের শেষ এবং নতুন ট্রেন্ডের শুরু নির্দেশ করে।

ব্রেকআউটের পরে, মার্কেট ফিরে এসে রেজিস্ট্যান্স লেভেলটি পুনরায় টেস্ট করে, যা এখন সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে, তারপর আবার উপরে উঠে যায়।

পুলব্যাক হলো আপনার দ্বিতীয় সুযোগ, যেখানে আপনি ব্রেকআউট মিস করলে ক্রেতাদের সাথে যোগ দিতে পারেন।

কিন্তু প্রতিটি ব্রেকআউটের পরে পুলব্যাক হয় না। যখন পুলব্যাক হয়, তখন এটি একটি ভালো সুযোগ দেয় যেটি ঝুঁকি ও পুরস্কারের অনুপাত ভালো হয়।

মনে রাখবেন, রেঞ্জিং মার্কেট সাধারণত সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে Horizontally চলে।

এই লেভেলগুলোই আপনার সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভাঙা মানে রেঞ্জিং পর্ব শেষ এবং নতুন ট্রেন্ড শুরু হচ্ছে। তাই আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ব্রেকআউটটি সত্যিই বাস্তব, যাতে আপনি নিরাপদে নতুন ট্রেন্ডে প্রবেশ করতে পারেন।

যদি আপনি ব্রেকআউট মিস করেন, তাহলে পুলব্যাকের জন্য অপেক্ষা করুন। যখন পুলব্যাক হয়, তখন দ্রুত শেয়ার প্রবেশ করতে দ্বিধা করবেন না।

রেঞ্জিং মার্কেটে ট্রেড করার সময় সর্বদা নিশ্চিত হোন যে মার্কেট ট্রেড করার জন্য উপযুক্ত। যদি আপনি সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্সের সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারেন, তাহলে এটা স্পষ্ট সংকেত যে মার্কেট চপ্পি (Choppy) অর্থাৎ অনির্ধারিত এবং অস্থির।

ফরেক্স মার্কেটে চপ্পি মার্কেট বলতে এমন মার্কেটকে বোঝানো হয় যার কোনো স্পষ্ট দিক নেই। যখন আপনি চার্ট খুলবেন এবং প্রচুর গোলমাল বা "নয়েজ" দেখতে পাবেন, তখন মার্কেট রেঞ্জিং না ট্রেন্ডিং তা নির্ধারণ করতেও সমস্যা হবে।

আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি একটি চপ্পি মার্কেট দেখছেন। এই ধরনের মার্কেট আপনার মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে এবং আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির ওপর সন্দেহ তৈরি করতে পারে, কারণ এর পারফরম্যান্স অনির্ভরযোগ্য হতে পারে।

মার্কেট চপ্পি কি না তা নির্ধারণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো দৈনিক (ডেইলি) চার্টে জুম আউট করে বড় ছবি দেখা।

প্রচুর প্র্যাকটিস, সময় দেওয়া এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনি সহজেই পার্থক্য করতে পারবেন যে মার্কেট রেঞ্জিং নাকি চপ্পি।

এখানে একটি ভালো উদাহরণ দেওয়া হলো একটি চপ্পি চার্টের, যা ট্রেড করার উপযোগী নয়।

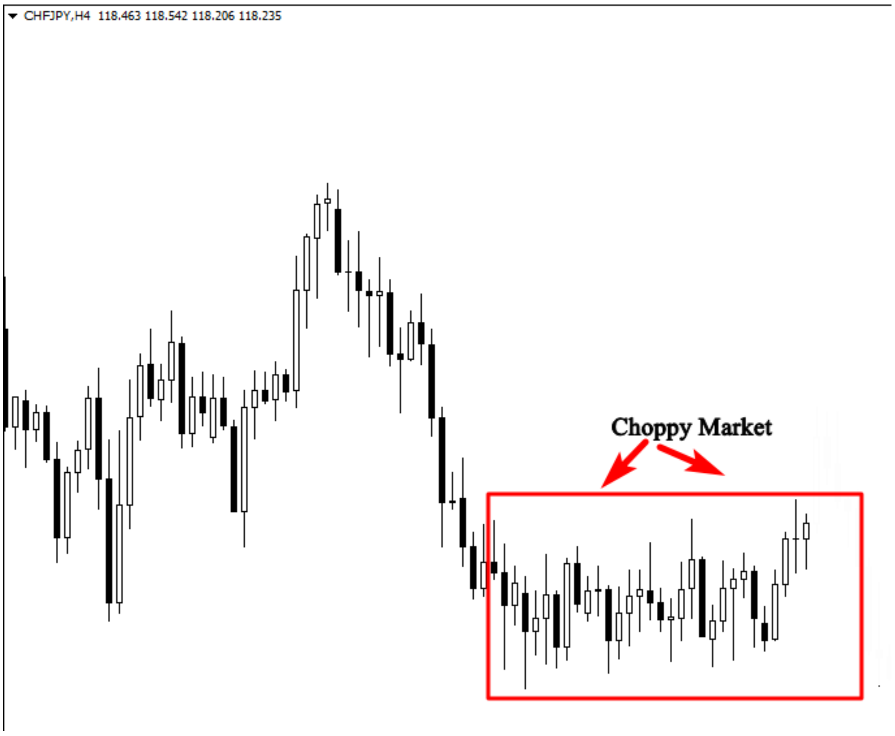

উপরের চার্টে লক্ষ্য করুন, হাইলাইট করা এলাকায় প্রাইস অ্যাকশন খুবই চপ্পি এবং খুব ছোট ও সংকীর্ণ রেঞ্জে সাইডওয়েজ মুভমেন্ট করছে। এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে মার্কেট চপ্পি, এবং এমন মার্কেট থেকে দূরে থাকা উচিত।

আমার মতে, যদি মার্কেট চপ্পি হয়, তাহলে সেটিতে ট্রেড করা ঠিক নয়। কারণ আপনি বড় লাভের পর খুব দ্রুত আপনার লাভ ফিরিয়ে দিতে পারেন, কারণ মার্কেট সাধারণত বড় মুভ করার পর একত্রিত হয়।

Time frames and top down analysis

একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার হিসেবে আপনার প্রধান টাইমফ্রেম হলো ১ ঘণ্টা (1H), ৪ ঘণ্টা (4H) এবং দৈনিক (Daily)।

প্রাইস অ্যাকশন বড় টাইমফ্রেমে কার্যকর হয়। যদি আপনি ৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে পিন বার বা এনগালফিং বার দিয়ে ট্রেড করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার টাকা হারানোর সম্ভাবনা বেশি, কারণ ছোট টাইমফ্রেমে অনেক নয়েজ থাকে এবং মার্কেট অনেক মিথ্যা সিগন্যাল তৈরি করে, যা বিয়ার এবং বুলের কঠোর লড়াইয়ের কারণে হয়।

তাছাড়া, কোনো সফল প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার একক টাইমফ্রেমের উপরই তার চার্ট বিশ্লেষণ করে না। হয়তো আপনি "টপ-ডাউন অ্যানালিসিস" এর কথা শুনেছেন, যার অর্থ হলো বড় টাইমফ্রেম দিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করা এবং বড় ছবি দেখা, তারপর ছোট টাইমফ্রেমে চলে এসে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে মার্কেট কিনবেন না বিক্রি করবেন।

ধরুন আপনি ৪ ঘণ্টার চার্টে ট্রেড করতে চান, তাহলে প্রথমে আপনাকে সাপ্তাহিক (Weekly) চার্ট দেখতে হবে, তারপর দৈনিক চার্ট; যদি সাপ্তাহিক এবং দৈনিক চার্টের বিশ্লেষণ ৪ ঘণ্টার চার্টের সাথে মিলে যায়, তখন আপনি ট্রেড করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

আর যদি আপনি ১ ঘণ্টার চার্টে ট্রেড করতে চান, তাহলে প্রথমে দৈনিক চার্ট দেখতে হবে।

এটি একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, কারণ এটি আপনাকে কম সম্ভাবনাময় ট্রেডিং সেটআপ থেকে বাঁচাবে এবং আপনাকে উচ্চ সম্ভাবনাময় প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালের উপর ফোকাস রাখতে সাহায্য করবে।

আমাদের টপ-ডাউন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে, আমরা সর্বদা বড় টাইমফ্রেম দিয়ে শুরু করি এবং নিচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করি:

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল: এই এলাকা গুলো মার্কেটের মোড়ের জায়গা, যদি আপনি সেগুলো সাপ্তাহিক চার্টে চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে দাম যখন ৪ ঘণ্টার চার্টে এই লেভেলগুলোর কাছে যাবে তখন কী হতে পারে।

সুতরাং, আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে মার্কেট থেকে পাওয়া সিগন্যালগুলোতে কিনবেন, বিক্রি করবেন, না অগ্রাহ্য করবেন।

মার্কেটের কাঠামো (Market Structure): সাপ্তাহিক বিশ্লেষণ আপনাকে সাহায্য করবে বোঝার জন্য মার্কেট আপট্রেন্ডে, ডাউনট্রেন্ডে, রেঞ্জিং অবস্থায়, নাকি চপ্পি মার্কেটে আছে কিনা। সাধারণভাবে, আপনি জানতে পারবেন বড় বিনিয়োগকারীরা কী করছে। এরপর আপনি ছোট টাইমফ্রেমে আমার প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন।

আগের ক্যান্ডেল: সাপ্তাহিক চার্টের শেষ ক্যান্ডেলটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সপ্তাহব্যাপী মার্কেটের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং ভবিষ্যতের মার্কেট মুভ সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা দেয়।

যখন আপনি সাপ্তাহিক চার্ট থেকে এই পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করবেন, তখন আপনি দৈনিক বা ৪ ঘণ্টার চার্টে চলে যাবেন এবং নিচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন:

মার্কেটের অবস্থা: ৪ ঘণ্টার টাইমফ্রেমে মার্কেট কী করছে? এটি আপট্রেন্ডে, ডাউনট্রেন্ডে, রেঞ্জিং, না চপ্পি মার্কেটে আছে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল লেভেলগুলো কী: ৪ ঘণ্টা বা দৈনিক টাইমফ্রেমে সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স, সাপ্লাই ও ডিমান্ড এলাকা, ট্রেন্ড লাইন ইত্যাদি।

প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যাল: ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন যা আপনাকে মার্কেটে কিনতে বা শর্ট করতে সিগন্যাল দেয়। যেমন পিন বার, এনগালফিং বার, ইনসাইড বার ইত্যাদি।

আমি একটি উদাহরণ দেব যাতে আপনি বুঝতে পারেন কেন টপ-ডাউন অ্যানালিসিস কনসেপ্টকে আপনার ট্রেডিং মেথডে অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং কী হতে পারে যদি আপনি বড় টাইমফ্রেম না দেখে সরাসরি আপনার প্রাথমিক চার্টে চলে যান।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

উপরের সাপ্তাহিক চার্টে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি যা আমাদের দৈনিক টাইমফ্রেমে করণীয় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

প্রথম তথ্য হলো, মার্কেট একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে পৌঁছেছে, যা মার্কেটের একটি গরম পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় তথ্য হলো, ওই মূল রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে দাম অবিলম্বে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দাম ওই লেভেলের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে রিজেক্ট হয়েছে, যা নির্দেশ করে সেখানে বিক্রেতারা উপস্থিত আছেন এবং তারা মার্কেটে শর্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

আমাদের বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে ইনসাইড বার ফলোস ব্রেকআউট প্যাটার্নের সৃষ্টি, যা রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।

এখন চলুন দৈনিক টাইমফ্রেমে যাই এবং দেখি মার্কেটে কী ঘটছে:

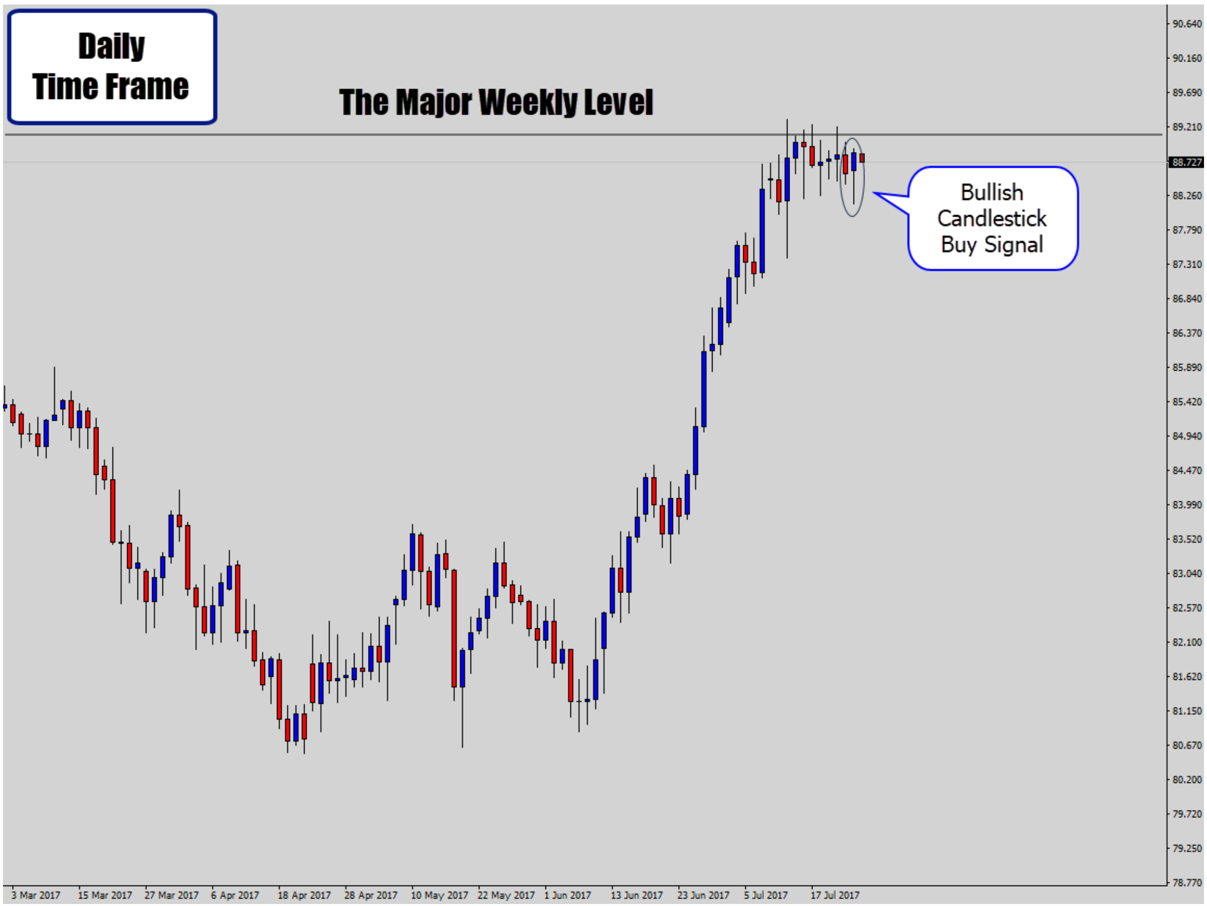

দৈনিক চার্টে আমরা একটি স্পষ্ট পিন বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি, যা একটি বুলিশ সিগন্যাল নির্দেশ করে।
যদি আপনি শুধুমাত্র একটাইমফ্রেমের ওপর নির্ভর করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনি মার্কেট কিনতে যেতে পারেন, কারণ সেখানে স্পষ্ট একটি পিন বার সিগন্যাল আছে।

কিন্তু যদি আপনি সাপ্তাহিক চার্ট বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে একটি খুব শক্তিশালী মূল লেভেল আছে যা মার্কেটকে উপরে ওঠা থেকে বাধা দেবে।

সুতরাং, স্পষ্ট কোনো সিগন্যাল থাকলে মার্কেট বিক্রি করার কথা ভাবাই ভালো, কিনার চেয়ে।

চলুন দেখি এরপর কী ঘটলো:

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, টপ-ডাউন অ্যানালিসিস কার্যকর হয়; পিন বার ক্যান্ডেলস্টিক সিগন্যালটি কাজ করেনি, কারণ সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স লেভেল ছিল একটি শক্তিশালী মোড়ের পয়েন্ট যা মার্কেটের দিক পরিবর্তন করিয়েছে।

যদি আপনি একটাইমফ্রেমের ওপর ভিত্তি করে প্রাইস অ্যাকশন ট্রেড করতে চান, আমি অত্যন্ত সুপারিশ করব ট্রেডিং বন্ধ করে দিতে, কারণ এতে আপনি শেষ পর্যন্ত আপনার পুরো ট্রেডিং একাউন্ট হারাবেন এবং কখনো সফল ট্রেডার হতে পারবেন না।

কাউন্টার ট্রেন্ড ট্রেডিংও বেশ লাভজনক হতে পারে, কিন্তু টপ-ডাউন অ্যানালিসিস ছাড়া আপনি নিজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবেন।

আমি একটি আরও উদাহরণ দিতে চাই যাতে দেখাতে পারি কীভাবে আপনি টপ-ডাউন অ্যানালিসিস কনসেপ্টের সঙ্গে আপনার প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সেটআপগুলো ব্যবহার করে কাউন্টার ট্রেন্ড ট্রেড করতে পারেন।

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, দাম সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স লেভেলে রয়েছে। ক্রেতারা ওই লেভেল থেকে দুইবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যা নির্দেশ করে মার্কেট একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের পয়েন্টে আছে এবং সম্ভবত রিভার্স হবে।

একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার হিসেবে আপনি করণীয় হলো দৈনিক টাইমফ্রেমে চলে গিয়ে বিক্রির সুযোগ খোঁজা।

যদি আপনি দৈনিক চার্টে সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি কোনো প্রাইস অ্যাকশন সেটআপ খুঁজে পান, তাহলে সেটি একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেডিং সেটআপ হবে যা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

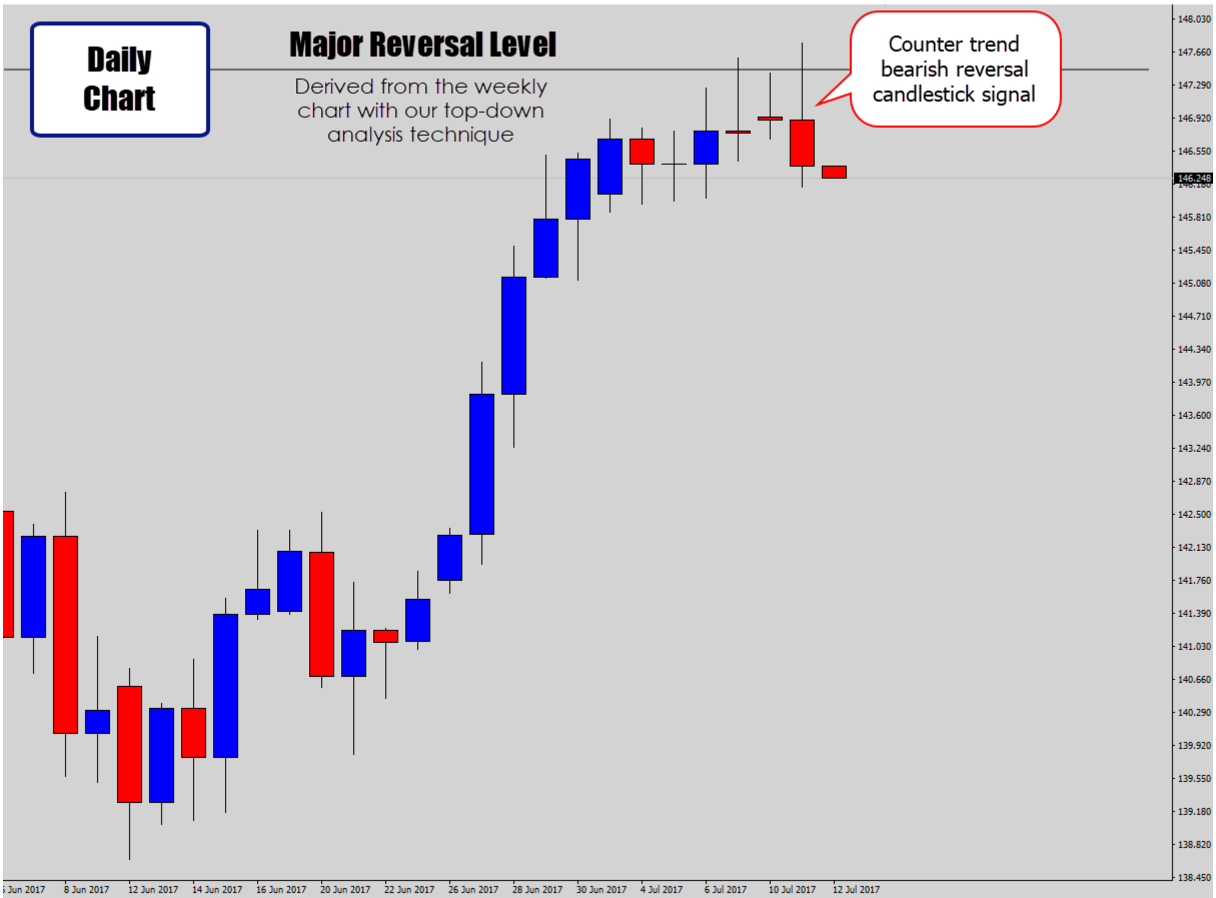

উপরের দৈনিক চার্ট আমাদের সাপ্তাহিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে একটি স্পষ্ট বিয়ারিশ সিগন্যাল রয়েছে।

পিন বারটি ওই লেভেল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং একই সঙ্গে একটি ইনসাইড বার ফলোস ব্রেকআউট প্যাটার্নও তৈরি হয়েছে।

এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে ট্রেন্ড পরিবর্তন হতে যাচ্ছে।

চলুন দেখি এরপর কী ঘটলো:

উপরের উদাহরণটি দেখায় যে, কাউন্টার ট্রেন্ড ট্রেডিং ভালোভাবে আয়ত্ত করলে কার্যকর হয়। এটি একটি কনট্রেরিয়ান (বিপরীতমুখী) পন্থা যার অভিজ্ঞতা লাগে, তাই যদি আপনি একজন নতুন ট্রেডার হন, আমি খুবই পরামর্শ দেব ট্রেন্ড অনুসরণ করাই শুরুতে ভালো।

ট্রেন্ডের সঙ্গে টপ-ডাউন অ্যানালিসিস কনসেপ্ট যতটা সম্ভব বেশি অনুশীলন করার চেষ্টা করুন, এবং যখন আপনি ট্রেন্ড ট্রেডিং আয়ত্ত করতে পারবেন, তখন উচ্চ সম্ভাবনাময় কাউন্টার ট্রেন্ড সেটআপ ট্রেড করতে পারেন।

মার্কেটের মোড় ধরতে এবং ট্রেড পরিকল্পনা করতে বিভিন্ন পন্থা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অধিকাংশ পন্থাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ফলাফলের ওপর আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।

বিশ্লেষণকে যতটা সম্ভব সরল রাখা সবচেয়ে ভালো উপায়, এবং টপ-ডাউন অ্যানালিসিস হলো সহজতম পদ্ধতিগুলোর একটি যা আমি আয়ত্ত করার জন্য সুপারিশ করি যদি আপনি সঠিকভাবে ট্রেড করতে চান।

এখনই আপনার করতে হবে আপনার চার্ট খুলে এই অধ্যায়ে শেখা বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করা।

এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে মার্কেটের ট্রেন্ড চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। শুরুতে এটি একটু বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কিন্তু কিছু সময় স্ক্রিনের সামনে বসে প্র্যাকটিস করলে আপনি সহজেই মার্কেটের দিক চিনে নিতে পারবেন।

Trading strategies and tactics

প্রথম দিক হলো — মার্কেটের ট্রেন্ড:

আপনি শিখেছেন কিভাবে একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ করে মার্কেটের ট্রেন্ড শনাক্ত করতে হয়। ট্রেন্ডিং মার্কেট এবং রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেটের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। এবং বুঝতে পারেন প্রতিটি মার্কেট কীভাবে চলে।

দ্বিতীয় দিক হলো — লেভেল:

আপনি শিখেছেন কিভাবে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আঁকতে হয়, এবং কিভাবে ট্রেন্ড লাইন তৈরি করতে হয়। এই দক্ষতা আপনাকে সঠিক সময়ে মার্কেটে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

তৃতীয় দিক হলো — সিগন্যাল:

আপনি বিভিন্ন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দেখেছেন, তাদের গঠনের পেছনের মনোবিজ্ঞান এবং তারা যে বার্তা পাঠায় তা বুঝতে পারছেন।

এই তিনটি দিক — ট্রেন্ড, লেভেল, এবং সিগন্যাল — আমরা আমাদের ট্রেডিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করবো যেকোনো ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে লাভ করার জন্য।

অর্থাৎ, যখন আপনি একটি চার্ট খুলবেন, তখন আপনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন:

১. মার্কেট কী করছে? এটি কি ট্রেন্ড করছে, কনসোলিডেট করছে, না চপ্পি মার্কেট?

- যদি ট্রেন্ডিং হয়, তাহলে বুঝবেন এটি আপট্রেন্ড নাকি ডাউনট্রেন্ড।
- যদি এটি রেঞ্জিং মার্কেট হয়, তাহলে দেখতে পাবেন এটি Horizontally দুই সীমার মধ্যে ট্রেড করছে।
- আর যদি এটি চপ্পি মার্কেট হয়, তাহলে চার্ট বন্ধ করে দূরে থাকবেন।

২. এই মার্কেটে সবচেয়ে শক্তিশালী লেভেলগুলো কী কী?

- মার্কেট আপ বা ডাউন ট্রেন্ডিং হোক বা রেঞ্জিং, আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল খুঁজবেন।

এই লেভেলগুলোই সবচেয়ে ভালো জোন যেখানে আপনি মার্কেটে কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন।

৩. মার্কেটে প্রবেশ করার জন্য সবচেয়ে ভালো সিগন্যাল কী?
মার্কেটে প্রবেশের সেরা সিগন্যাল মানে হলো ট্রেড এক্সিকিউট করার সঠিক সময়।

এবং এটি আপনি পরবর্তী অধ্যায়ে শিখবেন।

The pin bar candlestick pattern strategy

পিন বার ক্যান্ডেলস্টিক হল সবচেয়ে জনপ্রিয় জাপানি ক্যান্ডেলস্টিকগুলোর একটি; এটি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় মার্কেটের রিভার্সাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য।

এই অংশে, আপনি বিস্তারিতভাবে শিখবেন কীভাবে সম্ভাব্য পিন বার সিগন্যাল চিহ্নিত করবেন, এবং উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী কী কী।

পিন বার হল একটি চার্ট ক্যান্ডেলস্টিক, যার বৈশিষ্ট্য হলো একটি খুব দীর্ঘ লেজ বা শ্যাডো, যা প্রত্যাখ্যান নির্দেশ করে এবং মার্কেটের বিপরীত দিকের মুভ দেখায়।

ওপেন এবং ক্লোজের মধ্যে থাকা অংশকে 'রিয়েল বডি' বলা হয়; সাধারণত সব পিন বার-এর রিয়েল বডি খুব ছোট এবং শ্যাডো বা লেজ অনেক দীর্ঘ হয়।

একটি বুলিশ পিন বার নিচের লেজ দ্বারা পরিচিত, এবং একটি বেয়ারিশ পিন বার দীর্ঘ উপরের লেজ দ্বারা চিহ্নিত। ক্যান্ডেলস্টিকের রং খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়; তবে, সাদা রিয়েল বডি বিশিষ্ট বুলিশ ক্যান্ডেলগুলি কালো রিয়েল বডি বিশিষ্ট ক্যান্ডেলগুলোর থেকে বেশি শক্তিশালী।

অন্যদিকে, কালো রিয়েল বডি বিশিষ্ট বেয়ারিশ পিন বারগুলি সাদা রিয়েল বডি বিশিষ্টগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়।

নিচে দেখুন পিন বার কেমন দেখতে হয়:

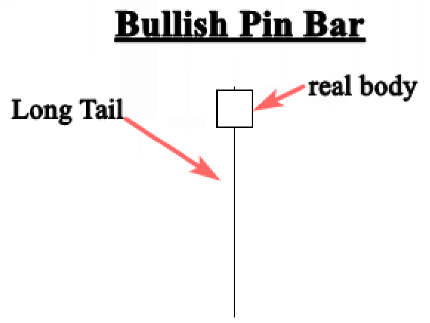

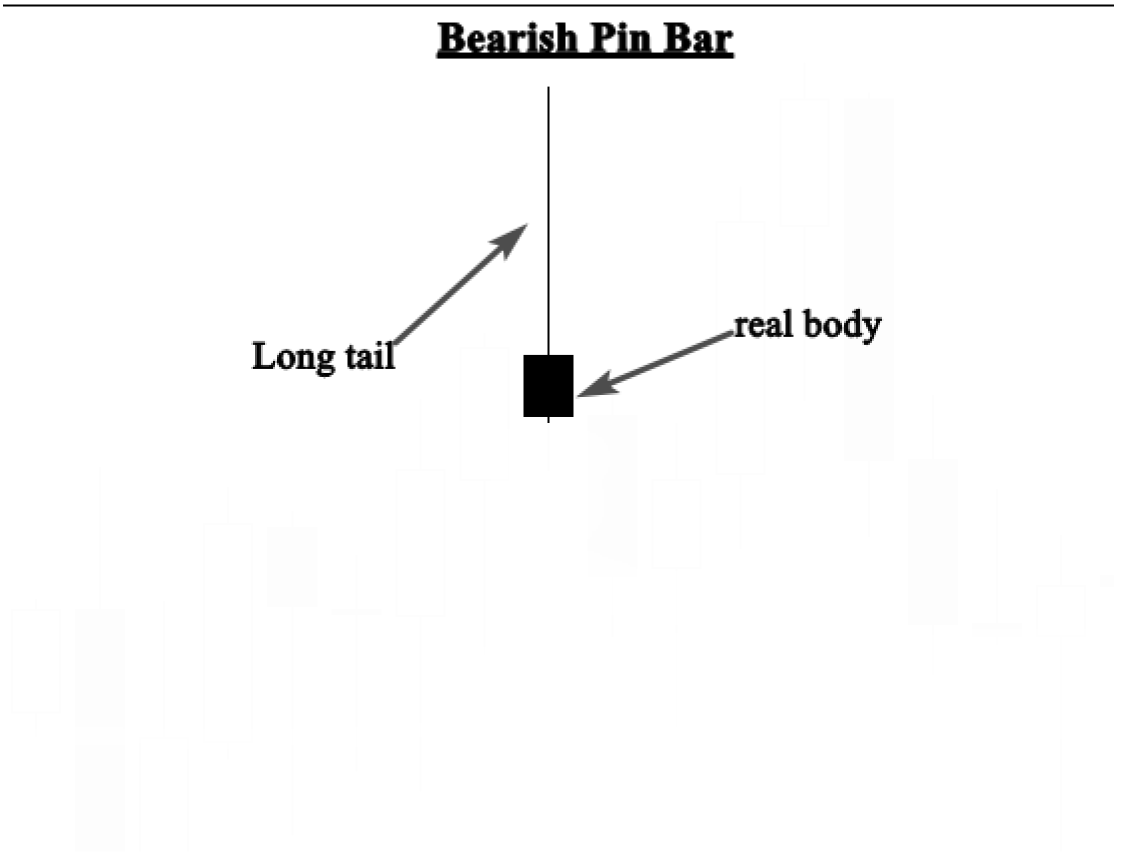

How to identify pin bar candlestick setups?

সত্য কথা বলতে, মার্কেটে পুরোপুরি “কোয়ালিটি” প্রাইস অ্যাকশন সেটআপ খুব কমই থাকে, কারণ আপনি দেখতে পাবেন কখনো কখনো আপনি একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপ খুঁজে পাবেন, সেটি নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হবেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্রেডে প্রবেশ করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হবেন কারণ সিগন্যাল অজানা কারণে ব্যর্থ হয়।

এটি কয়েকবার ঘটতে পারে, কারণ মার্কেট পিন বার গঠনের কারণে চলে না, বরং মার্কেট চলে সাপ্লাই ও ডিমান্ডের নিয়ম অনুযায়ী।

আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই — যদি আপনি একটি আপট্রেন্ড মার্কেটে সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি একটি কোয়ালিটি পিন বার ক্যান্ডেল চিনতে পারেন, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী বায়িং সিগন্যাল যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। তবে যদি ক্রেতাদের সেই ট্রেডে বিনিয়োগ করা টাকার পরিমাণ বিক্রেতাদের ঝুঁকির তুলনায় কম হয়, তাহলে মার্কেট আপনার প্রত্যাশিত (Predicted) দিকেই যাবেনা।

যদি সিগন্যাল ব্যর্থ হয়, তা মানে এই নয় যে আপনার বিশ্লেষণ ভুল বা পিন বার কাজ করে না; এর কারণ হলো মার্কেট আপনার সিদ্ধান্তকে বৈধতা দেয়নি। তাই আপনাকে আপনার ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে এবং অন্য সুযোগ খুঁজতে হবে।

আপনি হয়তো নিজের কাছে প্রশ্ন তুলবেন, যদি মার্কেট পিন বারকে সম্মান না দেয়, তাহলে কেন কোয়ালিটি পিন বার সেটআপ খুঁজে বের করা উচিত?

যেমন আপনি জানেন, ট্রেডিং হল সম্ভাবনার খেলা, এখানে কোনো নিশ্চিততা নেই। এজন্য আপনাকে আপনার পিন বার সেটআপগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে মূল্যায়ন করতে হবে। আর কোয়ালিটি সেটআপ খোঁজার মানে হলো আপনি সফলতার সম্ভাবনা নিজের পক্ষে আনতে চেষ্টা করছেন — এটি সফল ট্রেডারদের সঠিক মানসিকতা।

একটি পিন বার ট্রেড করার উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের জন্য, এই প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালটিকে নিচের শর্তগুলো মেনে চলতে হবে:

পিন বারটি বড় টাইম ফ্রেমে গঠিত হওয়া উচিত, যেমন ৪ ঘণ্টা বা দৈনিক টাইম ফ্রেম, কারণ ছোট টাইম ফ্রেমে অনেক পিন বার সিগন্যাল দেখা যায়, যা অনেক সময় মিথ্যা সিগন্যাল হয়। এই ধরনের সেটআপগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

নিচে একটি চিত্রে এটা বোঝানো হলো:

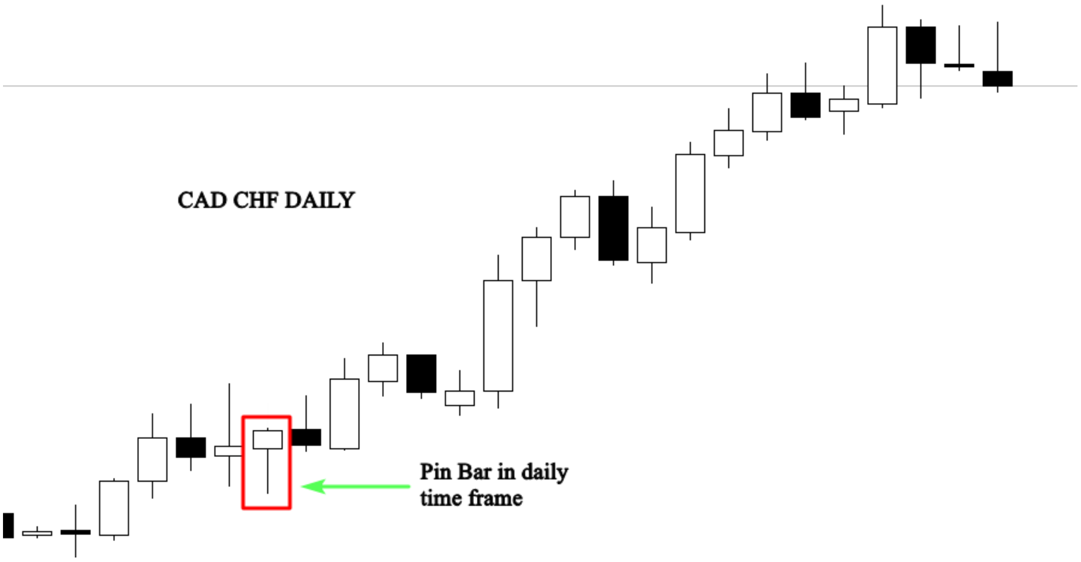

- যে পিন বারটি মার্কেটের ট্রেন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়, তা ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া পিন বার থেকে বেশি শক্তিশালী।
- যদি আপনি একটি স্পষ্ট ট্রেন্ড চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে আছে।
- ট্রেন্ডের সঙ্গে এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সৃষ্টি এটিকে অত্যন্ত কার্যকর করে তোলে।

নিচে চার্টটি দেখুন:

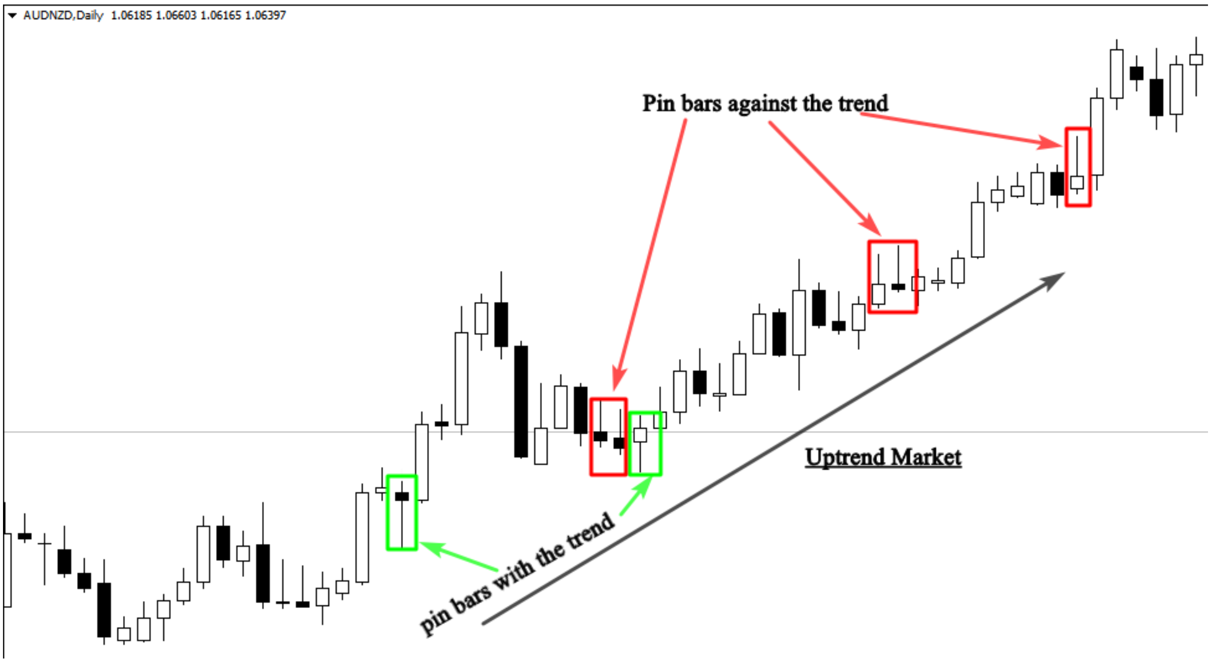

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, বুলিশ পিন বারগুলো যা আপট্রেন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে, কার্যকর হয় এবং এগুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
কিন্তু বিয়ারিশ পিন বারগুলো যা ট্রেন্ডের বিপরীতে তৈরি হয়েছে, তা উপেক্ষা করা উচিত।

- পিন বারের গঠনও গুরুত্বপূর্ণ, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ক্যান্ডেলস্টিকটি সত্যিকারের পিন বার কি না, এজন্য রিয়েল বডি এবং লেজের মধ্যে দূরত্ব দেখে নিতে হবে।

- দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট পিন বারগুলো বেশি শক্তিশালী হয়।

পিন বার ক্যান্ডেল গঠনের পেছনের সাইকোলজি:

পিন বারগুলো তৈরি হয় যখন দাম প্রত্যাখ্যাত হয়, কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান সব সময় রিভার্সালের সিগন্যাল দেয় না, কারণ এই প্রাইস অ্যাকশন সেটআপ আপনার চার্টের যেকোন জায়গায় তৈরি হতে পারে।

পিন বার ট্রেড করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো হলো প্রধান কী লেভেল যেমন সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স, সাপ্লাই ও ডিমান্ড জোন, এবং মুভিং অ্যাভারেজ।
এই লেভেলগুলোতে এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের গঠন মার্কেটে কি হচ্ছে তার একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়।

যদি প্রত্যাখ্যান কোনো সাপোর্ট লেভেলের কাছে ঘটে, তাহলে এটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে বুলিশরা শক্তিশালী এবং তারা মার্কেটকে উপরে ঠেলে দিতে ইচ্ছুক।

নিচে চার্টটি দেখুন:

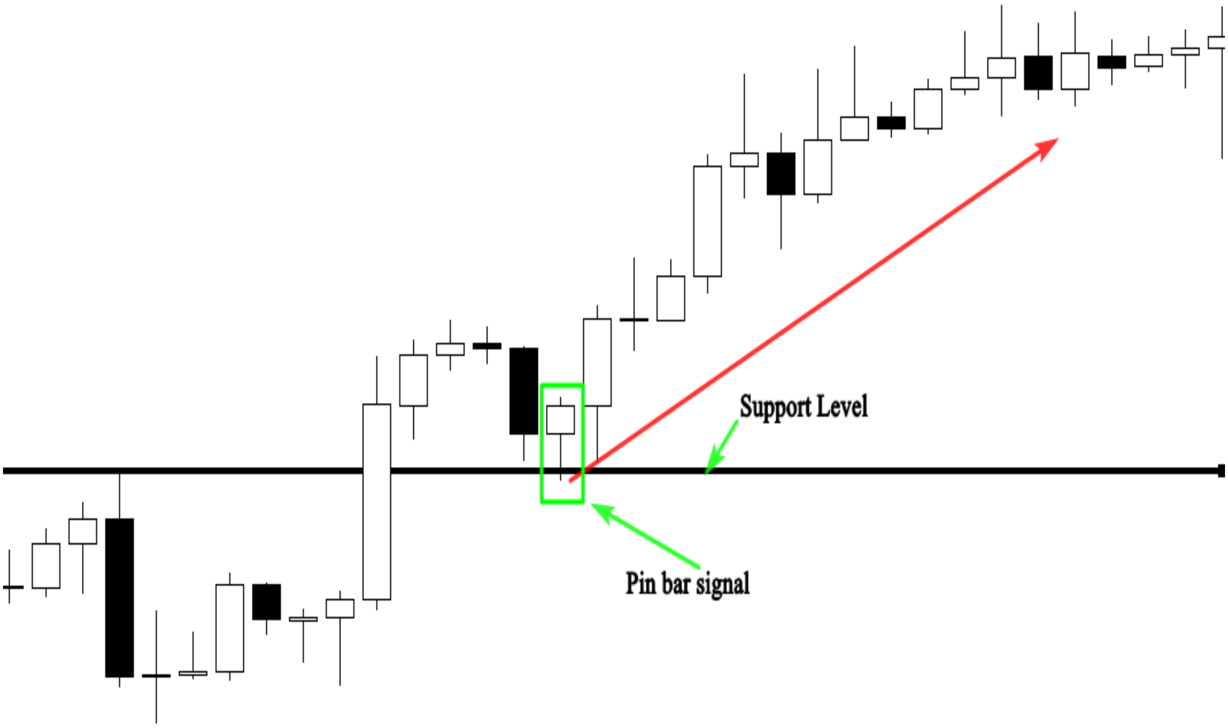

যদি এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নটি রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি তৈরি হয়, তাহলে এর মানে হলো বেয়াররা দামকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং বুলিশদের এই লেভেল ভাঙতে বাধা দিচ্ছে। তাই এর অর্থ হলো বিক্রেতারা মার্কেটকে নিচের দিকে ঠেলে দিতে ইচ্ছুক।

নিচে চার্টটি দেখুন:

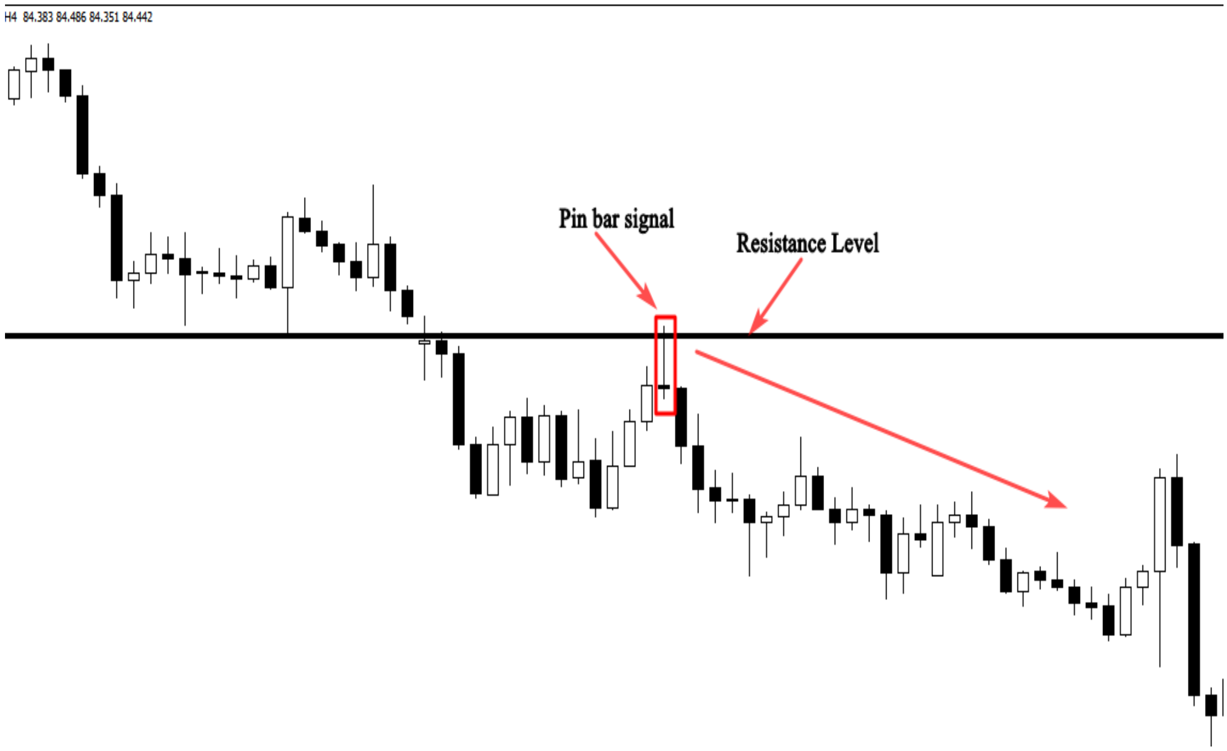

যদি আপনি এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নের গঠনের পেছনের মনোবিজ্ঞান বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা পূর্বানুমান করতে সক্ষম হবেন, এবং উচ্চ সম্ভাবনাময় পিন বার সিগন্যালের ভিত্তিতে ভাল ট্রেড করতে পারবেন।

Trading the pin bar candlestick with the trend

আপনি যদি একজন নতুন ট্রেডার হন, তাহলে আমি জোরালোভাবে পরামর্শ দেব যে আপনি ট্রেন্ড অনুসরণ করেই ট্রেডিং শুরু করুন, কারণ ট্রেন্ডিং মার্কেটে যে পিন বার গঠিত হয় তা সাধারণত ভালো ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করে এবং উচ্চ রিস্ক/রিওয়ার্ড অনুপাত প্রদান করে।
যখন আপনি ট্রেন্ডের সঙ্গে ট্রেড করা ভালোভাবে রপ্ত করবেন, তখন আপনি রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেট বা এমনকি কাউন্টার-ট্রেন্ড ট্রেড করতেও যেতে পারেন।
এই কৌশলটি সহজ— আপনি প্রথমে একটি স্পষ্ট আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড চিহ্নিত করবেন, এরপর আপনি অপেক্ষা করবেন কোনো পুলব্যাকের পর সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলে একটি পিন বার গঠিত হওয়ার জন্য।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

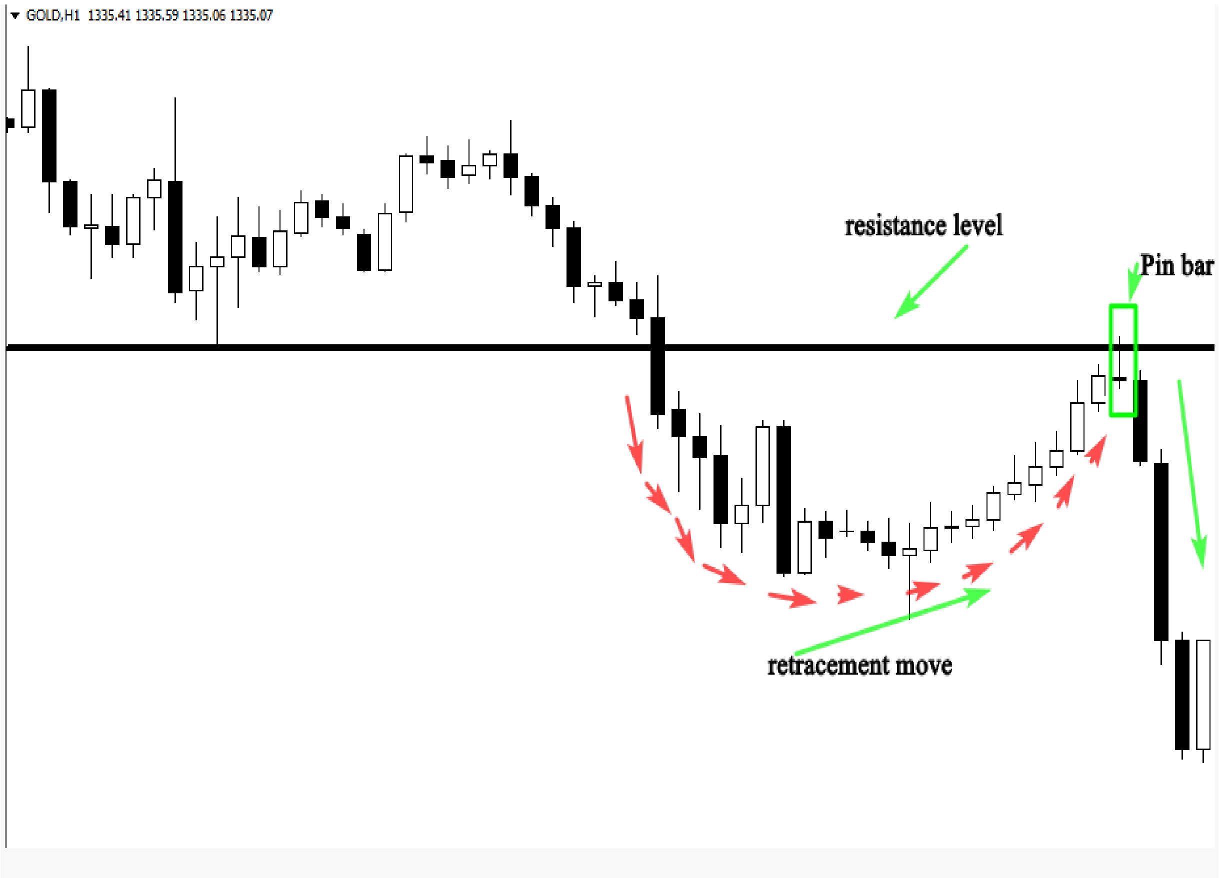

নিচের চিত্রটি দেখায় কীভাবে এই প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালটি কার্যকর হয় যদি তা ট্রেন্ডের সঙ্গে মিল রেখে ট্রেড করা হয়। যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রাইসটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে এখনো বেয়াররাই ডাউনট্রেন্ডের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পিন বার গঠনের অর্থ হলো রিট্রেসমেন্ট মুভমেন্টের সমাপ্তি এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে ট্রেন্ডের সঙ্গে মিল রেখে একটি নতুন ইমপালসিভ মুভমেন্টের সূচনা।

এটি একটি উচ্চ-মানের সেটআপ, কারণ নিচের সবগুলো শর্তই পূরণ হয়েছে:

১। পিন বারটি সঠিকভাবে গঠিত, এবং এটি মার্কেটের দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২। প্রত্যাখ্যানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল স্তরে ঘটেছে, যা মার্কেটের জন্য একটি হট পয়েন্ট (রেজিস্ট্যান্স লেভেল) হিসেবে বিবেচিত।

৩। রিস্ক টু রিওয়ার্ড অনুপাত ভালো এবং ট্রেড করার মতো যথার্থ।

কখনও কখনও, যদিও মার্কেট ট্রেন্ডিং থাকে, তারপরও আমরা স্পষ্টভাবে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আঁকতে পারি না, কারণ দামের গতি এমনভাবে চলে যে স্ট্যাটিক কী লেভেল চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আপনি যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়েন, তাহলে আপনি **২১- মুভিং অ্যাভারেজ** ব্যবহার করতে পারেন, যা আপট্রেন্ড মার্কেটে একটি ডায়নামিক সাপোর্ট এবং ডাউনট্রেন্ড মার্কেটে একটি ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করবে।

নিচে চিত্রটি দেখুন:

উপরের চার্টে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেটটি ডাউনট্রেন্ডে ছিল। এখানে ২১-পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করে আমরা ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং উচ্চ সম্ভাবনাময় পিন বার সেটআপ চিহ্নিত করতে পেরেছি।

আরও একটি চার্ট নিচে দেখুন:

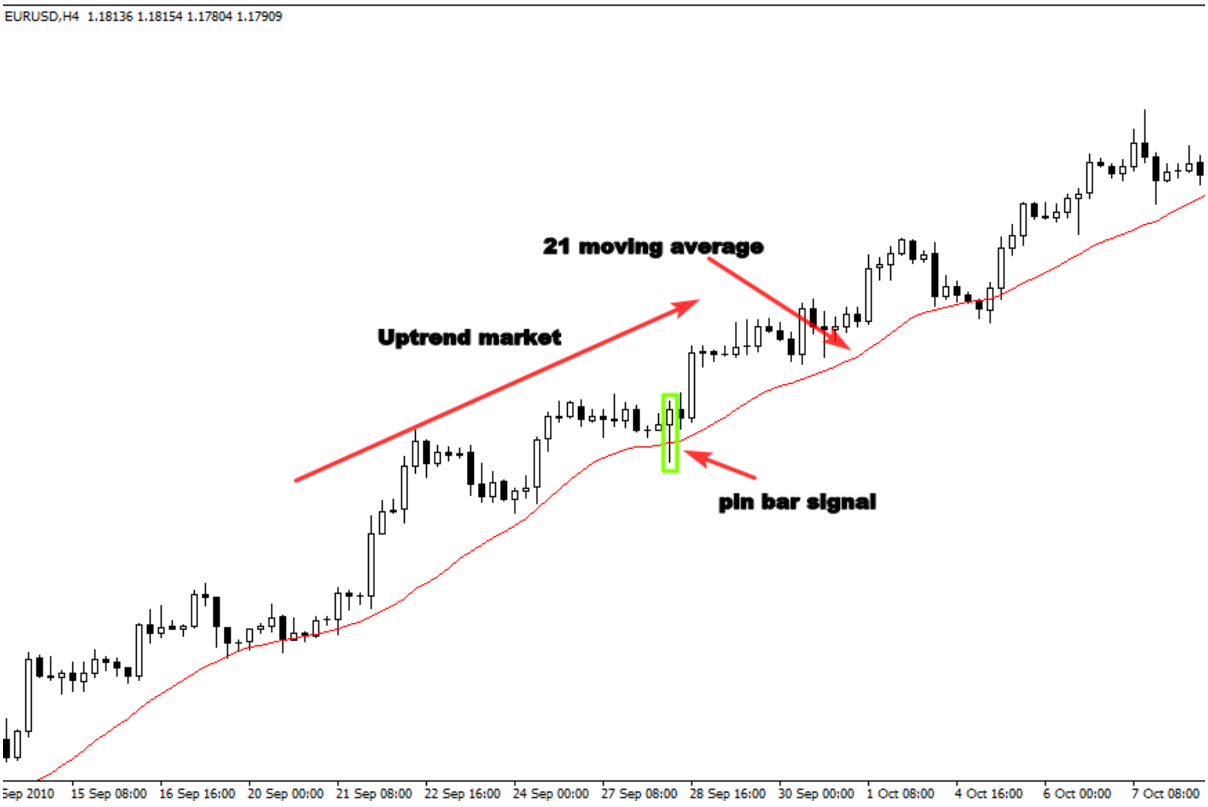

উপরের ৪-ঘণ্টার চার্টটি দেখায় কীভাবে ২১- মুভিং অ্যাভারেজ আমাদেরকে মার্কেটের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
যখন প্রাইস মুভিং অ্যাভারেজের কাছাকাছি আসে, তখন মার্কেটে ক্রয়চাপ সৃষ্টি হয় এবং প্রাইস উপরের দিকে যায়।

চার্টে পিন বার সিগন্যালটি স্পষ্ট, কারণ ট্রেন্ড বুলিশ, প্রাইস অ্যাকশন সেটআপের গঠনও বুলিশ, এবং ২১-মুভিং অ্যাভারেজ থেকে প্রত্যাখ্যান (rejection) ক্রয় করার জন্য একটি নিশ্চিত সিগন্যাল প্রদান করে।

Trading tactics

যখন আমরা মার্কেটের ট্রেন্ড (আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড) এবং লেভেল (সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স) সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি, এবং সেই লেভেলগুলোর কাছাকাছি ট্রেন্ডের দিক অনুযায়ী একটি পিন বার দেখতে পাই, তখন পরবর্তী ধাপ হলো এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের ভিত্তিতে মার্কেটে প্রবেশ করার সঠিক পদ্ধতি জানা।

আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, পিন বার ট্রেডিংয়ে বিভিন্ন ধরনের এন্ট্রি অপশন রয়েছে; এটি নির্ভর করে ক্যান্ডেলের গঠন, মার্কেট পরিস্থিতি এবং আপনার মানি ম্যানেজমেন্ট কৌশলের উপর।

১। এগ্রেসিভ এন্ট্রি পদ্ধতি (Aggressive Entry Option):

এই পদ্ধতিতে পিন বার ক্লোজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো প্রকার নিশ্চিত সংকেত (confirmation) না পাওয়াই মার্কেটে এন্ট্রি নেওয়া হয়।

এই কৌশলটি আপনাকে শুরু থেকেই মুভমেন্ট ক্যাচ করতে সাহায্য করে, কারণ অনেক সময় পিন বার ক্লোজ হওয়ার পরপরই প্রাইস দ্রুত উপরে চলে যায় এবং আপনি যদি তখনো মার্কেটে না থাকেন, তাহলে সেই ট্রেড আপনার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

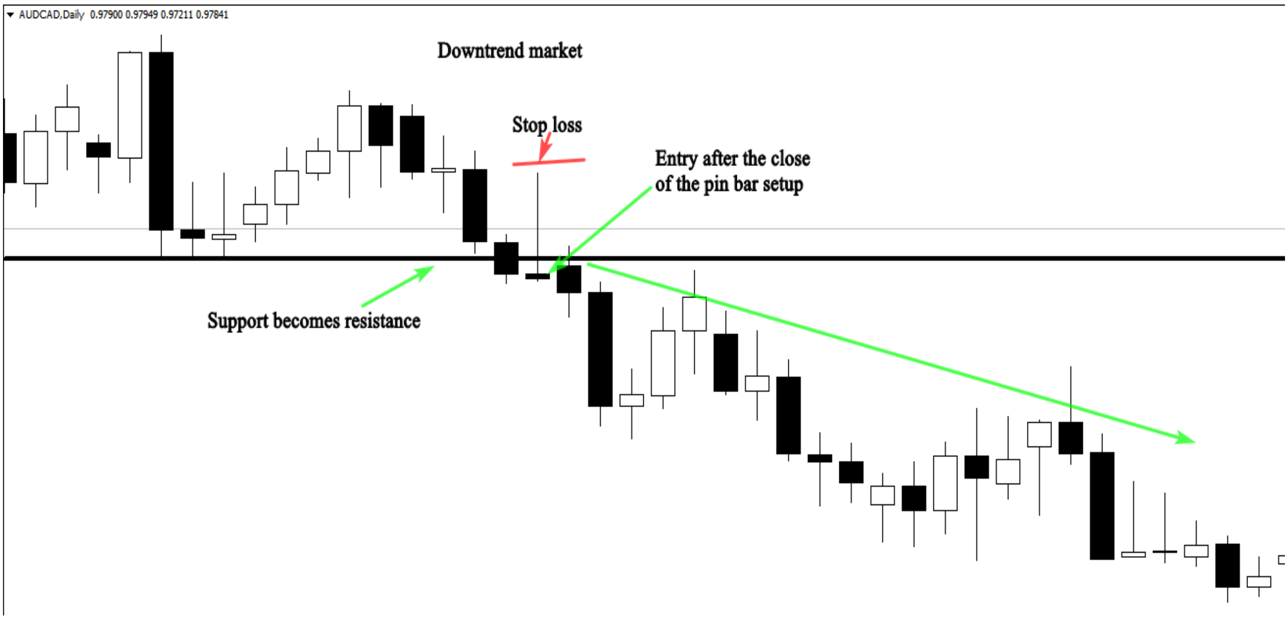

উপরের চার্টটি দেখায় কীভাবে এগ্রেসিভ এন্ট্রি পদ্ধতি আপনাকে সঠিক সময়ে ট্রেডে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, যাতে মার্কেট আপনাকে পেছনে ফেলে না যায়।
এবং আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই ট্রেডটি নিয়েছিলাম কারণ আমাদের কাছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিলঃ

- ট্রেন্ড: মার্কেট ডাউনট্রেন্ডে ছিল, তাই আমরা সেলিং (বিক্রির) সুযোগ খুঁজছিলাম।

- লেভেল: এই চার্টে একটি সাপোর্ট লেভেল ছিল যা পরবর্তীতে রেজিস্ট্যান্সে রূপান্তরিত হয়েছে।

- সিগন্যাল: একটি স্পষ্ট পিন বার গঠিত হয়েছিল রেজিস্ট্যান্স লেভেলে পুনরায় ফিরে আসার (retracement) পর।

যখন আপনি মার্কেটে এই তিনটি উপাদান দেখতে পান, তখন আপনি পিন বার ক্লোজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেডে প্রবেশ করবেন এবং আপনার স্টপ লসটি পিন বারের লম্বা শ্যাডোর (tail) ওপরে সেট করবেন। প্রফিট টার্গেট হবে পরবর্তী সাপোর্ট লেভেল (যদি ডাউনট্রেন্ড হয়)।

এই তিনটি উপাদান যথেষ্ট—আপনার জন্য মার্কেটে উচ্চ সম্ভাবনাময় এন্ট্রি খুঁজে বের করার জন্য।

Conservative Entry Option (সতর্ক এন্ট্রি কৌশল):

এই কৌশল অনুযায়ী আপনি মার্কেটে প্রবেশ করবেন তখন, যখন প্রাইস পিন বারের রেঞ্জের ৫০% পর্যন্ত রিট্রেস করবে (অর্থাৎ কিছুটা নিচে নামবে বা উপরে উঠবে)।

এই কৌশল অনেক সময় খুব কার্যকর হয় এবং ৫:১ এর বেশি রিস্ক/রিওয়ার্ড অনুপাত প্রদান করতে পারে, তবে অনেক সময় মার্কেট আপনাকে সুযোগ না দিয়েই চলে যেতে পারে।

নিচে একটি চিত্র দেখুন:

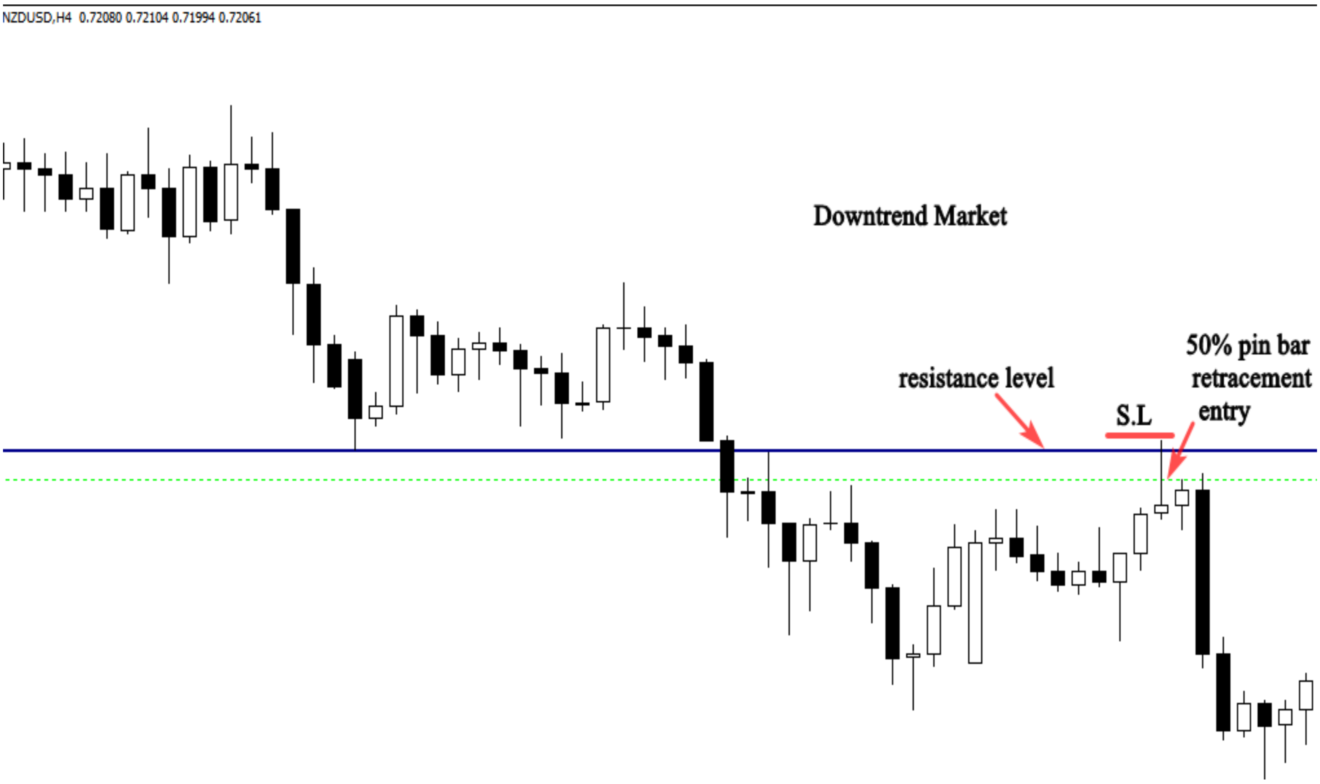

উপরের চিত্রটি আমাদের কনসারভেটিভ এন্ট্রি (সতর্ক এন্ট্রি) কৌশলের শক্তি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই এন্ট্রি পদ্ধতিটি আমাদের ঝুঁকি কমাতে এবং লাভের পরিমাণ বাড়াতে সহায়তা করে।

উল্লিখিত ট্রেডটিতে ৫:১ এরও বেশি রিস্ক/রিওয়ার্ড অনুপাত রয়েছে। এরকম একটি সফল ট্রেড প্রতি মাসে একবারই যথেষ্ট—একটি সম্মানজনক আয় তৈরি করার জন্য।

আরও একটি চার্ট নিচে দেখুন:

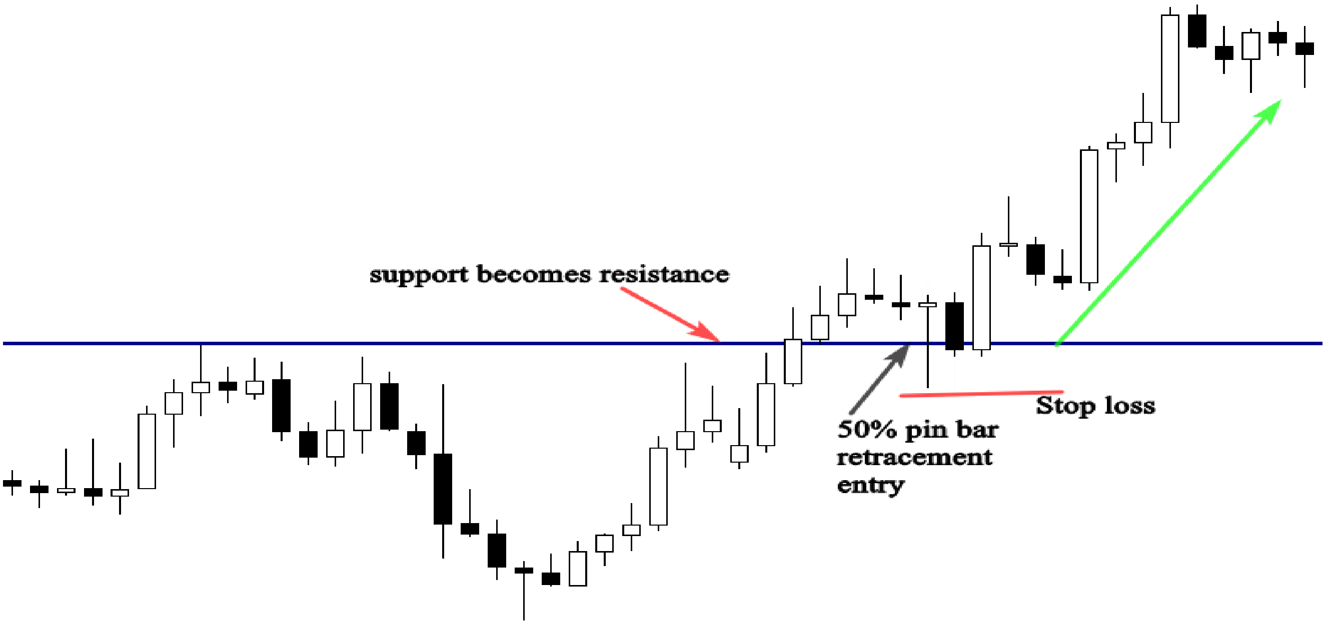

এই এন্ট্রি পদ্ধতির (সতর্ক এন্ট্রি) একটি বড় দুর্বলতা হলো—মার্কেট অনেক সময় পিন বারের রেঞ্জের ৫০% পর্যন্ত রিট্রেস করে না, ফলে আপনি হতাশ হয়ে পড়তে পারেন, কারণ তখন মার্কেট আপনার প্রফিট টার্গেটের দিকে চলে যায় কিন্তু আপনি ট্রেডে প্রবেশই করতে পারেননি।

তবে এখানে কোনো সঠিক বা ভুল এন্ট্রি পদ্ধতি নেই—উভয় কৌশলই ভালোভাবে কাজ করে। তবে সময়ের সাথে স্ক্রিন টাইম এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে আপনি বুঝে নিতে পারবেন কখন এগ্রেসিভভাবে এবং কখন সতর্কভাবে ট্রেড করা উচিত।

Trading pin bars with confluence

Confluence ঘটে তখনই, যখন একাধিক টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর একই ধরনের সিগন্যাল দেয়। এই ট্রেডিং ধারণাটি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডাররা তাদের এন্ট্রি পয়েন্ট ফিল্টার করতে এবং মার্কেটে উচ্চ সম্ভাবনাময় সিগন্যাল খুঁজে পেতে ব্যবহার করে থাকেন।

আপনি একজন নতুন ট্রেডার হোন বা অভিজ্ঞ—confluence-এর ভিত্তিতে ট্রেড করা অপরিহার্য, কারণ এটি আপনাকে সংখ্যার চেয়ে গুণগত সেটআপে মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে এবং আপনার ট্রেডিং পারফরম্যান্স উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।

Confluence মানে হলো সংমিশ্রণ বা সমাবেশ—এটি এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে দুই বা ততোধিক বিষয় একত্র হয় বা মিলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা একটি pin bar signal খুঁজে পাই, তাহলে আমাদের আরও কিছু confluence ফ্যাক্টর খুঁজতে হবে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য—আমরা কোনো এলোমেলো pin bar নিয়ে ট্রেড করব না যা শুধুমাত্র চার্টে দেখা যায়।

Factors of confluence:

ট্রেন্ড:

এটি হলো confluence-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর একটি। অধিকাংশ সফল ট্রেডার তাদের চার্ট বিশ্লেষণের সময় প্রথমেই ট্রেন্ড খোঁজেন।

আপনি কোনো ট্রেড সেটআপে এন্ট্রি নিতে পারবেন না যদি না আপনি নিশ্চিত হন যে সেটি মার্কেটের বর্তমান ট্রেন্ডের সাথে মিল আছে কি না।

উদাহরণস্বরূপ, একটি bearish pin bar যদি downtrend-এ গঠিত হয়, তবে তা range-bound মার্কেটে গঠিত একটি pin bar-এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সিগন্যাল।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল / সাপ্লাই এবং ডিমান্ড এরিয়া:

এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলোর মার্কেটে বিশাল প্রভাব রয়েছে, কারণ সব বড় বড় মার্কেট অংশগ্রহণকারীরা (institutional traders) এই নির্দিষ্ট জায়গাগুলোকেই পর্যবেক্ষণ করে।

মুভিং এভারেজ (Moving Averages):

আমি ব্যক্তিগতভাবে 8 এবং 21 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করি। এই টেকনিক্যাল টুলটি ডাইনামিক সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ confluence ফ্যাক্টর, বিশেষ করে ট্রেন্ডিং মার্কেটে।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট টুল (Fibonacci Retracement Tool):

আমি ৬১% এবং ৫০% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল ব্যবহার করি মার্কেটে সবচেয়ে শক্তিশালী এরিয়াগুলো চিহ্নিত করতে।

ট্রেন্ড লাইনস:

চার্টে ট্রেন্ড লাইন আঁকার মাধ্যমে আমরা মার্কেটের গতিপথ (দিক) সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাই এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিভার্সাল পয়েন্টগুলো (যেখানে মার্কেট ঘুরে যেতে পারে) চিহ্নিত করতে পারি।

যখন আপনি আপনার চার্ট বিশ্লেষণ করছেন, তখন প্রতিটি confluence ফ্যাক্টর খুঁজে পাওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

যদি আপনি এক বা দুইটি confluence ফ্যাক্টর খুঁজে পান যেগুলো একটি ভালো pin bar সেটআপের সাথে মিলে যায়, তাহলেও সেটা একটি লাভজনক ট্রেডের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ:

একটি পরিষ্কার pin bar সিগন্যাল যদি support বা resistance লেভেলের কাছে গঠিত হয় এবং মার্কেটের ট্রেন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে সেটি একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেডিং সুযোগ হিসেবে ধরা যায়।

নিচের চিত্রটি দেখুন (See the illustration below):

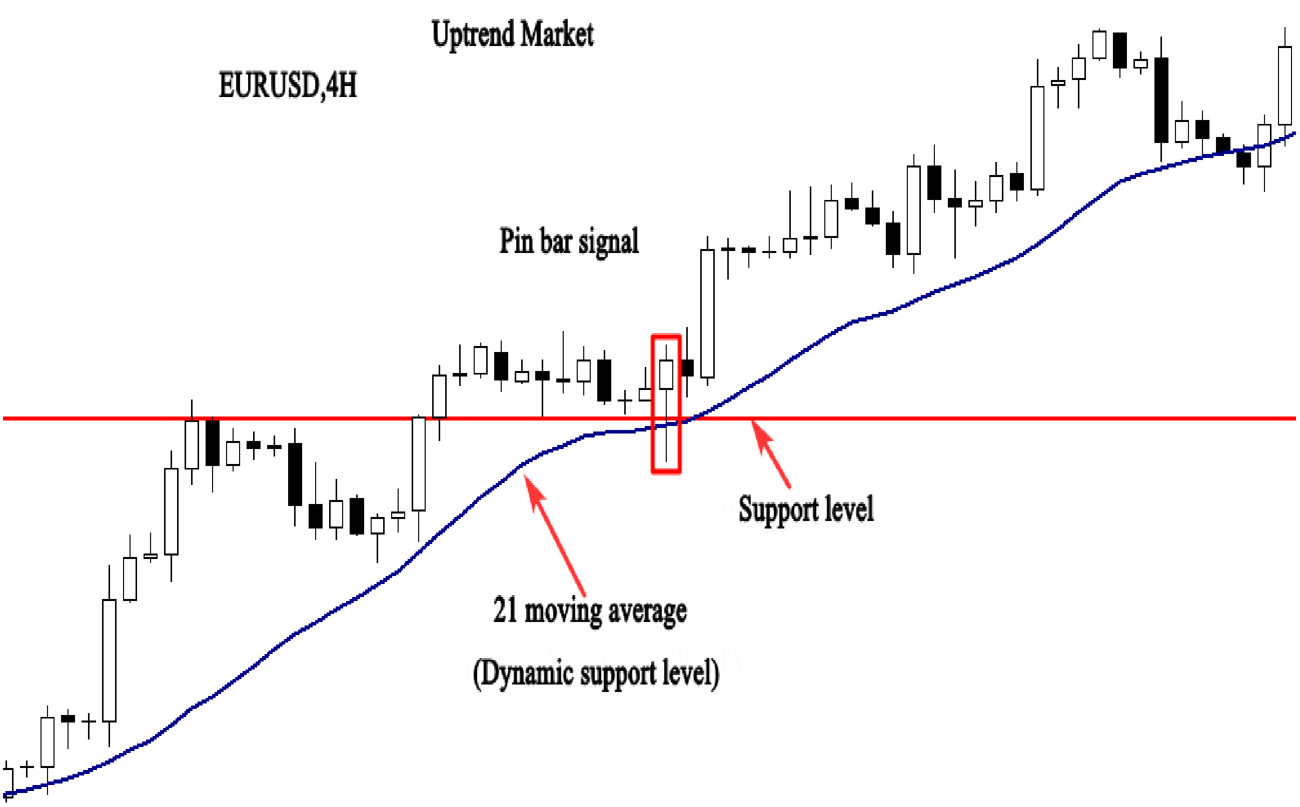

উপরের উদাহরণে আমাদের সামনে একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় (high probability) ট্রেড সেটআপ রয়েছে, যেখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ confluence ফ্যাক্টর একসাথে কাজ করছে:

1. ট্রেন্ড (The Trend):
মার্কেট উপরের দিকে (uptrend) চলছে, এর মানে হলো আমাদের ট্রেন্ডের দিকেই ট্রেড করতে হবে এবং বাইং সুযোগ খুঁজতে হবে।
2. লেভেল (The Level):
সাপোর্ট লেভেলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কী স্তর, যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন—প্রাইস একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে উপরে উঠে গেছে এবং পরে সেটি সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। মার্কেট রিট্রেস করে আবার সেই লেভেলে ফিরে এসেছে।
3. সিগন্যাল (The Signal):
বুলিশ পিন বার গঠিত হয়েছে যখন প্রাইস রিট্রেস করে সেই নতুন সাপোর্ট লেভেলে এসে পৌঁছায়।
4. আরেকটি সিগন্যাল (Another Signal):
পিন বারের রিজেকশন ঘটেছে সাপোর্ট লেভেল থেকে, এবং ২১ মুভিং এভারেজ এখানে ডাইনামিক সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে।
এই সবগুলো confluence ফ্যাক্টর একত্রে একটি শক্তিশালী বাই সিগন্যাল তৈরি করেছে।

- আরও একটি উদাহরণ দেখতে নিচে দেখুন (See another example):

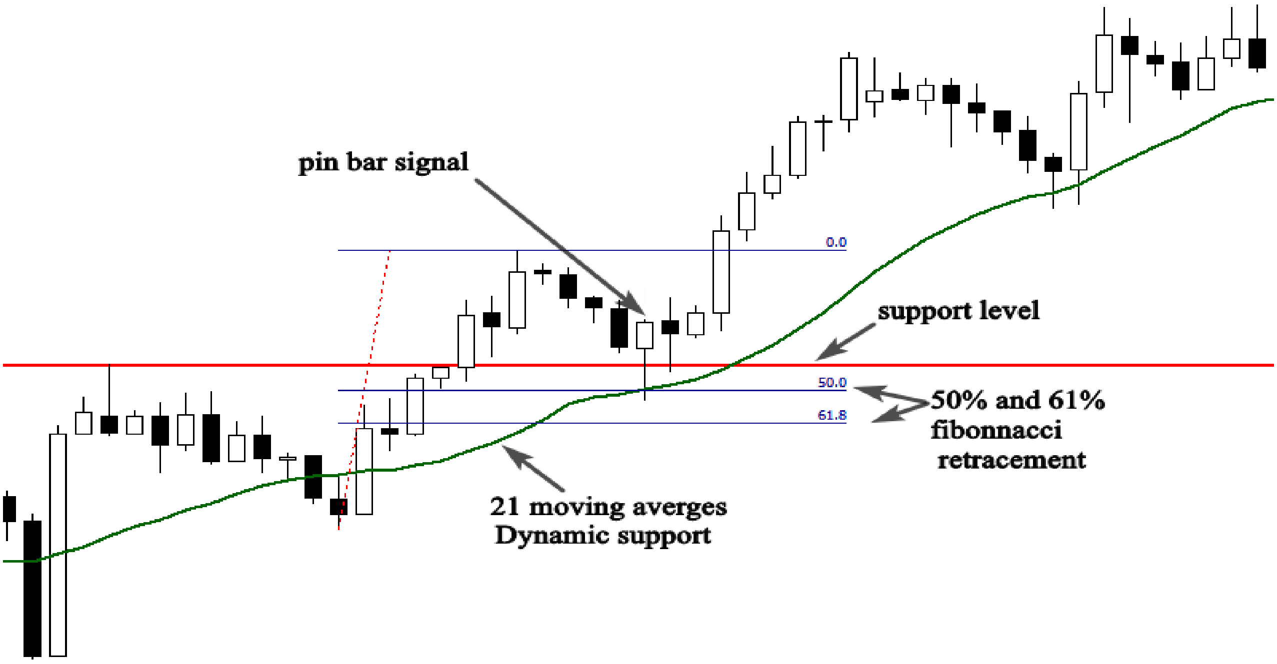

নিচের উদাহরণটি চারটি গুরুত্বপূর্ণ কনফ্লুয়েন্স (confluence) স্তরকে উপস্থাপন করে, যা একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল নির্দেশ করে:

- প্রথম ফ্যাক্টর হলো বুলিশ ট্রেন্ড, অর্থাৎ মার্কেট ঊর্ধ্বমুখী চলছে।
- দ্বিতীয়টি হলো একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল, যা পরে সাপোর্ট লেভেলে পরিণত হয়েছে।
- তৃতীয় ফ্যাক্টরটি হলো ২১-মুভিং এভারেজ, যা এখানে ডাইনামিক সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে।
- শেষ ফ্যাক্টরটি হলো পিন বার গঠন, যা এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি এবং ট্রেন্ডের সাথে মিল রেখে তৈরি হয়েছে।

❖ আপনি যদি এই ট্রেডিং কনসেপ্টটি গ্রহণ করেন, তাহলে আপনি একদম বদলে ফেলতে পারবেন মার্কেটকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি।

আপনি তখন একজন স্নাইপার ট্রেডারের মতো ট্রেড করবেন — মানে, আপনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন সবচেয়ে ভালো ট্রেডিং সেটআপ আসা পর্যন্ত,
অযথা জোর করে ট্রেড করার চেষ্টা না করে।

Pin Bars trades examples

আমি আপনাকে কিছু ট্রেডিং উদাহরণ দেব যাতে আপনি বুঝতে পারেন কীভাবে পিন বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ট্রেন্ডের সাথে মিলিয়ে ট্রেড করতে হয় এবং কীভাবে কনফ্লুয়েন্স কনসেপ্ট ব্যবহার করে আপনার এন্ট্রি নিশ্চিত করা যায়।

নিচের চার্টটি দেখুন:

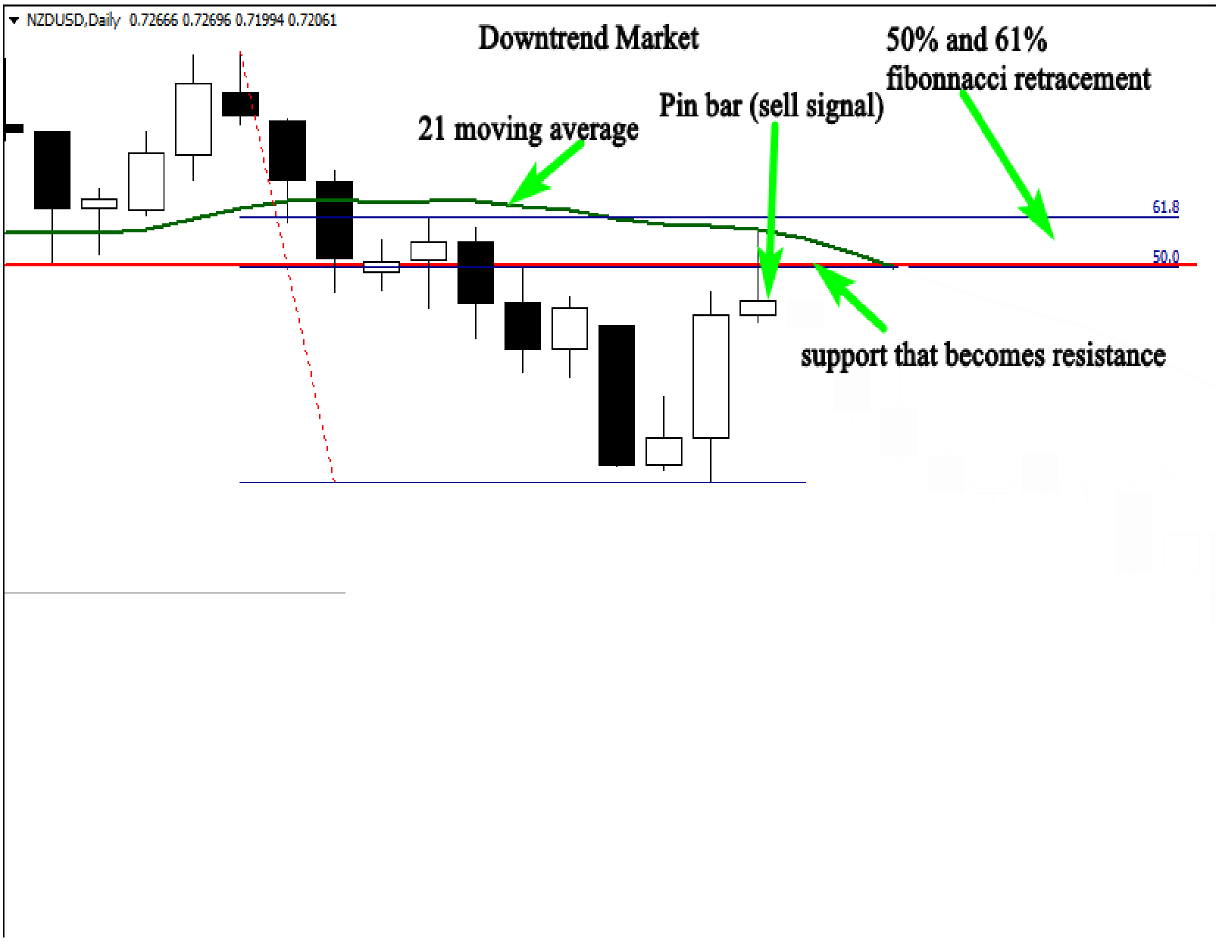

এটি হলো NZDUSD ডেইলি চার্ট। আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেটটি নিম্নমুখী ট্রেন্ডে চলছে। এটি হলো এই চার্ট থেকে পাওয়া প্রথম তথ্য।

সাপোর্ট লেভেল ভেঙে যাওয়ার পর সেটি রেজিস্ট্যান্সে পরিণত হয়েছে, এবং প্রাইস আবার সেই লেভেলের দিকে পুনরায় ফিরে এসেছে (রিট্রেস করেছে) এবং সেখানে একটি পিন বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে।

রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি পিন বার গঠিত হওয়া ইঙ্গিত দেয় যে পুলব্যাক (retracement) মুভমেন্টটি শেষ হয়েছে, এবং এখন একটি নতুন ইম্পালসিভ মুভ (বড় দিকনির্দেশনামূলক মুভমেন্ট) শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
যখন আমরা চার্টে ২১ মুভিং অ্যাভারেজ এবং ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট প্রয়োগ করি, তখন দেখা যায় যে পিন বারটি এই লেভেলগুলো থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এটি বোঝায় যে এই লেভেলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিক্রেতারা (sellers) মার্কেটকে নিচের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

এই উদাহরণে আমাদের কাছে মার্কেট বিক্রি করার জন্য একাধিক শক্তিশালী কারণ রয়েছে:

1. ডাউনট্রেন্ড – মার্কেট নিম্নমুখী ধারা বজায় রেখেছে।
2. পিন বার গঠন – পুলব্যাকের শেষে, রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে একটি স্পষ্ট পিন বার গঠিত হয়েছে, যা নতুন নিম্নমুখী মুভের শুরু নির্দেশ করে।
3. ২১ মুভিং অ্যাভারেজ ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে রিজেকশন – পিন বারটি এই দুই গুরুত্বপূর্ণ লেভেল থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।
4. ৫০% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল থেকে রিজেকশন – এটি মার্কেটের অন্যতম শক্তিশালী কি-লেভেল হিসেবে বিবেচিত।

এখন নিচের চার্টটি দেখুন, বুঝতে পারবেন পরে কী ঘটেছিল:

আপনি উপরের চার্টে যেমন দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের বিশ্লেষণ সঠিক ছিল, কারণ এটি মার্কেটে প্রবেশের জন্য শক্তিশালী এবং যৌক্তিক কারণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল।

এটাই সেই পদ্ধতি, যা আমি চাই আপনি শিখুন—যাতে করে আপনি সঠিকভাবে মার্কেট বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং সফলভাবে ট্রেড করতে পারেন।

এখন নিচের আরেকটি চার্ট দেখুন:

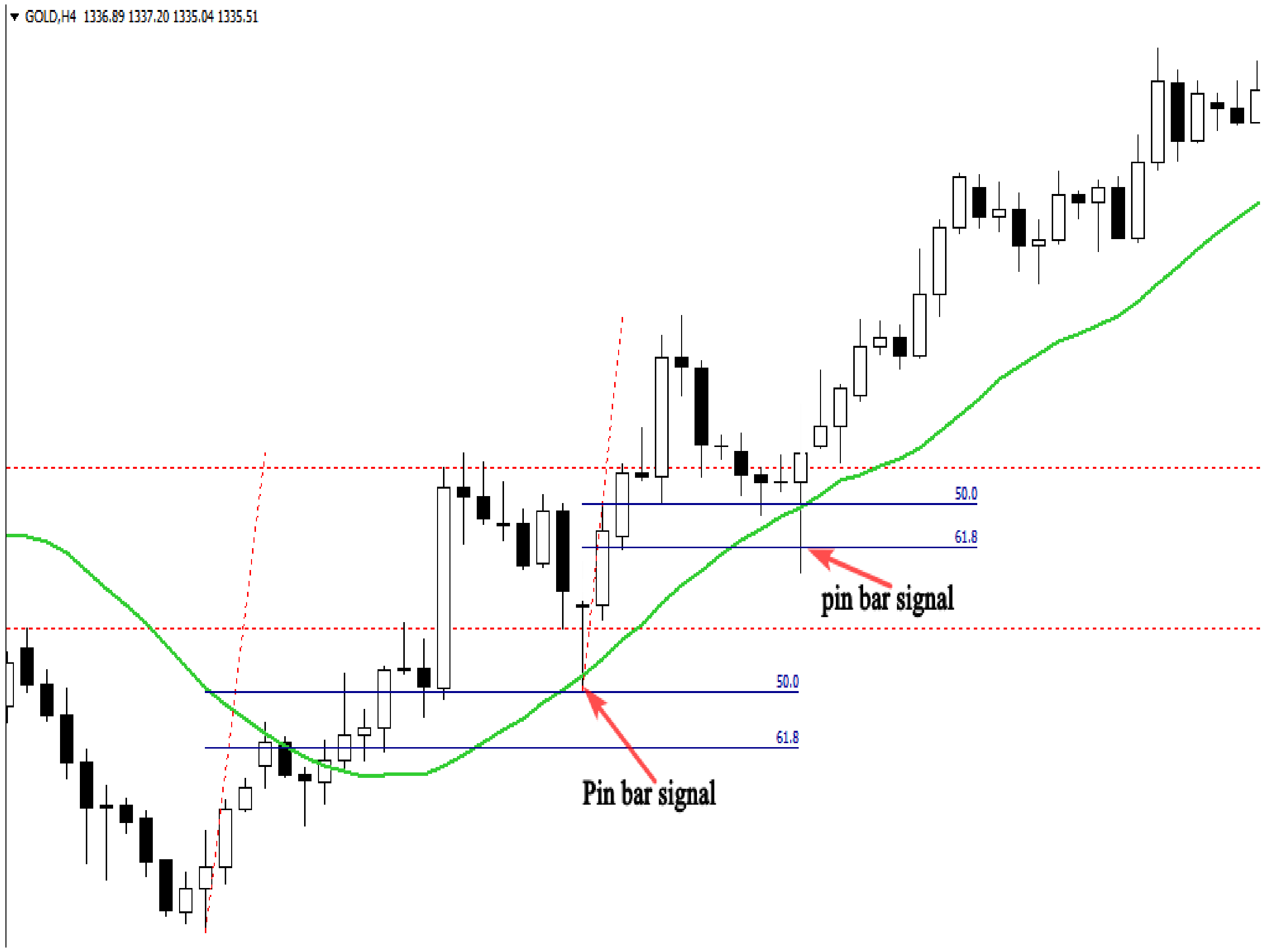

উপরের চার্টে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়ের সুযোগ দেখানো হয়েছে।

মার্কেট উপরের দিকে ট্রেন্ড করছিল, রিট্রেসমেন্টের পর প্রথম পিন বার গঠনের ফলে একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় এন্ট্রি পাওয়া গিয়েছিল।

আমাদের এন্ট্রিকে নিশ্চিত করে ২১-মুভিং এভারেজ এবং ৫০% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট থেকে প্রত্যাখ্যান।

দ্বিতীয় পিন বারের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে, যা আমাদের আবার মার্কেটে প্রবেশ করতে এবং আরও লাভ করতে সাহায্য করেছে।

Trading pin bars in range-bound markets

আমরা বলতে পারি যে মার্কেটটি রেঞ্জিং অবস্থায় রয়েছে যখন দামগুলো কোনো উচ্চতর হাই বা উচ্চতর লো তৈরি করে না এবং নির্দিষ্ট একটি সাপোর্ট লেভেল এবং একটি নির্দিষ্ট রেসিস্টেন্স লেভেলের মধ্যে Horizontally ট্রেড করতে থাকে।

যখনই আমি দেখতে পাই মার্কেটের আচরণ পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন আমাকে আমার কৌশল পরিবর্তন করতে হয় এবং এমন একটি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হয় যা নতুন মার্কেট পরিস্থিতির সাথে খাপ খায়।

একটি রেঞ্জিং মার্কেট নিশ্চিত করার জন্য, আমাকে কমপক্ষে দুইবার সাপোর্ট লেভেল স্পর্শ করতে হবে এবং দুইবার রেসিস্টেন্স লেভেল স্পর্শ করতে হবে।

একবার রেঞ্জ চিহ্নিত হয়ে গেলে, এটি ট্রেড করা খুব সহজ হয়ে যায়—দাম যখন সাপোর্ট লেভেলে পৌঁছায় তখন লং যেতে হয় এবং যখন দাম রেসিস্টেন্স লেভেলের কাছে আসে তখন শর্ট যেতে হয়।

নিচে একটি রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটের উদাহরণ দেখুন:

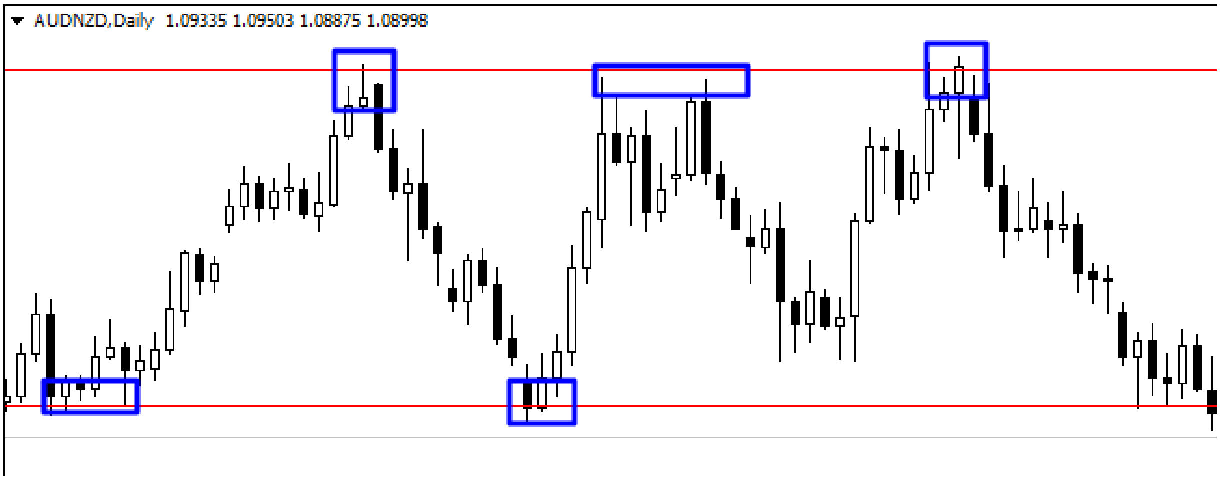

আপনি যেমন দেখছেন, দাম যখন গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট বা রেসিস্টেন্স লেভেলের কাছে পৌঁছায়, তখন আমাদের মার্কেটে কেনা বা বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়; শুধু একটি পরিষ্কার প্রাইস একশন সেটআপের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যেমন একটি পিন বার ক্যান্ডেলস্টিক।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

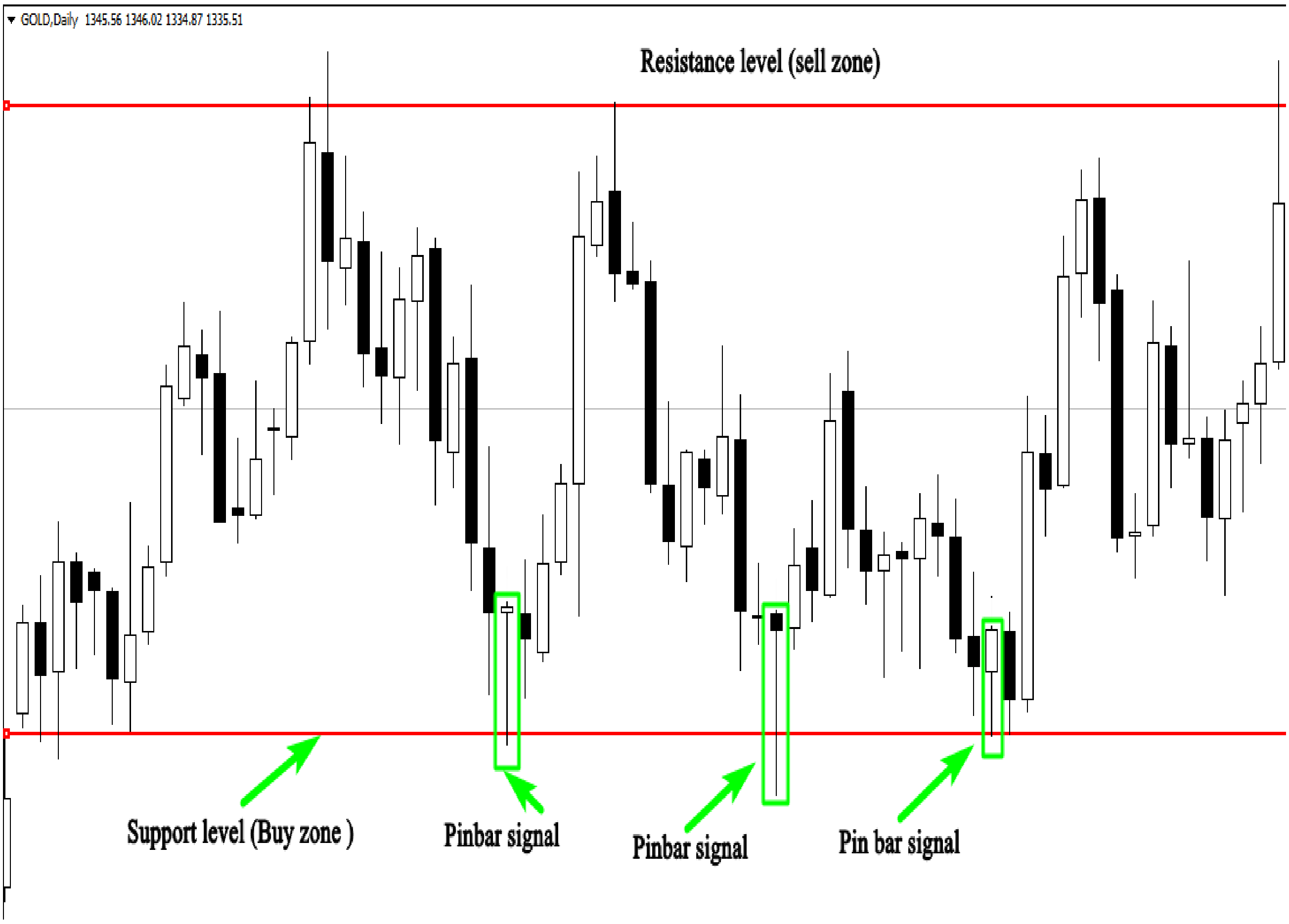

উপরের চিত্রটি আমাদের তিনটি ট্রেডিং সুযোগ দেখাচ্ছে, আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করছি কীভাবে আপনি এগুলো সফলভাবে ট্রেড করতে পারেন:

১- প্রথমটি হলো সাপোর্ট লেভেল থেকে প্রত্যাখ্যাত একটি পিন বার; আপনি পিন বার ক্লোজ হওয়ার পর বায় অর্ডার দিতে পারেন, অথবা আপনি মার্কেটকে পিন বার রেঞ্জের ৫০% স্পর্শ করার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।
আপনার স্টপ লস সাপোর্ট লেভেলের উপরে রাখতে হবে, এবং প্রফিট টার্গেট রেসিস্টেন্স লেভেলের কাছে রাখতে হবে।
এই ট্রেডের রিস্ক-রিওয়ার্ড অনুপাত খুবই আকর্ষণীয়।

২- দ্বিতীয় ট্রেডিং সুযোগ ঘটে সাপোর্ট লেভেলের কাছে; আপনি পিন বার ক্লোজ হওয়ার পর বায় অর্ডার দেবেন, এবং স্টপ লস সাপোর্ট লেভেলের নিচে রাখবেন। আপনার প্রফিট টার্গেট হবে পরবর্তী রেসিস্টেন্স লেভেল।

৩- তৃতীয় সেটআপটি একটি স্পষ্ট বায়িং সুযোগ; যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেট সাপোর্ট লেভেল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং একটি পিন বার তৈরি করেছে যা আমাদের জানাচ্ছে যে এখনও বায়াররা সেখানে রয়েছে, এবং মার্কেট সম্ভবত সাপোর্ট লেভেল থেকে আবার উঠে আসবে।

মেজর কী সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স লেভেল থেকে ট্রেড করা রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে অর্থ উপার্জনের সবচেয়ে সহজ উপায়।

যদি কোনো সেটআপ এই এলাকাগুলো থেকে শক্তিশালীভাবে প্রত্যাখ্যাত না হয়, তাহলে কখনো ট্রেড করার চেষ্টা করবেন না।

দ্বিতীয় স্ট্রাটেজি হলো মেজর কী লেভেলের ব্রেকআউটের দিকেই ট্রেড করা বা ব্রেকআউট পয়েন্টে দাম রিট্রেস করার জন্য অপেক্ষা করা, তারপর লং বা শর্ট মার্কেটে প্রবেশ করা।

নিচের উদাহরণটি দেখুন:

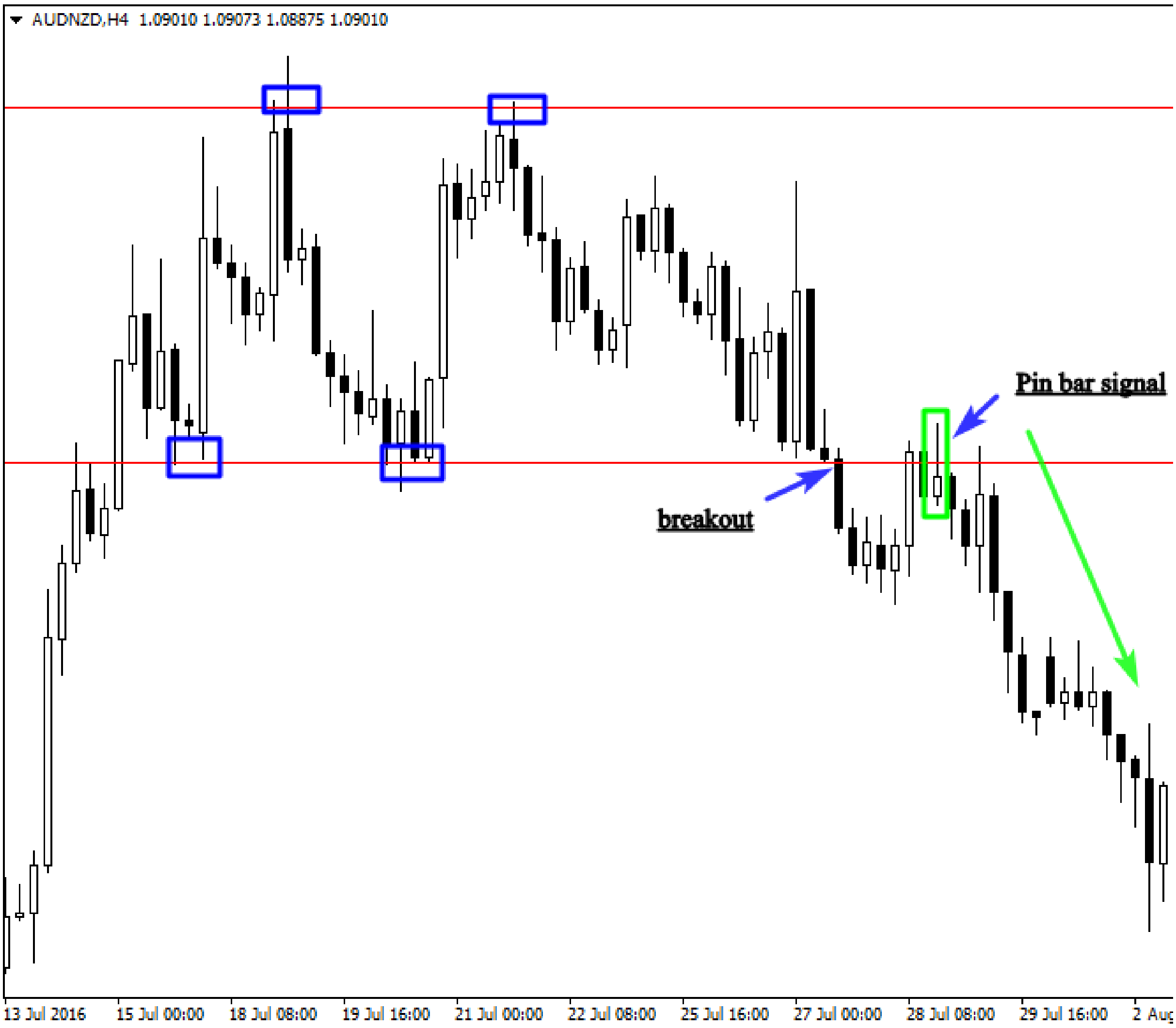

উপরের চিত্রে একটি রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেট দেখানো হয়েছে, যেখানে দাম সাপোর্ট লেভেল ব্রেকআউট করেছে এবং তারপর ব্রেকআউট পয়েন্টে ফিরে এসেছে। এখানে একটি স্পষ্ট পিন বার তৈরি হয়েছে যা মার্কেট শর্ট করার জন্য একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় সিগন্যাল নির্দেশ করে।
এভাবেই পেশাদার ট্রেডাররা এই ধরনের রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালের ভিত্তিতে ট্রেড করে।

পিন বার সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার
আপনার এন্ট্রি নিশ্চিত করতে টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করলে ট্রেডের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমি বলছি না যে শুধু ইন্ডিকেটরের ওপর নির্ভর করে সিগন্যাল নিতে হবে, কারণ একা সেটি কখনোই ভালো ফল দেবে না। কিন্তু যদি আপনি প্রাইস অ্যাকশন স্ট্রাটেজির সাথে সঠিক ইন্ডিকেটরগুলো মিলিয়ে ব্যবহার করেন, তাহলে সিগন্যাল ফিল্টার করে বেস্ট সেটআপ বেছে নিতে পারবেন।

আমার ব্যবহৃত অন্যতম সেরা ইন্ডিকেটর হলো বোলিঞ্জার ব্যান্ডস (Bollinger Bands)।
এই টেকনিক্যাল টুলটি জন বোলিঞ্জার তৈরি করেছিলেন মার্কেটের ভলাটিলিটি পরিমাপ করার জন্য।

আমাদের স্ট্রাটেজি খুবই সহজ:
আমরা হরাইজন্টাল সাপোর্ট ও রেসিস্টেন্সের সাথে বোলিঞ্জার ব্যান্ডসের উপর ও নিচের ফাল্স ব্রেকআউটগুলো মিলিয়ে দেখি।
যদি দাম মেজর কী লেভেল এবং ব্যান্ডস থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে দাম এই লেভেল থেকে আবার উল্টে যাবে।

নিচে এর একটি উদাহরণ দেখুন:

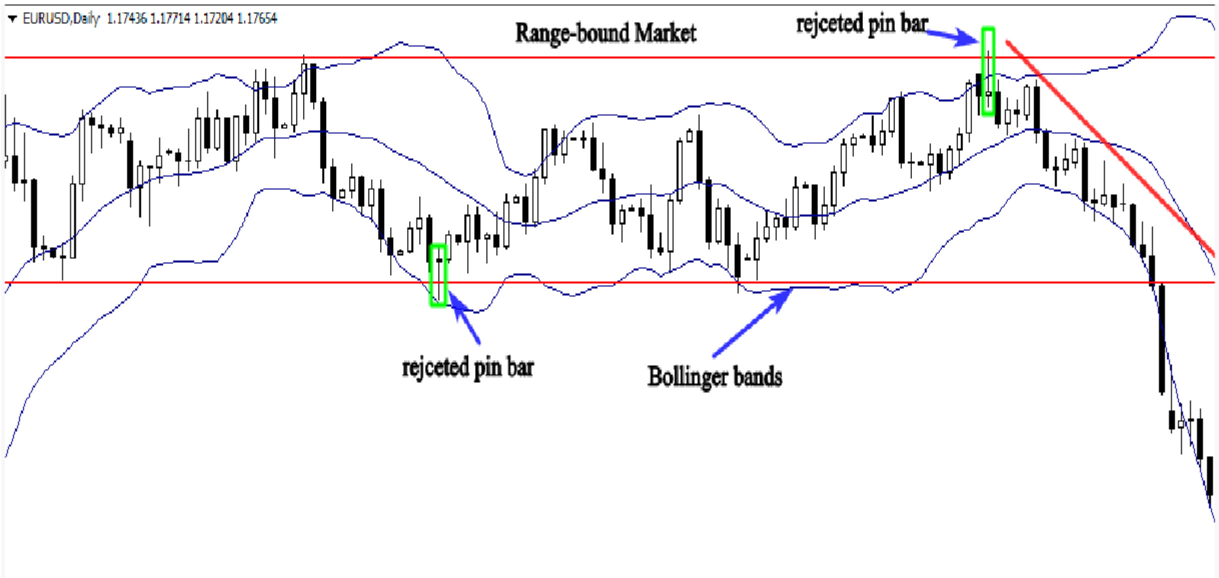

যদি আপনি উপরের চার্টটি দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন কিভাবে বোলিঞ্জার ব্যান্ডস ডাইনামিক সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স হিসেবে কাজ করে। যখন মার্কেট উপরের বা নিচের ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন দাম শক্তিশালীভাবে উল্টে যায়।
সুতরাং, যদি আপনি দেখেন যে কোনো পিন বার হরাইজন্টাল কী লেভেল এবং বোলিঞ্জার ব্যান্ড থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাহলে এটা স্পষ্ট একটি কনফার্মেশন হয়ে দাঁড়ায় যে মার্কেট কিনতে বা বিক্রি করতে হবে।

এই কনফার্মেশন স্ট্রাটেজি খুবই সহজ এবং এটি আপনাকে সাহায্য করবে সিদ্ধান্ত নিতে যে ট্রেড নিতে হবে কিনা, কারণ ট্রেডিং আসলে আবেগের খেলা, এবং অনেক সময় আপনি রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে একটি সুন্দর পিন বার সিগন্যাল দেখতে পাবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হবে।

এই পরিস্থিতিতে আপনাকে যা করতে হবে তা খুবই সহজ—আপনার চার্টে বোলিঞ্জার ব্যান্ডস যোগ করুন, আর যদি দেখেন সিগন্যালটি হরাইজন্টাল লেভেল এবং ব্যান্ড থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাহলে বেশি ভাববেন না।
শুধু আপনার ট্রেড এক্সিকিউট করুন, স্টপ লস ও প্রফিট টার্গেট ঠিকঠাক রাখুন, এরপর মার্কেটকে কাজ করতে দিন।

নিচে আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

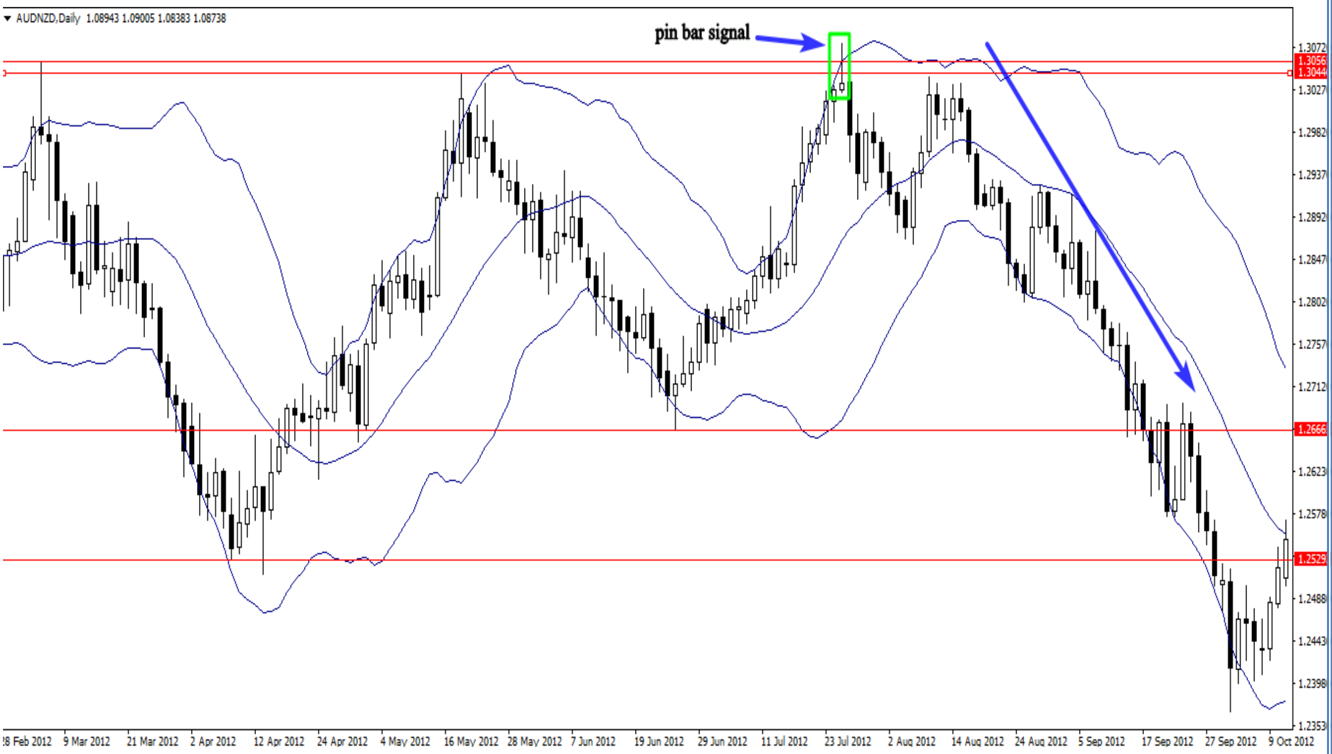

উপরের ডেইলি চার্টটি আমাদের দেখায় কিভাবে এই ইন্ডিকেটর আমাদের ট্রেডগুলো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এক্সিকিউট করতে সাহায্য করতে পারে; পিন বার দ্বারা তৈরি রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ফোলস ব্রেকআউট ছিল মার্কেট শর্ট করার জন্য একটি শক্তিশালী সিগন্যাল। ট্রেডটি উপরের ব্যান্ডের ফোলস ব্রেকআউট দ্বারা আরও নিশ্চিত হয়েছিল।

মনে রাখবেন, এই টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরটি শুধুমাত্র রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে কনফার্মেশন টুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এটিকে সিগন্যাল জেনারেটর হিসেবে ব্যবহার করবেন না। এটি সর্বদা হরাইজন্টাল কী লেভেলের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করুন, তখন দেখবেন এই স্ট্রাটেজি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

শেষ কথা হিসেবে, আমি আপনাকে পরামর্শ দিবো যতটা সম্ভব এই স্ট্রাটেজিগুলো প্র্যাকটিস করুন, তারপরই আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং ফান্ড করুন।

The engulfing bar candlestick pattern

এনগালফিং বার প্যাটার্ন হল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং লাভজনক প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলোর একটি। এটি সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করবেন একটি এন্ট্রি সিগন্যাল হিসেবে, তা জানলে আপনার ট্রেডিং থেকে লাভের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই সেকশনে আপনি শিখবেন কিভাবে এনগালফিং বার প্যাটার্নকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে হয়। আপনি যদি একজন নতুন ট্রেডার হন কিংবা অভিজ্ঞ, এবং আপনার ট্রেডিং স্ট্রাটেজির কার্যকারিতা বাড়াতে চান, তাহলে আপনি সঠিক স্থানে এসেছেন।

What is an engulfing bar pattern?

এই রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নটি দুইটি বিপরীত রঙের বডি নিয়ে গঠিত, যেখানে দ্বিতীয় বডিটি প্রথমটিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত বা ঢেকে দেয়।

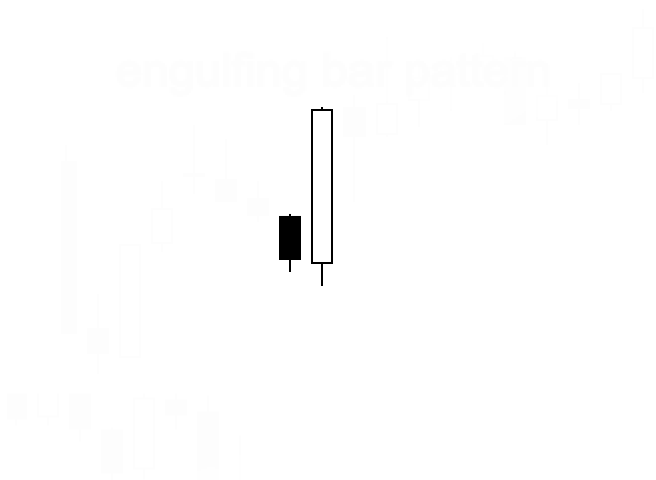

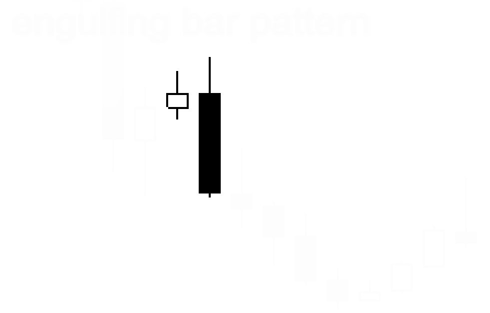

একটি বুলিশ এনগালফিং প্যাটার্ন একটি ডাউনট্রেন্ডের শেষে গড়ে ওঠে, যা স্পষ্ট সংকেত দেয় যে কেনাকাটার চাপ বিক্রির চাপে বেশী হয়েছে।

অর্থাৎ, এখন ক্রেতারা মার্কেটে সক্রিয় হয়েছে।

একটি বেয়ারিশ এনগালফিং প্যাটার্ন একটি আপট্রেন্ডের শেষে ঘটে, এটি একটি শীর্ষ ট্রেন্ড রিভার্সাল সূচক হিসেবে কাজ করে। এটি দেখায় যে বুলরা (ক্রেতারা) আর মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে নেই, এবং মূল্য প্রবণতা সম্ভবত পরিবর্তিত হবে।

নিচে উদাহরণগুলো দেখুন:

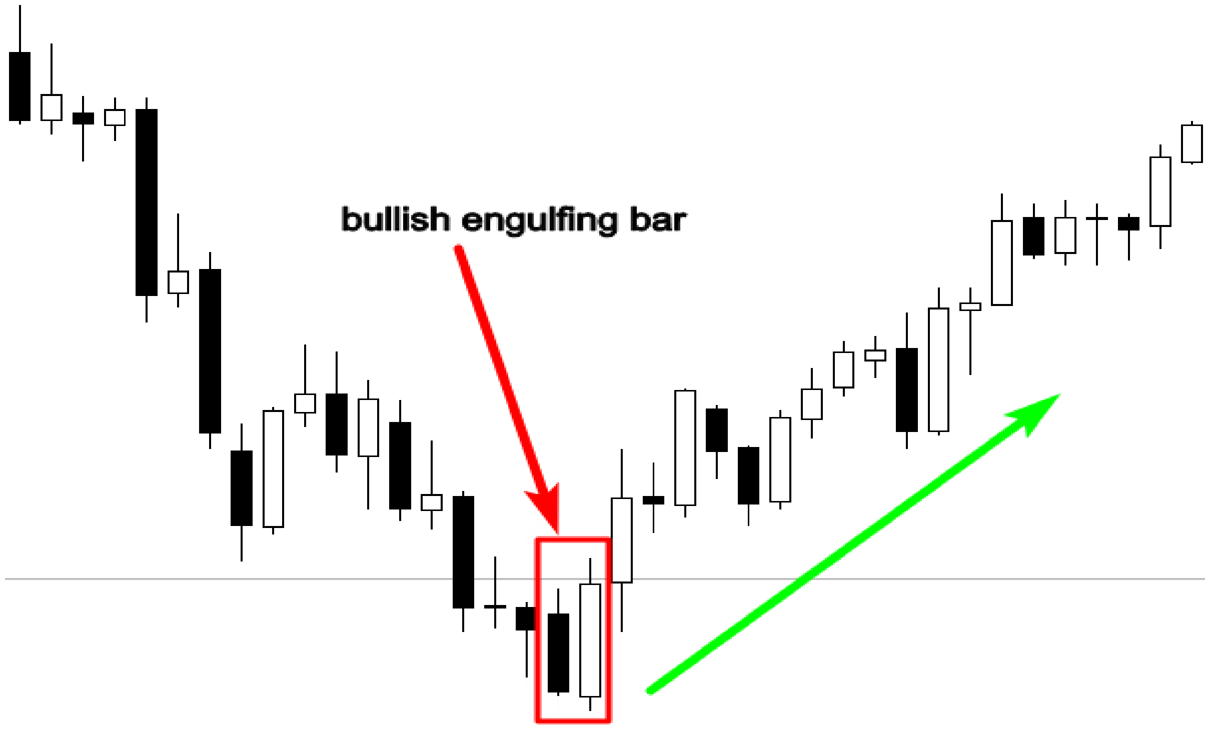

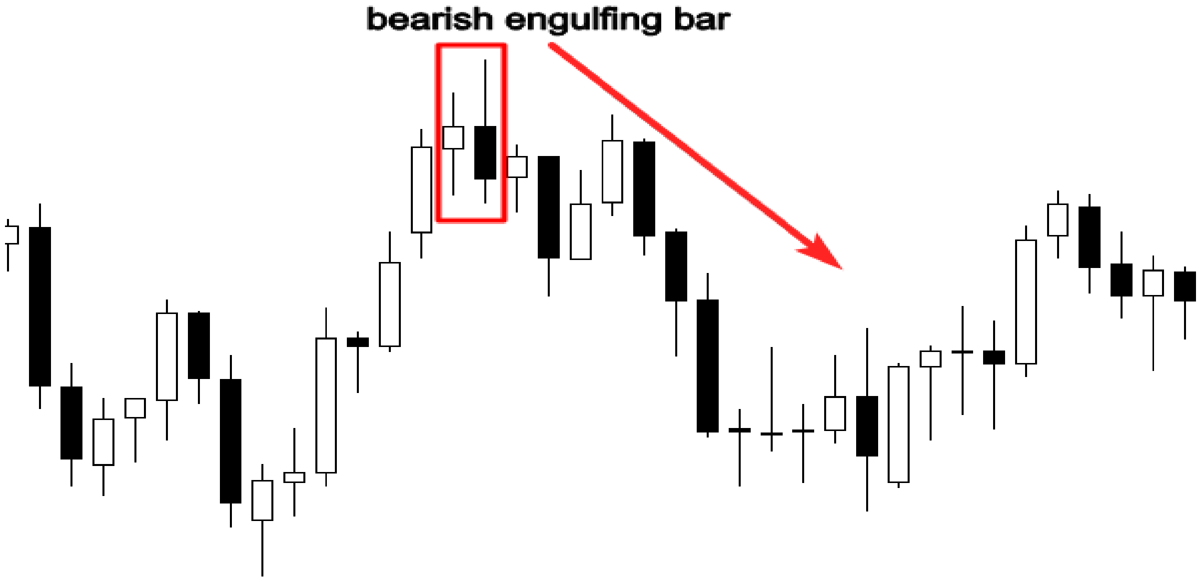

স্টিভ নিশন, আধুনিক ক্যান্ডলস্টিক চার্টিং-এর পিতা, বলছেন যে একটি ক্যান্ডেলকে রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচনা করার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হবে:

১- মার্কেট স্পষ্টভাবে একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডে থাকতে হবে।

২- এনগালফিং ক্যান্ডেলটি দুইটি ক্যান্ডলস্টিক নিয়ে গঠিত হবে, যেখানে প্রথম ক্যান্ডেলের রিয়েল বডি সম্পূর্ণরূপে দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের মধ্যে ঢেকে থাকবে।

৩- দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের রিয়েল বডিটি প্রথমটির বিপরীত রঙের (অর্থাৎ, যদি প্রথমটি বুলিশ হয়, দ্বিতীয়টি হবে বেয়ারিশ, বা উল্টো)।

How to trade the engulfing bar price action signals?

এই চার্ট ক্যান্ডলস্টিক প্যাটার্ন দিয়ে লাভজনক ট্রেড করতে হলে আপনাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মেনে চলতে হবে:

১- ট্রেন্ড (দিক):

যে কোনও চার্ট দেখলে আপনি লক্ষ্য করবেন, এমন সময় থাকে যখন মার্কেট স্পষ্টভাবে একটি নির্দিষ্ট দিক দিয়ে যাচ্ছে, আর এমন সময় থাকে যখন এটি সাইডওয়েজ (পার্শ্বগামী) মুভ করছে। সত্যি বলতে, এনগালফিং বার প্যাটার্নকে ট্রেন্ডের সাথে ট্রেড করাই সবচেয়ে সহজ উপায় মার্কেট থেকে লাভ করার।

আপনাকে অত্যধিক টেকনিক্যাল বিশ্লেষণে দক্ষ হতে হবে না ট্রেন্ড আছে কিনা বুঝতে।

এটি খুবই সহজ:

- যদি মার্কেট ক্রমাগত উচ্চতম উচ্চ এবং নিম্নতম লো তৈরি করে, তাহলে সেটি একটি আপট্রেন্ড।
- আর যদি মার্কেট ক্রমাগত নিম্নতম উচ্চ এবং নিম্নতম লো তৈরি করে, তাহলে সেটি একটি ডাউনট্রেন্ড।

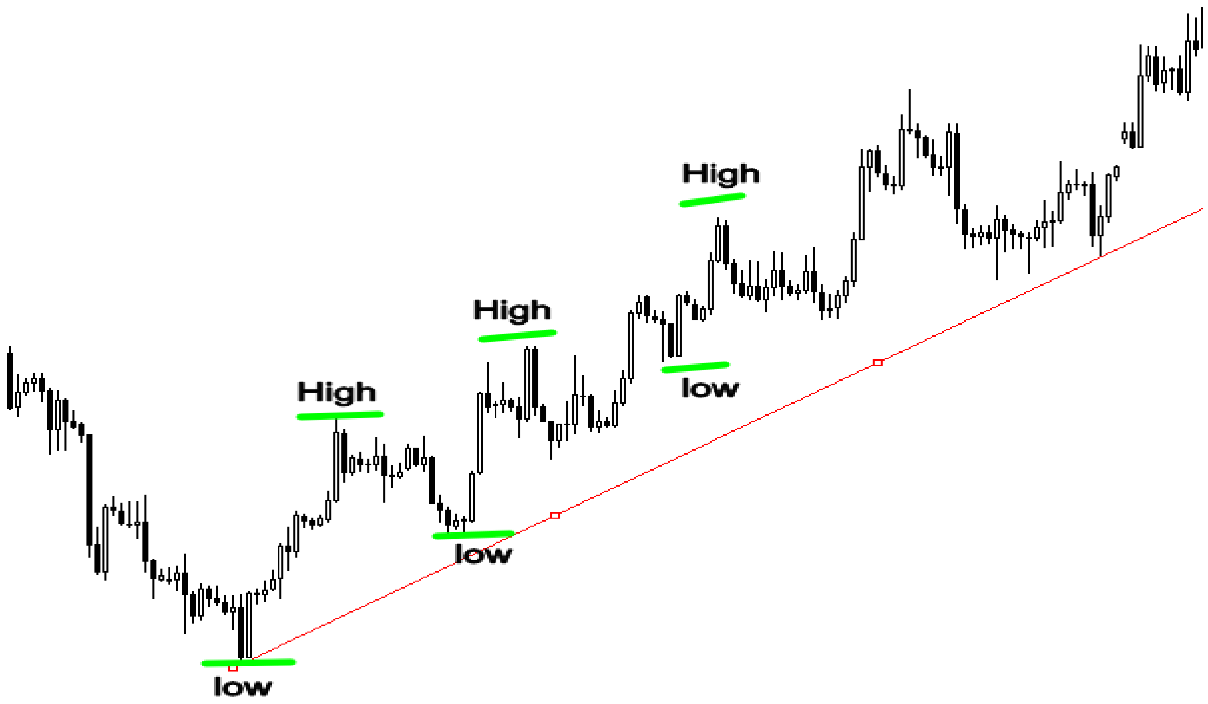

উপরের চিত্রে একটি স্পষ্ট আপট্রেন্ড দেখানো হয়েছে, মার্কেট ট্রেন্ডিং আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে আপনার কোনো ইন্ডিকেটর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, কেবল আপনার চার্ট দেখুন এবং উচ্চতম উচ্চ (higher highs) এবং নিম্নতম লো (higher lows) এর ধারণাটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন, আর বিপরীতটাও প্রযোজ্য।

আপনি যখন আপনার চার্ট বিশ্লেষণ করবেন, মনে রাখবেন যে মার্কেট সাধারণত ট্রেন্ডের মধ্যে চলে, আর ট্রেন্ড অনুসরণ করেই ট্রেড করা আপনার টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ট্রেন্ডের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। কখনই ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করার বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন না, নাহলে আপনি তার মূল্য মুকুব করতে হবে।

কোনও মার্কেট পরিস্থিতিতেই, আপনার ট্রেডিং সিস্টেম যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আপনি টাকা উপার্জন করতে পারবেন না যদি না আপনি ধৈর্যশীল হন এবং মার্কেটকে বুঝতে দেন কোন দিকে যেতে চায়। সফল ট্রেডাররা বলেন, "ট্রেন্ডই আপনার বন্ধু।" আর যদি আপনি এনগালফিং বার প্যাটার্নে পারদর্শী হতে চান, তাহলে আপনার প্রথম নিয়ম হলো মার্কেটের দিক অনুসরণ করা, অর্থাৎ ট্রেন্ডই আপনার সেরা বন্ধু।

১- লেভেল (স্তর):

যখন আপনি স্পষ্টত একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড শনাক্ত করবেন, পরবর্তী ধাপ হলো মার্কেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো চিহ্নিত করা, যেমন সবচেয়ে শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স।

যদি দাম কোনো সাপোর্ট লেভেল টেস্ট করে এবং সেখানে থেমে যায়, তাহলে এটা বোঝায় যে সেখানে ক্রেতারা আছেন। এই এলাকা মার্কেটের সব অংশগ্রহণকারীর নজরে থাকে, কারণ এটি একটি ভাল কেনার সুযোগ প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যদিকে, যদি দাম কোনো রেজিস্ট্যান্স লেভেল টেস্ট করে এবং থেমে যায় একটি আপট্রেন্ডে, তাহলে এটা স্পষ্ট সংকেত যে বিক্রির শক্তি মার্কেটে কাজ করছে।

নিচের উদাহরণটি দেখায় কিভাবে মার্কেট অংশগ্রহণকারীরা সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স স্তরের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায়:

এই স্তরগুলো বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, যেমন: ট্রেন্ড লাইন, চ্যানেল, ফ্ল্যাগ, ত্রিভুজ (ট্রায়াঙ্গেল) ইত্যাদি। আপনার চার্টে এগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করার দক্ষতা থাকলে মার্কেটে আরও ভালো প্রাইস লেভেল খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

ট্রেন্ডিং মার্কেটে, যখন দাম কোনো রেজিস্ট্যান্স লেভেল ছাড়িয়ে যায়, তখন ঐ রেজিস্ট্যান্স লেভেলটি সাপোর্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

নিচের চিত্রটি দেখুন, যা বোঝাতে সাহায্য করবে কিভাবে বুলিশ বা বেয়ারিশ ট্রেন্ডে সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলের সাথে এনগালফিং বার প্যাটার্ন ব্যবহার করে ট্রেড করতে হয়:

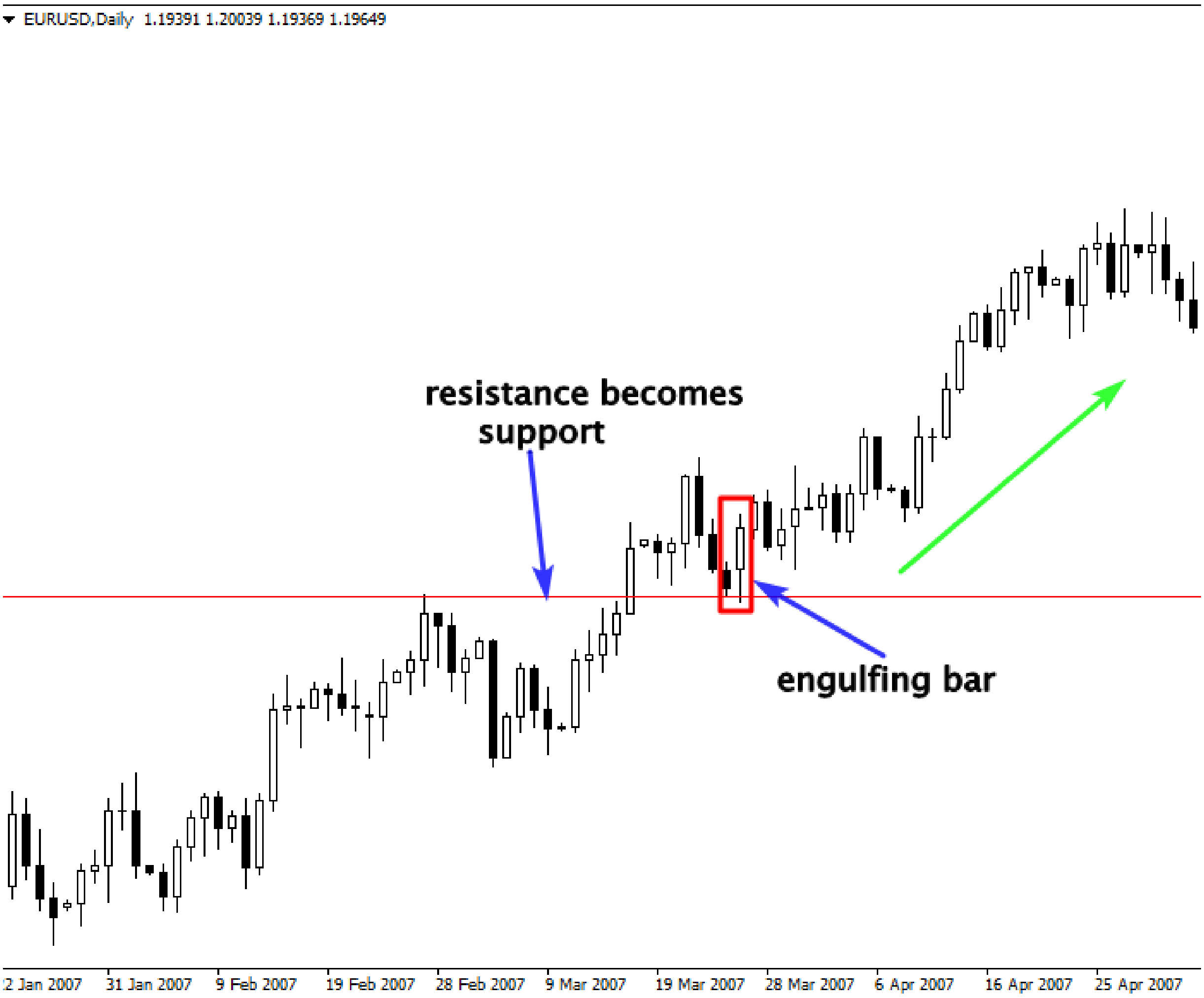

মার্কেটের সেরা লেভেল খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করে এমন আরও কিছু টেকনিক্যাল টুলস আছে, যেমন: সাপ্লাই এবং ডিমান্ড এরিয়া, মুভিং এভারেজ, এবং ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট রেশিও।

১- সিগন্যাল:

এখানে সিগন্যাল হলো এনগালফিং বার প্যাটার্ন; ইনসাইড বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ট্রেড করার নিয়মগুলোই এখানে প্রযোজ্য।

যখন আপনি একটি স্পষ্ট আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেভেলে এনগালফিং ক্যান্ডেলস্টিক চিনতে পারেন, তখন আপনার জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি বাড়ে।

নিচে আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

AUDNZD,H4 1.10520 1.11128 1.10453 1.11065
engulfing bar
resistance becomes support
26 Sep 2016
28 Sep 00:00
29 Sep 08:00
30 Sep 16:00
4 Oct 00:00
5 Oct 08:00
6 Oct 16:00
10 Oct 00:00
11 Oct 08:00
12 Oct 16:00
14 Oct

Trading the engulfing bar with moving averages

এনগালফিং বার প্যাটার্নের সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেডিং করলে খুবই লাভজনক স্ট্রাটেজি তৈরি হয়, তবে মুভিং এভারেজ সঠিকভাবে না জানা থাকলে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ট্রেডাররা মুভিং এভারেজ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন:

ট্রেন্ড ফলো করার টুল হিসেবে: মুভিং এভারেজ দেখে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন দাম ২০০ পিরিয়ডের সিম্পল মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন মার্কেট ক্রয়ের দিকে থাকে; আর দাম যখন তার নিচে যায়, তখন বিক্রির সংকেত পাওয়া যায়।

ওভারবট বা ওভারসোল্ড শনাক্ত করতে: মুভিং এভারেজের সাথে দাম কেমন ইন্টারঅ্যাক্ট করছে তা পর্যবেক্ষণ করে মার্কেটের অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয়ের অবস্থা বোঝা যায়। যেমন, আপট্রেন্ডে দাম যদি মুভিং এভারেজ থেকে অনেক দূরে চলে যায়, তাহলে এটা বুঝায় মার্কেট ওভারবট অবস্থায় রয়েছে।

ট্রেন্ড পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে: ক্রসওভার স্ট্রাটেজি ব্যবহার করে, যেখানে একটি মুভিং এভারেজ অন্যটির ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলে তা ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত দেয়।

যেকোনো ট্রেডিং সিস্টেমের মত, মুভিং এভারেজেরও কিছু অসুবিধা আছে; তাই আপনাকে সঠিক মার্কেট কন্ডিশনে এটি সফলভাবে ব্যবহার করতে জানতে হবে।

এই টেকনিক সব মার্কেটে কার্যকর নয়, বিশেষ করে রেঞ্জ-বাউন্ড বা চপ্পি মার্কেটে কখনোই ব্যবহার করবেন না, কারণ সেক্ষেত্রে অনেক ফলস সিগন্যাল পাওয়া যাবে এবং এতে আপনার অ্যাকাউন্ট বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।

আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, ট্রেন্ডিং মার্কেটে মুভিং এভারেজকে ডায়নামিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ব্যবহার করে, সাথে এনগালফিং বার প্যাটার্নের সিগন্যাল মিলিয়ে ট্রেড করা হলো লাভবান হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

কৌশলটি খুবই সহজ — আমরা দৈনিক (Daily) এবং ৪ ঘণ্টার (4-hour) টাইমফ্রেমে ২১ এবং ৮ সিম্পল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করব।

প্রথমে আমরা একটি স্পষ্ট বুলিশ বা বিয়ারিশ মার্কেট চিহ্নিত করব।

তারপর যখন দাম মুভিং এভারেজের দিকে ফিরে আসে (পুলব্যাক হয়) এবং সেখানে একটি এনগালফিং বার প্যাটার্ন তৈরি হয়, তখন আমরা মার্কেটে প্রবেশ করব (বুলিশ হলে কিনব, বিয়ারিশ হলে বিক্রি করব)।

এই স্ট্রাটেজি মূলত ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করতে সাহায্য করে, যেখানে মুভিং এভারেজ হচ্ছে ডায়নামিক সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল।

নিচের চিত্রটি দেখুনঃ

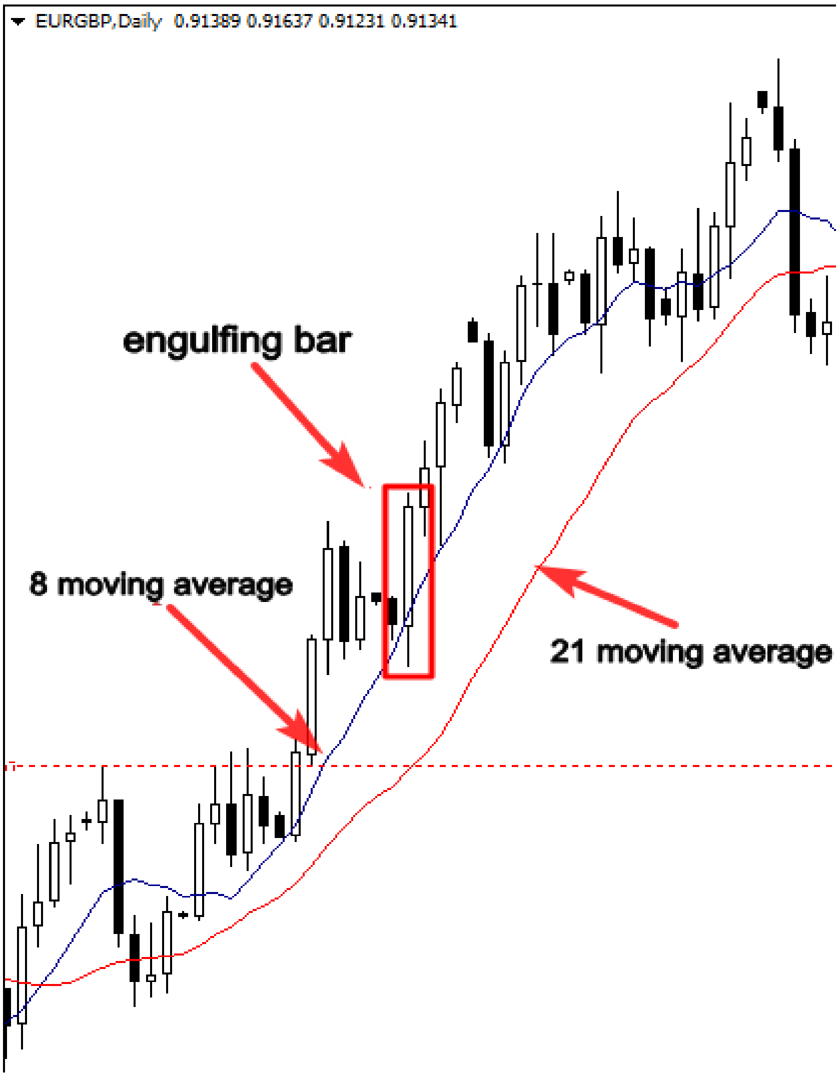

অন্যদিকে, যদি মুভিং অ্যাভারেজ নিচের দিকে ট্রেন্ড করে, তা বোঝায় যে মার্কেট ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে। তখন আমরা দাম যখন মুভিং অ্যাভারেজের কাছে রিট্রেস করে, তখন বিক্রি করি।

নিচের স্ক্রিনশটে দেখানো হয়েছে কিভাবে দাম মুভিং অ্যাভারেজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে কাজ করছে, এবং কিভাবে এনগালফিং বার প্যাটার্ন একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় সিগন্যাল হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

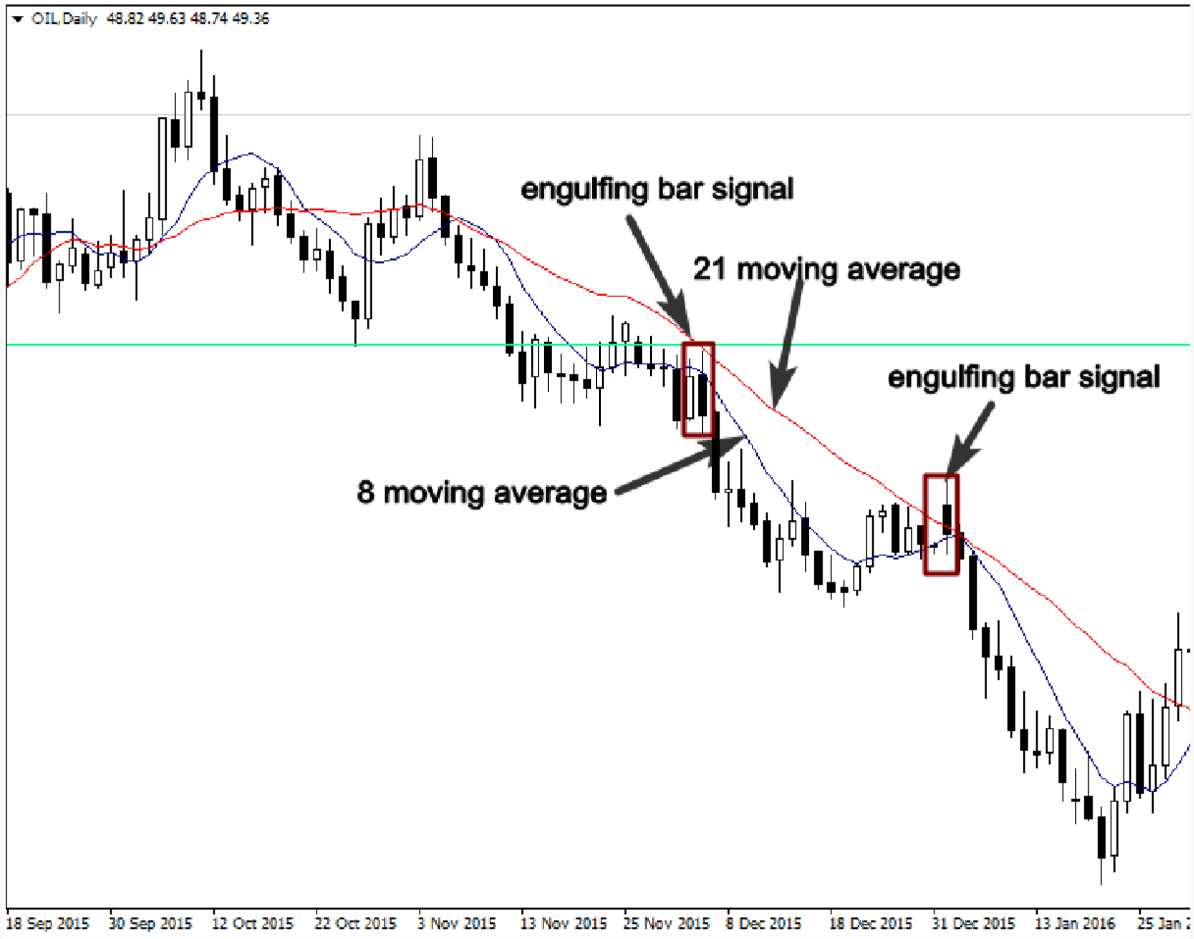
OIL,Daily 48.82 49.63 48.74 49.36
engulfing bar signal
21 moving average
engulfing bar signal
8 moving average
18 Sep 2015
30 Sep 2015
12 Oct 2015
22 Oct 2015
3 Nov 2015
13 Nov 2015
25 Nov 2015
8 Dec 2015
18 Dec 2015
31 Dec 2015
13 Jan 2016

How to trade the engulfing bar with Fibonacci retracement

ট্রেডাররা বিভিন্নভাবে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করেন, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল হলো ৫০% এবং ৬১% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট। জাপানি ক্যান্ডলস্টিকের সঙ্গে এই টুলটি কিভাবে ব্যবহার করবেন তা জানা অবশ্যই আপনার লাভের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে।

চার্ট টেকনিশিয়ানদের মতে, বড় বেশিরভাগ মুভ ৫০% বা ৬১% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের আশেপাশে রিট্রেস করে, এই জ্ঞান আপনাকে একটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে পরবর্তী বড় মুভ খুব সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেয়ার ক্ষমতা দেবে।

কৌশলটি খুবই সহজ, আপনি একটি স্পষ্ট আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড নির্ধারণ করবেন, তারপর ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট টুল ব্যবহার করে প্রধান সংশোধন লেভেল নির্ধারণ করবেন। যদি আপনি দেখেন যে একটি এনগালফিং বার প্যাটার্ন ৫০% বা ৬১% লেভেলের সাথে মিলে যাচ্ছে, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সিগন্যাল, যেমনটি নিচের চার্টে দেখা যাচ্ছে:

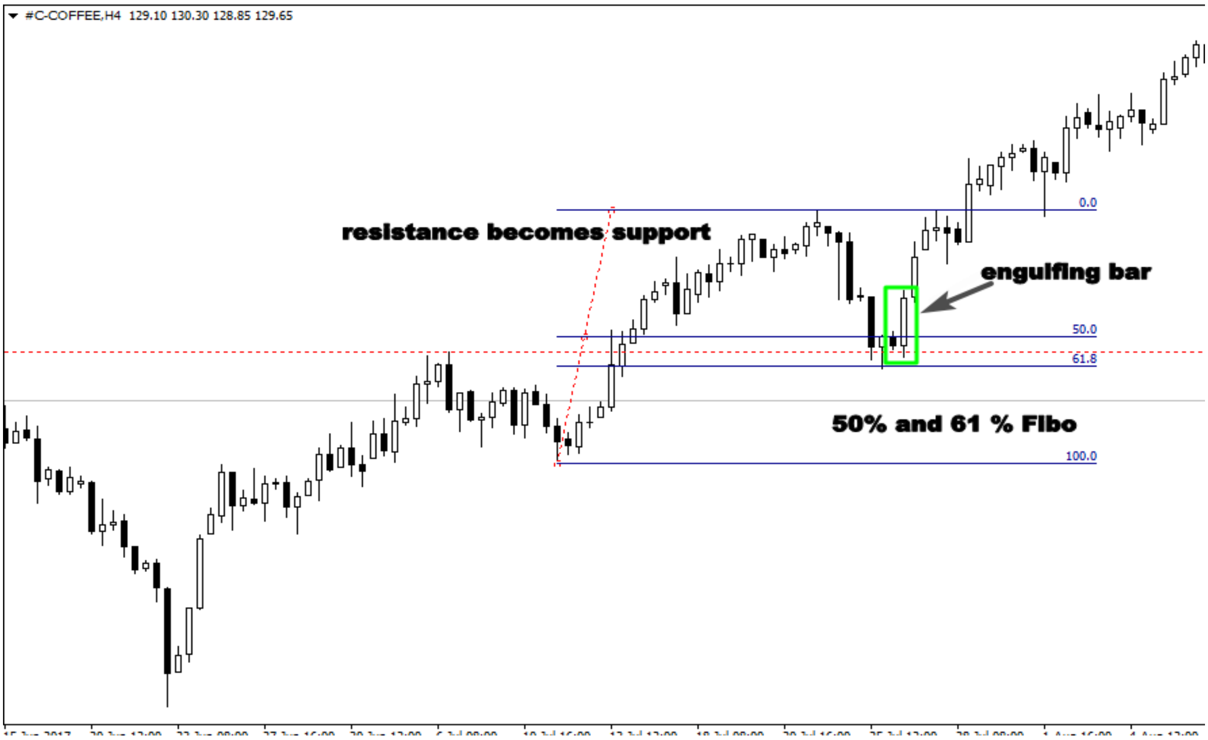

উপরের উদাহরণে, এনগালফিং বার প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালটি ৫০% এবং ৬১% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সঙ্গে মিলেছে, এবং সেই রেজিস্ট্যান্স লেভেল যা সাপোর্টে পরিণত হয়েছে, তা আরেকটি নিশ্চিতকরণ যা এই উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

এই ট্রেডিং কৌশলটি খুবই শক্তিশালী। নিচে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হলো যা ৫০% এবং ৬১% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের শক্তি স্পষ্টভাবে দেখায়:

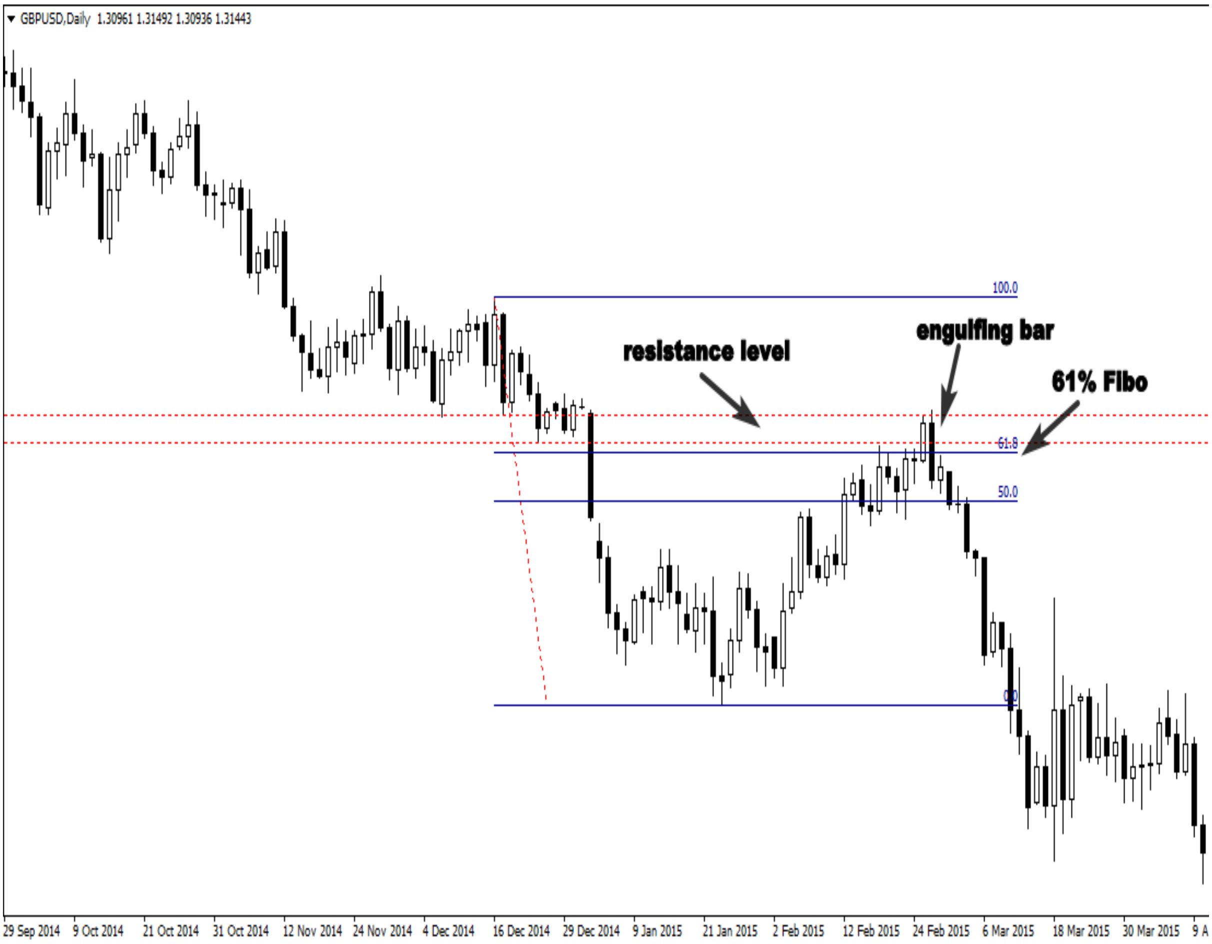

৫০% এবং ৬১% ফিবোনাচ্চি লেভেল থেকে মার্কেট ট্রেড করা মানে আপনি ভালো প্রাইস লেভেল থেকে ট্রেড করছেন। এর ফলে, আপনি নিজের পক্ষে যত বেশি সম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে ট্রেড করবেন, যা আপনাকে একজন সফল ট্রেডার হওয়ার পথকে সহজ করবে।

Trading the engulfing bar with trendlines

ট্রেন্ড লাইন ট্রেডারদেরকে মার্কেটের মনস্তত্ত্ব বোঝাতে সাহায্য করে, বিশেষ করে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে। এছাড়াও, এটি পেশাদার ট্রেডারদের বুঝতে সাহায্য করে মার্কেট পেসিমিস্টিক (নিরাশাবাদী) নাকি অপটিমিস্টিক (আশাবাদী)।

এই প্রযুক্তিগত ট্রেডিং টুল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় — কখনো সমান্তরালভাবে ট্রেন্ড লাইন ধরে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স হিসেবে, আবার কখনো উলম্বভাবে সময় ও প্রাইস নির্ধারণের জন্য ট্রেন্ড লাইন টানা হয়। ট্রেন্ড লাইন ব্যবহারে কোনো ভুল পথ নেই।

ট্রেন্ডিং মার্কেটে, আমরা সাধারণত ট্রেন্ড লাইন ব্যবহার করি মূল প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্য, যেখানে প্রাইসের সুইং হাই বা সুইং লো গুলোকে সংযুক্ত করা হয়; এই পদ্ধতি আমাদেরকে মার্কেটের মূল প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চ সম্ভাবনাময় এন্ট্রি সেটআপ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

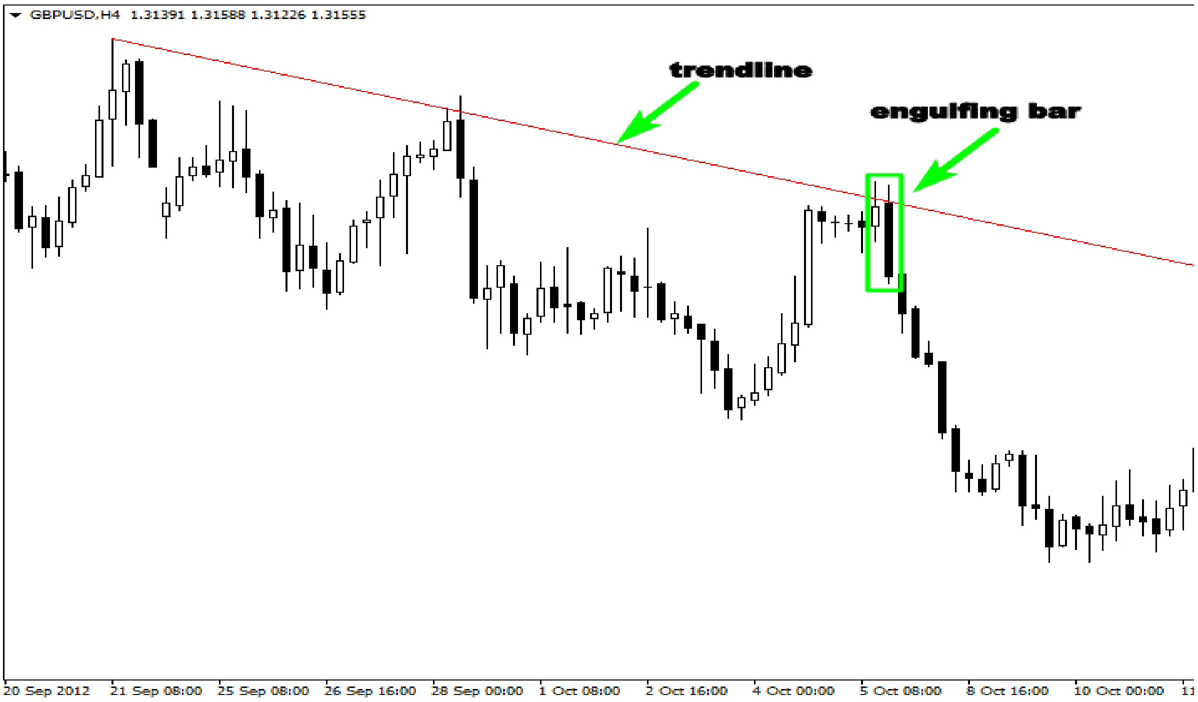

চূড়ান্ত উচ্চ বিন্দুগুলোকে (extreme highs) যুক্ত করে আমরা একটি ট্রেন্ড লাইন তৈরি করেছি, যা একটি রেজিস্ট্যান্স স্তর হিসেবে কাজ করেছে এবং সেখানে গঠিত এনগালফিং বার প্যাটার্ন একটি ভালো বিক্রির সুযোগ নির্দেশ করেছে।

যদি আপনি কেবল অনুভূমিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্যবহার করতেন, তাহলে এই লাভজনক ট্রেডটি আপনি মিস করতেন।

ট্রেন্ড লাইন আঁকা শেখা কখনোই খারাপ কিছু নয়, কারণ এটি আর্থিক মার্কেট বিশ্লেষণের সবচেয়ে সহজ একটি টুল—এবং এটি সব ধরণের মার্কেটে কাজ করে, হোক সেটা ফরেক্স, পণ্যের মার্কেট (commodities), ফিউচার্স অথবা অপশন মার্কেট।

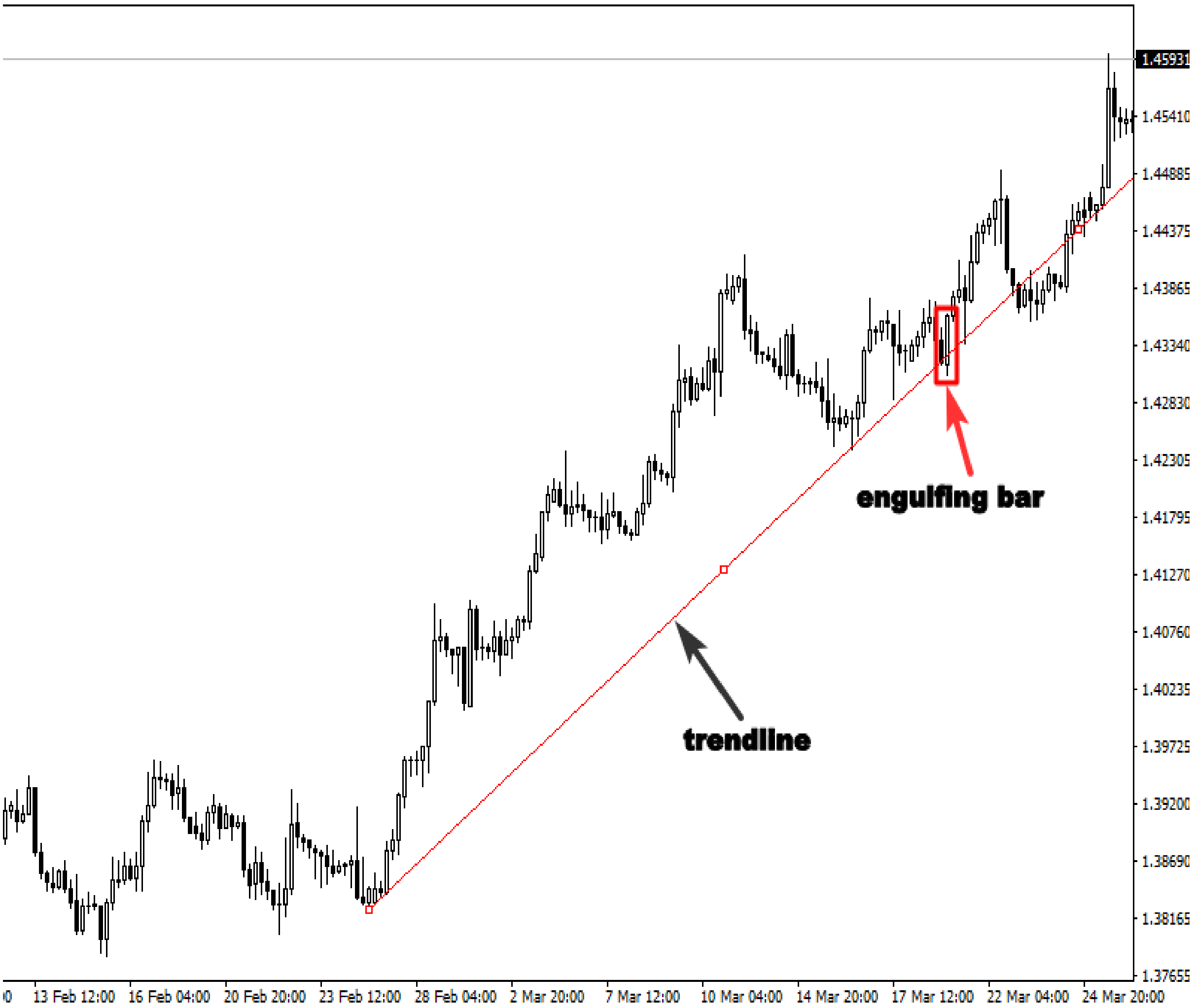

উপরের চার্টটি একটি বুলিশ (ঊর্ধ্বমুখী) প্রবণতা প্রদর্শন করছে, যেখানে ট্রেন্ড লাইনটি একটি সাপোর্ট স্তর হিসেবে কাজ করছে। সেখানে ঘটে যাওয়া প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালটি একটি চমৎকার ক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

How to trade the engulfing bar in sideways markets?

যেসব মার্কেট প্রেডিক্ট করা সবচেয়ে কঠিন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাইডওয়ে ও রেঞ্জিং মার্কেট। আমি সবসময় ট্রেডারদের পরামর্শ দিই যেন তারা ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেড করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সমস্যাটা হলো, বেশিরভাগ সময়—প্রায় ৭০%—মার্কেট রেঞ্জিং অবস্থায় থাকে।

যদি আপনি শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং মার্কেটের দিকেই মনোযোগ দেন, তাহলে আপনি অনেক লাভের সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেন। এ কারণেই রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেটে কিভাবে ট্রেড করতে হয় তা শেখা অত্যন্ত জরুরি, যদি আপনি আর্থিক মার্কেটে ট্রেড করে ভালো আয়ের পথ তৈরি করতে চান।

What is a range-bound market?

যখন মার্কেট ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় নতুন উচ্চতর উচ্চ (higher highs) এবং উচ্চতর নিম্ন (higher lows) তৈরি করা বন্ধ করে দেয়, অথবা নিম্নমুখী প্রবণতায় নতুন নিম্নতর উচ্চ (lower highs) এবং নিম্নতর নিম্ন (lower lows) তৈরি করা বন্ধ করে দেয়, তখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট উচ্চ এবং নিম্ন দামের সীমার মধ্যে চলাচল করতে শুরু করে।

এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে মার্কেট এখন আর ট্রেন্ডিং নয়, বরং রেঞ্জিং অবস্থায় রয়েছে।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

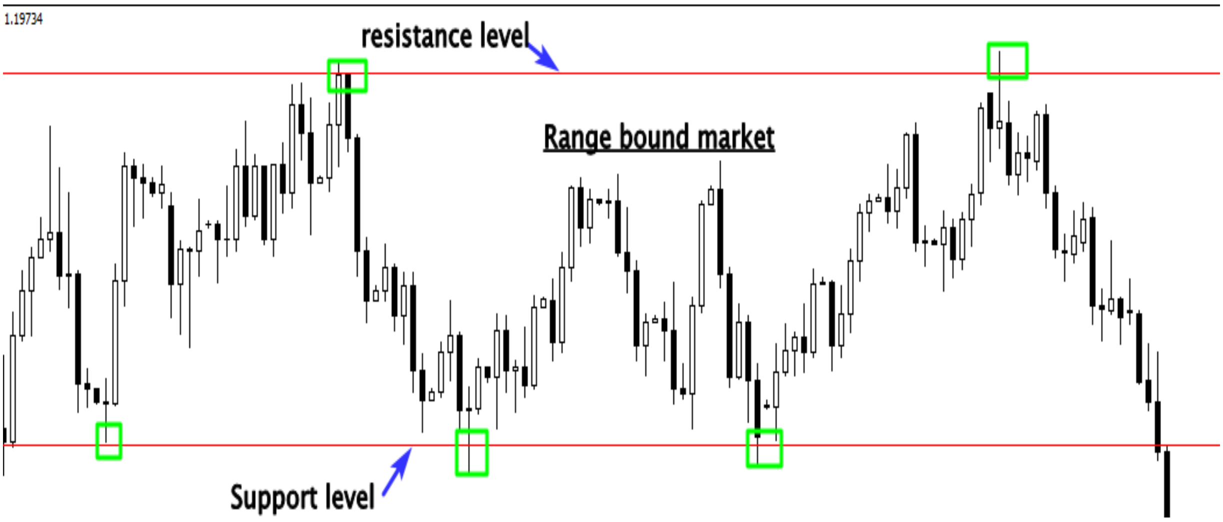

উপরের উদাহরণে আপনি যেমন দেখছেন, মার্কেটটি ট্রেন্ডহীন অবস্থায় রয়েছে। এটি অনুভূমিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে চলাফেরা করছে, এবং আপনি এখানে ট্রেন্ডিং মার্কেটে ব্যবহৃত একই কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন না—বিশেষ করে রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেটে এনগালফিং বার প্যাটার্ন ট্রেড করার ক্ষেত্রে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই—ধরুন আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। আপনি সবসময় একভাবেই তো গাড়ি চালান না। যদি শহরের ভেতরে ড্রাইভ করেন, তখন আপনি ধীরে চালানোর চেষ্টা করেন, কারণ আপনি জানেন দ্রুত চালালে নিজের বা অন্য কারও জীবনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
কিন্তু যখন আপনি হাইওয়েতে থাকেন, তখন আপনার ড্রাইভিং স্টাইল পুরোপুরি পাল্টে যায়, কারণ সেখানে আপনি নিরাপদে দ্রুত চালাতে পারেন। অর্থাৎ, আপনি পরিস্থিতি বুঝে আপনার ড্রাইভিং স্টাইল মানিয়ে নেন।

ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই করতে হবে—বিশেষ করে এনগালফিং বার প্যাটার্ন ব্যবহার করার সময়। আমরা আগে যেসব প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলোর সবগুলো রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেটে কার্যকর নাও হতে পারে। তাই আপনাকে সঠিক মার্কেট কন্ডিশনের জন্য সঠিক কৌশল বেছে নিতে হবে।

ট্রেন্ডহীন মার্কেটে কীভাবে সঠিকভাবে ট্রেড করতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করার আগে আপনাকে একটা বিষয় বুঝতে হবে—সব রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেট ট্রেড করার মতো উপযুক্ত নয়। যদি আপনি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টকে রক্ষা করতে চান, তাহলে বেছে নিতে হবে কোন রেঞ্জিং মার্কেট ট্রেড করবেন। কারণ সব সাইডওয়ে মার্কেটই উপযুক্ত নয়—আপনাকে জানতে হবে কোনটা সাধারণ রেঞ্জিং মার্কেট আর কোনটা চপি (অস্থির ও বিশৃঙ্খল) মার্কেট।

নিচের চিত্রটি দেখুন চপি মার্কেট সম্পর্কে:

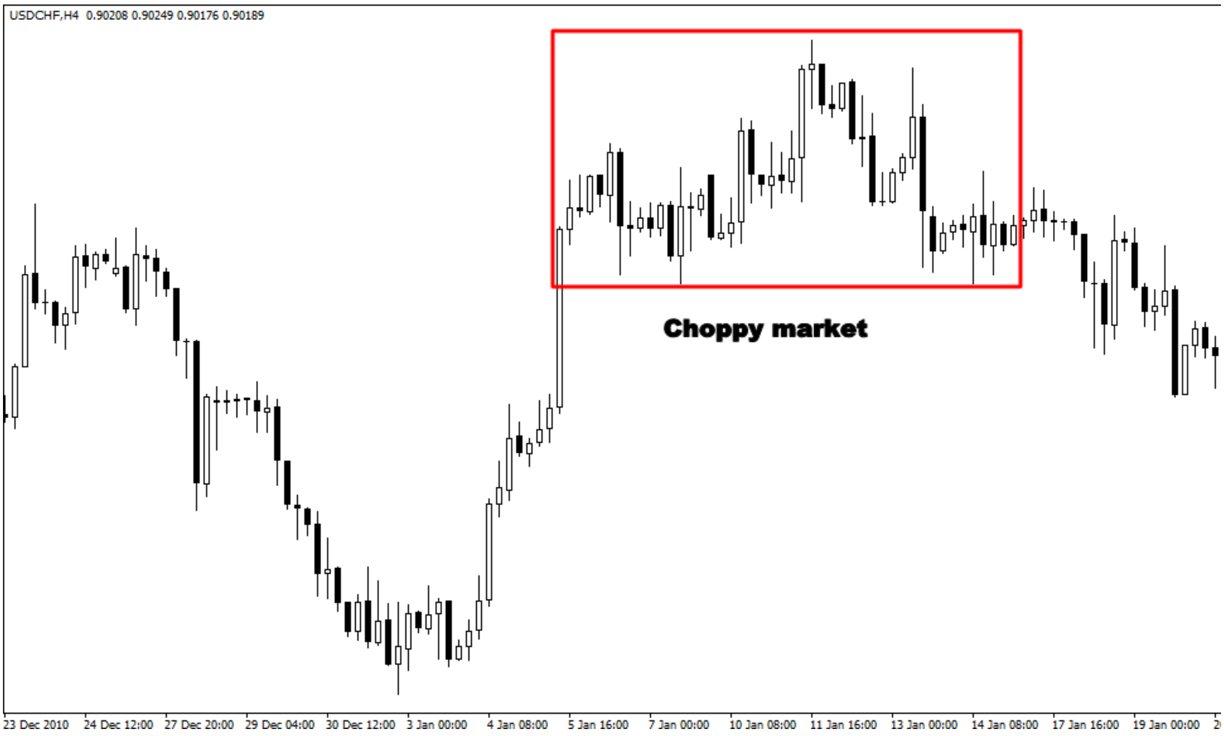

উপরে যেমনটি চিত্রে দেখানো হয়েছে, মার্কেট একটি বিশৃঙ্খলভাবে (crazy way) চলছে, যেখানে কোনো সুস্পষ্ট সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তর চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এমন ধরণের মার্কেট থেকে আপনাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে—না হলে আপনি নিশ্চিতভাবেই আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ক্ষতি করবেন।

রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেটে এনগালফিং বার ক্যান্ডেল ট্রেড করা খুবই সহজ, তবে এর জন্য আপনাকে সঠিক কৌশল ব্যবহার করতে হবে। প্রথম কৌশলটি হলো—এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর থেকে ট্রেড করা, যেমনটি আমরা নিচের চিত্রে দেখতে পাচ্ছি:

দ্বিতীয় কৌশলটি হলো রেঞ্জের ব্রেকআউটের সময় ট্রেড করা, অথবা ব্রেকআউটের পর প্রাইস যখন আবার ফিরে আসে (পুলব্যাক করে), তখন অপেক্ষা করে ট্রেডে প্রবেশ করা।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

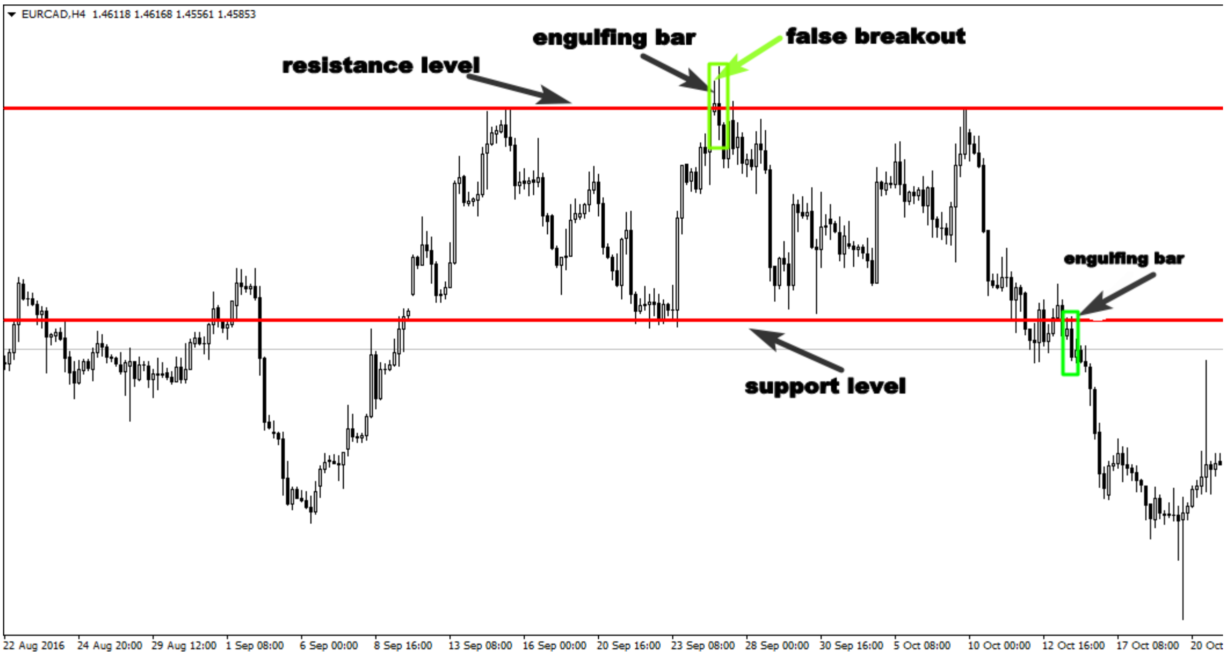

তৃতীয় কৌশলটি হলো গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তরের ফলস ব্রেকআউট (মিথ্যা ব্রেকআউট) ট্রেড করা।

ফলস ব্রেকআউট হল সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজিগুলোর একটি। এটি সব ধরণের মার্কেটে ঘটে থাকে, এবং যদি আপনি এটিকে এনগালফিং বার প্যাটার্ন এর সঙ্গে মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তরে ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আপনি মার্কেটে লাভ করবেন। কারণ এতে আপনি বুদ্ধিমত্তার সাথে নিচের দামে কেনাকাটা করতে পারবেন এবং উপরের দামে বিক্রি করতে পারবেন।

নিচের চিত্রটি দেখুনঃ

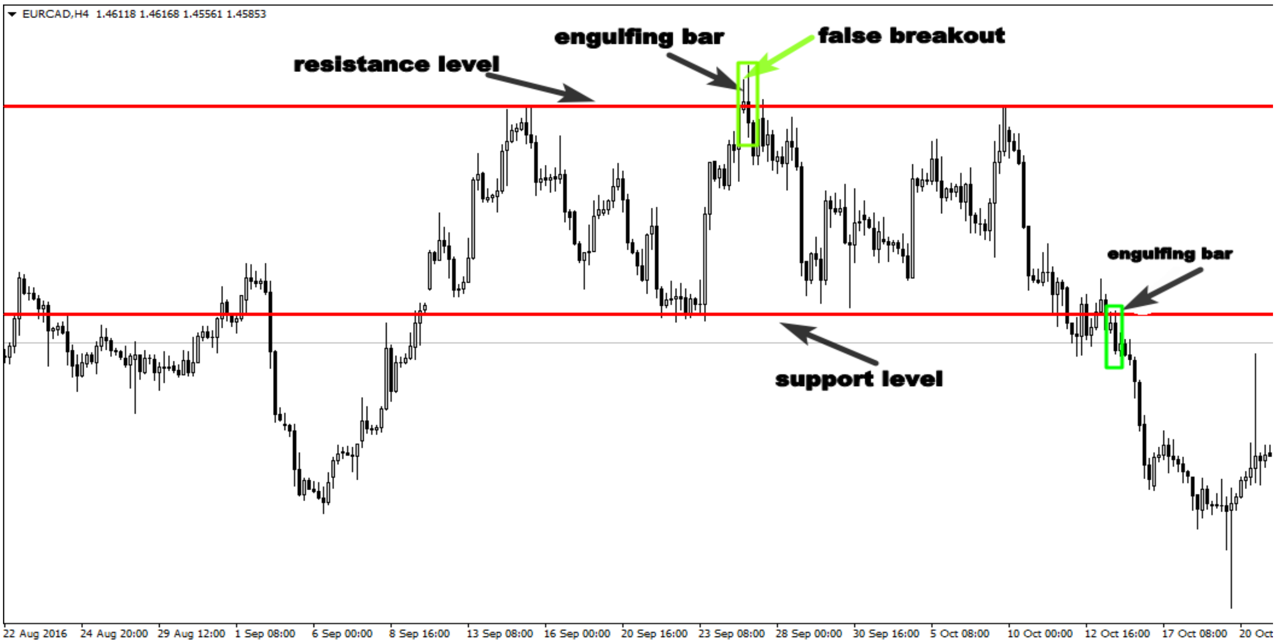

Trading the engulfing bar with supply and demand zones?

সরবরাহ (Supply) এবং চাহিদা (Demand) এলাকা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের চেয়ে আরও শক্তিশালী। এটি সেই জায়গা যেখানে ব্যাংক ও বড় প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় করে। আপনি যদি এই টার্নিং পয়েন্টগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে তা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আনবে।

এনগালফিং বার প্যাটার্ন সফলভাবে ট্রেড করতে হলে আপনাকে চার্টে ভালো মানের সরবরাহ ও চাহিদার স্তরগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হতে হবে। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, মানসম্পন্ন সরবরাহ ও চাহিদা এলাকার তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য আছে:

১. The strength of the move:

প্রাইস যখন সেই জোনের বাইরে যায়, তার গতিবিধির দিকে বেশি মনোযোগ দিন। যদি মার্কেট দ্রুত ওই অঞ্চল থেকে সরে যায়, তাহলে এটা ইঙ্গিত দেয় যে সেখানে ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় রয়েছে।

২. Good profit zone:

আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে সেই লেভেলটি একটি ভাল রিস্ক/রিওয়ার্ড প্রদান করে।

৩. Bigger time frames:

ডেইলি ও ৪-ঘণ্টার সরবরাহ ও চাহিদা অঞ্চলগুলো মার্কেটের সবচেয়ে শক্তিশালী অঞ্চল।

নিচের চার্টে একটি মানসম্পন্ন সরবরাহ এলাকা দেখানো হয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন মুভটি খুব শক্তিশালী ছিল, যা নির্দেশ করে যে সেখানে ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল।
এনগালফিং বার প্যাটার্নের গঠন একটি স্পষ্ট সংকেত ছিল যে বেয়াররা (বিক্রেতারা) এখনও একই মূল্য স্তর থেকে বিক্রয় করতে আগ্রহী।

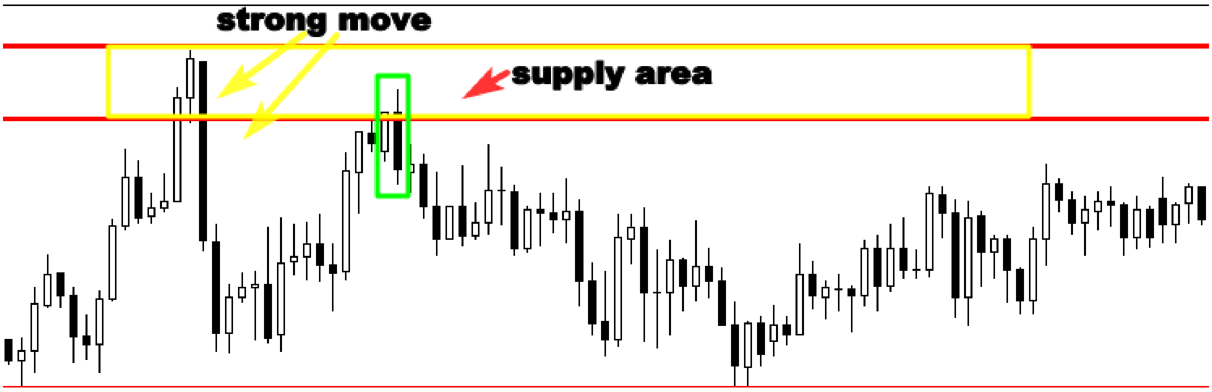

এগুলোর আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

আমার মনে হয় এই জোনগুলো চিহ্নিত করা জটিল নয়, কারণ এগুলো শক্তিশালী মুভ দ্বারা চিহ্নিত হয়। সরবরাহ ও চাহিদা এলাকার গোপন রহস্য হলো বড় খেলোয়াড়রা তাদের অপেক্ষমাণ (pending) অর্ডারগুলো এই জায়গাগুলোতে রাখে। যখন মার্কেট এই জোনগুলোর কাছে আসে, তখন আমরা এই লেভেল থেকে একটি বিশৃঙ্খল এবং প্রবল মুভ দেখছি।

আপনি যদি সরবরাহ ও চাহিদা এলাকার ট্রেডিংকে এনগালফিং বার প্রাইস অ্যাকশন সিগনালের সঙ্গে মিলিয়ে ট্রেড করতে পারেন, তাহলে আপনার ট্রেডার হিসেবে লাভ করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।

Money management trading rules

এখন পর্যন্ত আপনি শিখেছেন কীভাবে মার্কেটে উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপ চিহ্নিত করতে হয়; তবে এর অর্থ এই নয় যে সব এনগালফিং বার প্যাটার্ন ট্রেড করার মতো উপযুক্ত।
কম ঝুঁকি/ফলাফল (risk/reward) অনুপাতে প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালগুলোকে এড়িয়ে চলা উচিত।
যখন উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপের শর্তগুলো পূরণ হয়, তখন আর অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই—শুধু নিশ্চিত করুন আপনার ট্রেডে অন্তত ২:১ ঝুঁকি-ফলাফল অনুপাত আছে।

অর্থাৎ, আপনি যেই পরিমাণ টাকা জিতবেন তা আপনার ঝুঁকির দ্বিগুণ বা তার বেশি হওয়া উচিত।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

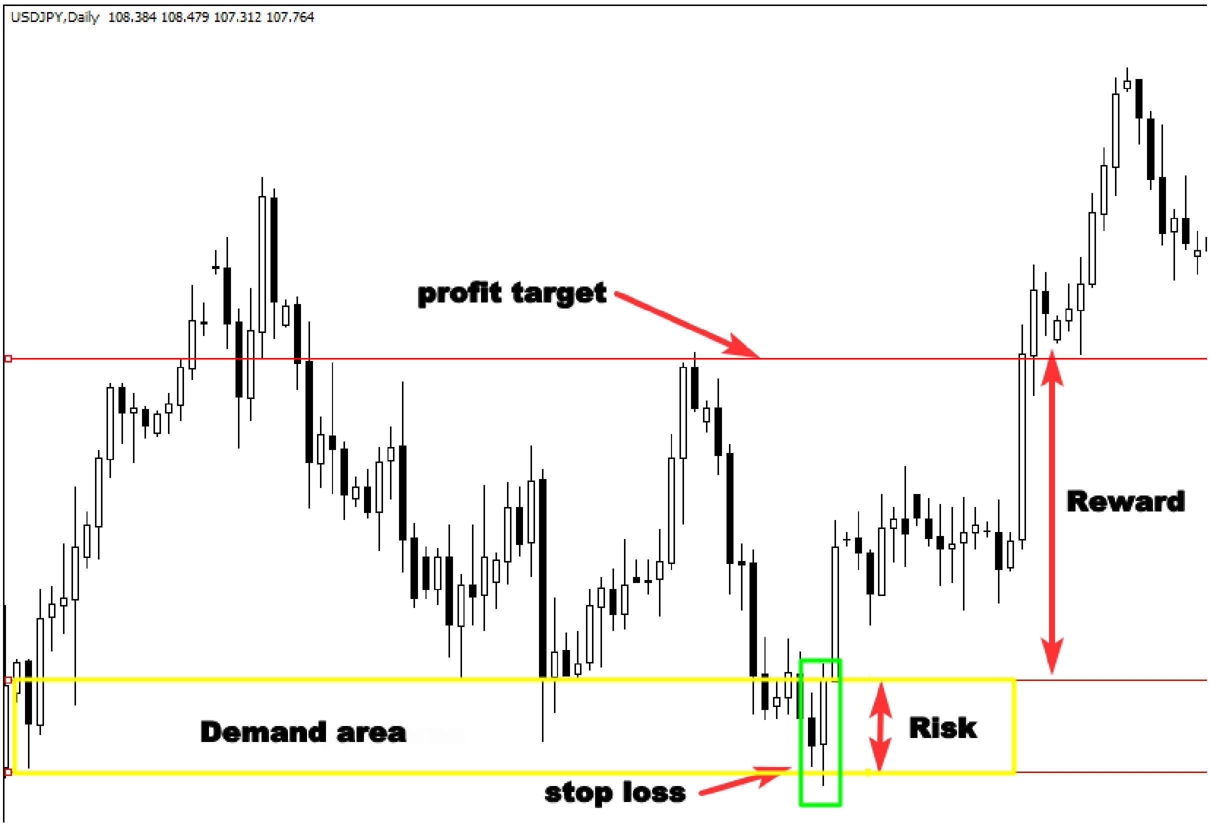

আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সব শর্ত পূরণ হয়েছিল একটি বায়িং অর্ডার নিতে। মার্কেট তখন রেঞ্জিং অবস্থায় ছিল। আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে, সাইডওয়ে মার্কেটে বড় চাহিদা (demand) এবং সরবরাহ (supply) অঞ্চলগুলো সবচেয়ে ভাল মূল্য স্তর হিসেবে কাজ করে।

চাহিদা এলাকার এনগালফিং বার প্যাটার্ন গঠন একটি ভালো ট্রেডিং সুযোগ। তবে ঝুঁকি/ফলাফল (risk/reward) অনুপাত দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে ট্রেডটি আপনার মানি ম্যানেজমেন্টের নিয়ম মেনে চলছে।

এই ট্রেডটির ঝুঁকি-ফলাফল অনুপাত ৩:১, যা দীর্ঘমেয়াদে আপনার জয়ের সম্ভাবনা বাড়ায়। কারণ, আপনি যদি এই ট্রেডে ২০০ ডলার ঝুঁকি নেন, তাহলে জিততে পারেন ৬০০ ডলার। যেকোনো ট্রেড নেওয়ার আগে ঝুঁকি-ফলাফল অনুপাত হিসাব করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেস স্টাডি

ধরুন আপনি ১০টি ট্রেড নিচ্ছেন, প্রতিটিতে ঝুঁকি-ফলাফল অনুপাত ৩:১। অর্থাৎ, যখন আপনি জিতে যান, আপনি পাবেন ৬০০ ডলার; আর যখন মার্কেট আপনার বিপরীতে যায়, তখন আপনি হারান ২০০ ডলার।

ধরা যাক, আপনি ৭টি ট্রেড হারিয়েছেন এবং মাত্র ৩টি ট্রেড জিতেছেন। তাহলে হিসাব করা যাক আপনি লাভে আছেন নাকি ক্ষতিতে:

৭টি লসিং ট্রেড = ৭ × ২০০ = ১৪০০ ডলার ক্ষতি

৩টি উইনিং ট্রেড = ৩ × ৬০০ = ১৮০০ ডলার লাভ

আপনি দেখলেন, সাতটি ট্রেড হারিয়েও আপনি এখনও লাভে আছেন। এটাই মানি ম্যানেজমেন্টের জাদু।

এন্ট্রি ও এক্সিট কৌশল

অন্যান্য ট্রেডারদের থেকে বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন না, সহজেই কাজ করুন। আপনি জানেন আপনি কী খুঁজছেন—যখন এনগালফিং বার প্যাটার্ন চিহ্নিত করবেন এবং সব শর্ত পূরণ মনে হবে, তখন তৎক্ষণাৎ অর্ডার দিন।

স্টপ লস রাখুন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের নিচে, এবং চার্টে পরবর্তী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল দেখুন—এটাই হবে আপনার প্রফিট টার্গেট।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

আপনি যখন আপনার প্রোটেকটিভ স্টপ এবং টার্গেট সেট করবেন, তখন কখনো পেছনে ফিরে দেখবেন না। মার্কেটই আপনাকে জানিয়ে দেবে আপনি সঠিক নাকি ভুল। এভাবে আপনি আবেগ থেকে মুক্ত থেকে সফলভাবে ট্রেড করতে পারবেন।

যদি মার্কেট আপনার বিপরীতে চলে যায়, মন খারাপ লাগা স্বাভাবিক; টাকা হারানো মানসিকভাবে কষ্টদায়ক হতে পারে—এটাই মানুষের স্বভাব। কেউই হারতে চায় না, বিশেষ করে যখন বিষয় টাকার। ট্রেডিংয়ে আপনাকে আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, হারানোও এই খেলার একটি অংশ।

গবেষণায় দেখা গেছে, সফল ট্রেডাররা তাদের মোট পুঁজি (equity) এর ২% এর বেশি ঝুঁকি নেন না একক ট্রেডে।

যদি আপনি নতুন হন, তাহলে একক ট্রেডে ১% এর বেশি ঝুঁকি নিবেন না। এমনকি যদি আপনি এনগালফিং বার প্যাটার্ন থেকে উচ্চ সম্ভাবনার সিগন্যাল পান, তবুও এমন টাকা ঝুঁকিতে দেবেন না যা আপনি হারাতে পারবেন না।

আপনি যতই স্মার্ট হোন না কেন, সর্বদা সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে হবে। মাথায় রাখতে হবে যে, আপনি হারানো ট্রেডের একটি ধারাবাহিকতা দেখতে পারেন, আর যদি আপনি খুব বেশি টাকা ঝুঁকি নেন, তাহলে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

The inside bar candlestick pattern

ইনসাইড বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন হলো একটি অন্যতম শক্তিশালী চার্ট সেটআপ যা পেশাদার ট্রেডাররা বিশেষভাবে খুঁজে দেখেন; তবে বেশিরভাগ ট্রেডার সফলভাবে এটি ট্রেড করতে পারেন না।

দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব এবং অপর্যাপ্ত শিক্ষা হল প্রধান কারণ যে অধিকাংশ প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডাররা এই জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেড করে লাভ করতে পারেন না।

ইনসাইড বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন কী?

ইনসাইড বার হলো দুটি ক্যান্ডেলস্টিকের সমন্বয়, যেখানে প্রথম ক্যান্ডেলটিকে মাদার ক্যান্ডেল (mother candle) বলা হয়, যা বড় এবং বিস্তৃত হয়, এবং দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি ছোট এবং মাদার ক্যান্ডেলের ভিতরে অবস্থিত থাকে।

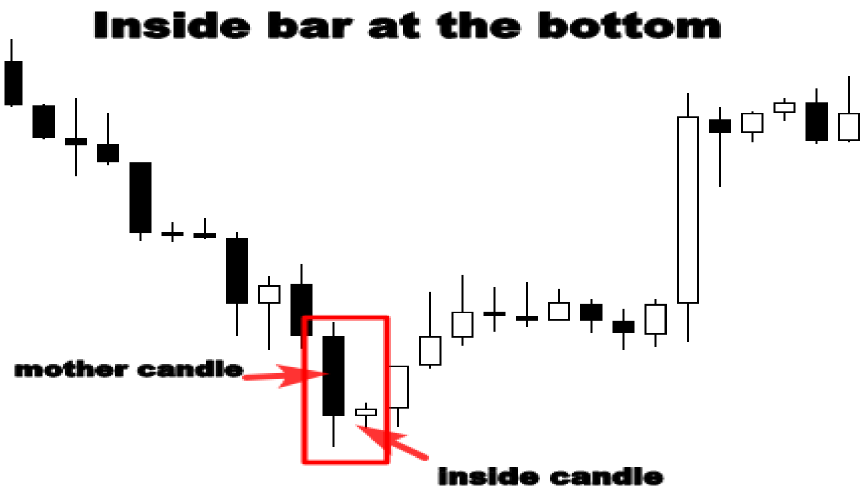

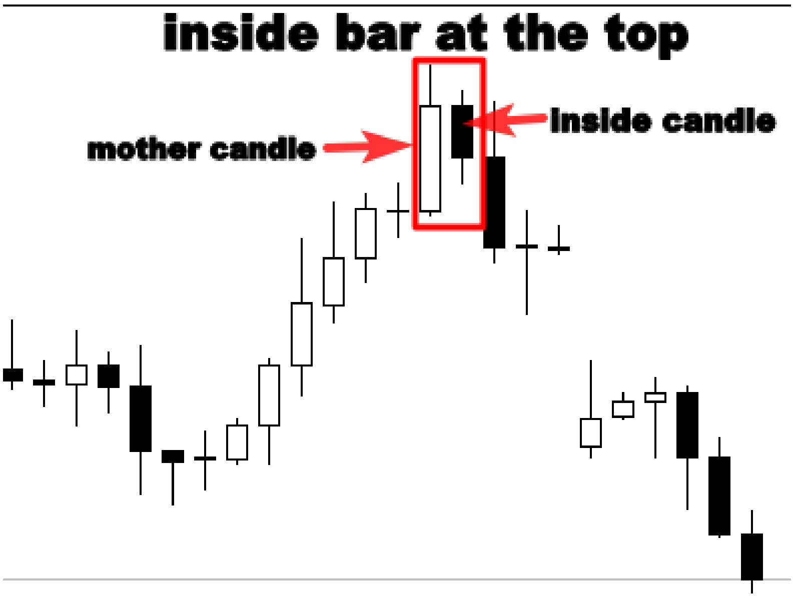

উপরের চিত্রে আপনি ইনসাইড বারগুলোকে শীর্ষ (tops) এবং নিম্ন (bottoms) অবস্থানে দেখতে পাচ্ছেন। যেমনটি দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় ছোট বারটি পুরোপুরি প্রথম মাদার ক্যান্ডেলের ভিতরে থাকে, যা এনগালফিং বার প্যাটার্নের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইনসাইড বারকে সাধারণত একটি রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে দেখা হয়, কারণ এটি ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেটের ট্রেন্ড পরিবর্তিত হতে পারে, বিশেষ করে যখন এটি শীর্ষ বা নিম্নে অবস্থান করে।

তবে শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে এটি একটি কন্টিনিউশন সিগন্যাল হিসেবেও বিবেচিত হয়।

৩০ বছরের বেশি মার্কেট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সফল বিনিয়োগকারী ও ট্রেডার থমাস বালকোস্কির মতে:
বুলিশ মার্কেটে একটি বেয়ারিশ ইনসাইড বার প্যাটার্ন প্রায় ৬৫% সময় বেয়ারিশ রিভার্সালের সংকেত দেয়।
এবং বুলিশ মার্কেটে এটি প্রায় ৫২% সময় বুলিশ কন্টিনিউশন সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে।

এবং 'বুলিশ অ্যাব্যান্ডনড বেবি' (Bullish Abandoned Baby) নামে পরিচিত প্যাটার্নটি বুলিশ মার্কেটে প্রায় ৭০% সময় বুলিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচিত হয়, আর বেয়ার মার্কেটে এর সফলতা প্রায় ৫৫%।

The psychology behind the pattern formation

ইনসাইড বার ফর্মেশন একটি কনসলিডেশন বা সমাহরণের সময়কাল নির্দেশ করে। বুলিশ ট্রেন্ডে এটি বোঝায় যে দ্বিতীয় দিনে বলসরা (ক্রেতারা) আর অতিরিক্ত কেনাকাটা করছে না; এটি একটি ছোট কালো ক্যান্ডেলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যা শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার পর তৈরি হয়।
আর বেয়ারিশ ট্রেন্ডে এটি বোঝায় যে বিক্রেতারা আর মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে নেই; এটি একটি ছোট সাদা ক্যান্ডেলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যা শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতার পর তৈরি হয়।

এই প্যাটার্নের পিছনের মনস্তত্ত্ব বোঝা আপনাকে মার্কেটের গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্টগুলো ভালোভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে এবং সঠিক সময়ে এন্ট্রি ও এক্সিট করতে সহায়তা করবে।

How to trade the inside bar candlestick patterns?

ইনসাইড বার সফলভাবে ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেড করা যেতে পারে, বিশেষ করে যখন মার্কেট শক্তিশালীভাবে চলমান থাকে।
কারণ এই প্রাইস প্যাটার্নটি আপনাকে বড় মুভে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেয়।

এই কৌশলটি খুবই সহজ—আপনাকে একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড শনাক্ত করতে হবে এবং তারপর মার্কেটের গতির দিক অনুযায়ী ইনসাইড বার প্যাটার্নের ফর্মেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এই প্যাটার্নের গঠন নির্দেশ করে যে মার্কেট তার পরবর্তী মুভের আগে একটু থেমে আছে; এতে আপনি সঠিক সময়ে মার্কেটে প্রবেশ করতে পারবেন এবং বড় লাভ অর্জন করতে পারবেন।

বিস্তারিত জানতে নিচের চিত্রটি দেখুন:

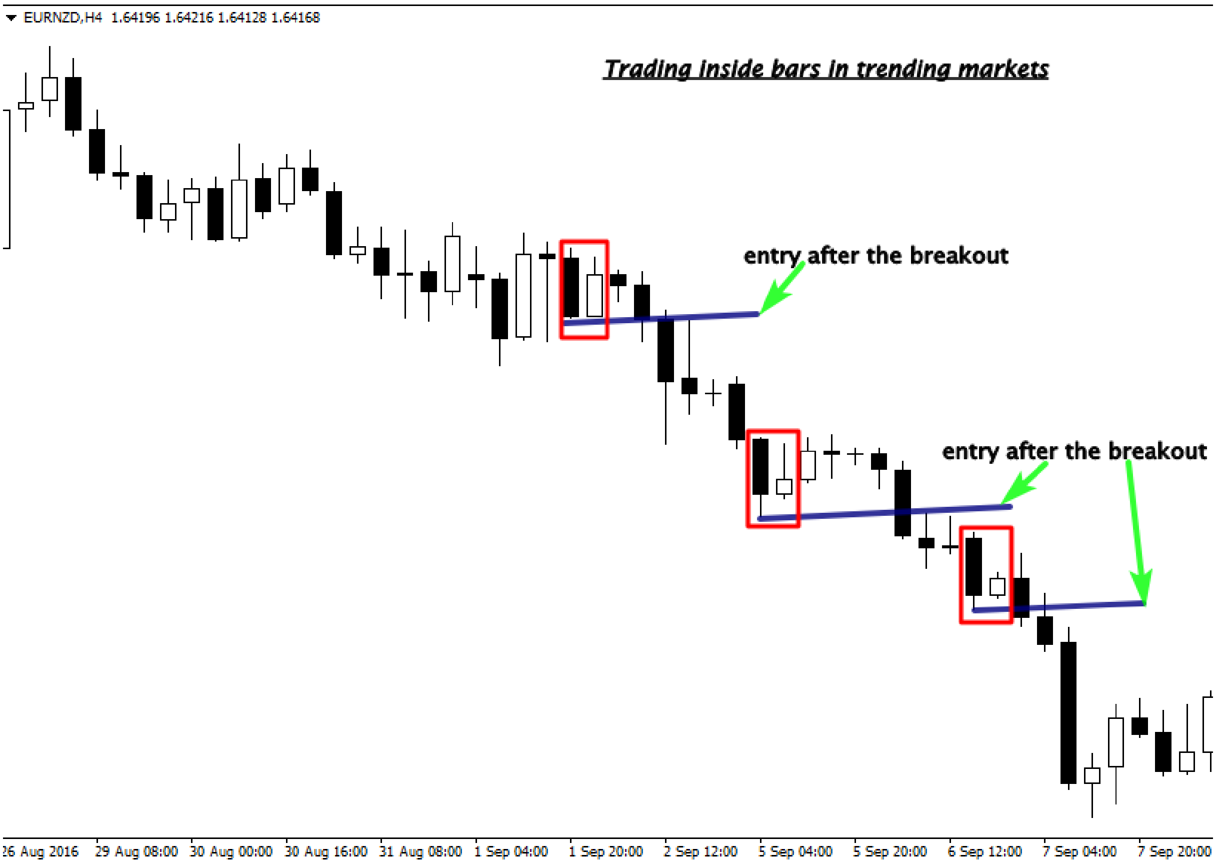

উপরের চিত্রে যেমনটি দেখানো হয়েছে, মার্কেট নিচের দিকে ট্রেন্ড করছে; ইনসাইড বার প্যাটার্ন গঠনের মাধ্যমে আমাদের ট্রেন্ডে যোগ দেওয়ার তিনটি সুযোগ হয়েছে।

যদি আপনি আমাদের ট্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে আপনি কেবল বিক্রির সুযোগ খুঁজবেন। এভাবে আপনি বড় প্রতিষ্ঠান ও সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন না, বরং সেই দিকেই ট্রেড করছেন যা মার্কেট পছন্দ করে।

আপনি প্যাটার্নের ব্রেকআউটের পর একটি সেল অর্ডার দিতে পারেন, যেমনটি চার্টে দেখানো হয়েছে, এবং আপনার স্টপ লস অর্ডারটি মাদার ক্যান্ডেলের উপরে রাখতে হবে। আপনার প্রফিট টার্গেট হবে পরবর্তী সাপোর্ট লেভেল।

আরেকটি উদাহরণ নিচে দেখুন:

উপরের চার্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে এই প্রাইস অ্যাকশন সেটআপ কার্যকরভাবে একটি কন্টিনিউেশন প্যাটার্ন হিসেবে কাজ করে। তবে সত্যি বলতে, আপনি সব সিগন্যালেই ট্রেড করবেন না।

আপনাকে বিশেষভাবে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্নগুলো খুঁজতে হবে, যেগুলো মার্কেটের নির্দিষ্ট জায়গায় গড়ে ওঠে—যেমন সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল, মুভিং এভারেজ, অথবা পিভট পয়েন্ট।

চিন্তা করবেন না, কারণ আমরা শিখবো সেসব গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং টুলস সম্পর্কে, যেগুলো ইনসাইড বার সেটআপের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করে আপনি সেরা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

How to trade the inside bar breakout with support and resistance

টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ অনেক জটিল হতে পারে যদি আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেসিকগুলোতে ফোকাস না করেন, যেমন সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল।
এই এলাকাগুলো মানসিক স্তর হিসেবে কাজ করে, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লড়াই হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই:

যদি বিক্রেতারা ক্রেতাদের থেকে বেশি শক্তিশালী হয়, তারা দামকে সাপোর্ট লেভেলের নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে। তখন কিছু ক্রেতা টাকা হারানোর ভয়ে ভয় পেয়ে যাবে, কারণ তারা দেখে সাপোর্ট লেভেল ভেঙে গেছে। তাই তারা মার্কেট থেকে বের হয়ে যাবে এবং ক্ষতি ঢাকতে আবার বিক্রি করবে।
অন্য অংশগ্রহণকারীরা লক্ষ্য করবে যে বিক্রেতারা মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবে এবং বেয়াররা দাম নামিয়ে আনার চেষ্টা করবে।

একজন ট্রেডার হিসেবে, যদি আপনার সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের যথেষ্ট জ্ঞান থাকে, আপনি যখন চার্ট খুলবেন তখন বুঝতে পারবেন সাপোর্ট লেভেল ভেঙে গেছে এবং বেয়াররা মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি একটি ভালো বিক্রির সুযোগ, তাই তো? কিন্তু প্রশ্ন হলো, সঠিক সময়ে কিভাবে মার্কেটে প্রবেশ করবেন?

ইনসাইড বার প্যাটার্ন হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালগুলোর একটি, যা আপনাকে সঠিক সময়ে মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ দিবে এবং বড় লাভ অর্জনে সাহায্য করবে।

যখন আপনি জানতে পারবেন কিভাবে এটি এই লেভেলগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করবেন, তখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন মার্কেট কী বলছে এবং ভালো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

নিচের চার্টটি দেখুন:

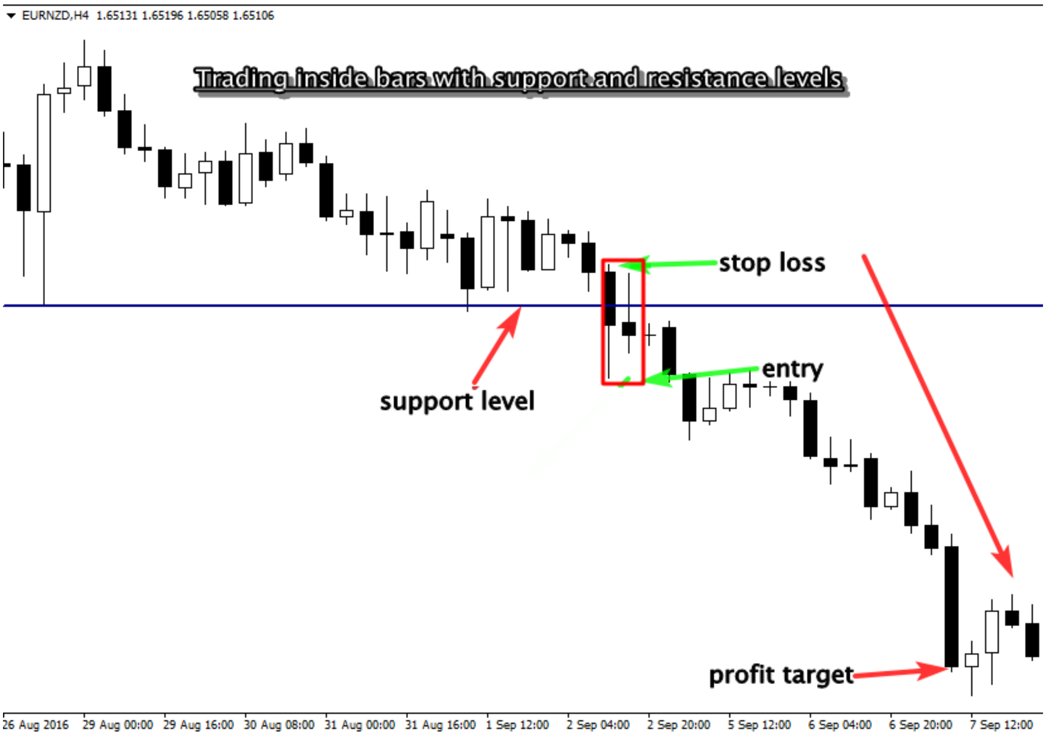

নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিক্রেতারা সাপোর্ট লেভেল ভেঙে দিয়েছে। এই লেভেলের ব্রেকআউটের পর ইনসাইড বার প্যাটার্নের গঠন মার্কেটে অনিশ্চয়তার সংকেত দেয়।

এই মুহূর্তে কেউ নিশ্চিত নয় যে সাপোর্ট লেভেল সত্যিই ভেঙে গেছে কি না। যদি আপনি ব্রেকআউটের সাথে সঙ্গে মার্কেটে বিক্রি শুরু করেন, তাহলে সেটি একটি এগ্রেসিভ এন্ট্রি হবে, যা কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক কারণ ব্রেকআউটটি এখনো নিশ্চিত নয়।

কিন্তু যদি আপনি ইনসাইড বার ট্রেডিংয়ের সাথে অভ্যস্ত হন এবং এর পেছনের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারেন, তাহলে জানবেন সবচেয়ে নিরাপদ এন্ট্রি হবে এই প্যাটার্নের ব্রেকআউটের পর।

এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের ব্রেকআউট একটি স্পষ্ট নিশ্চিতকরণ যে মার্কেট আর অনিশ্চয়তার মধ্যে নেই, এবং বিক্রেতারা স্পষ্টভাবেই মার্কেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন:

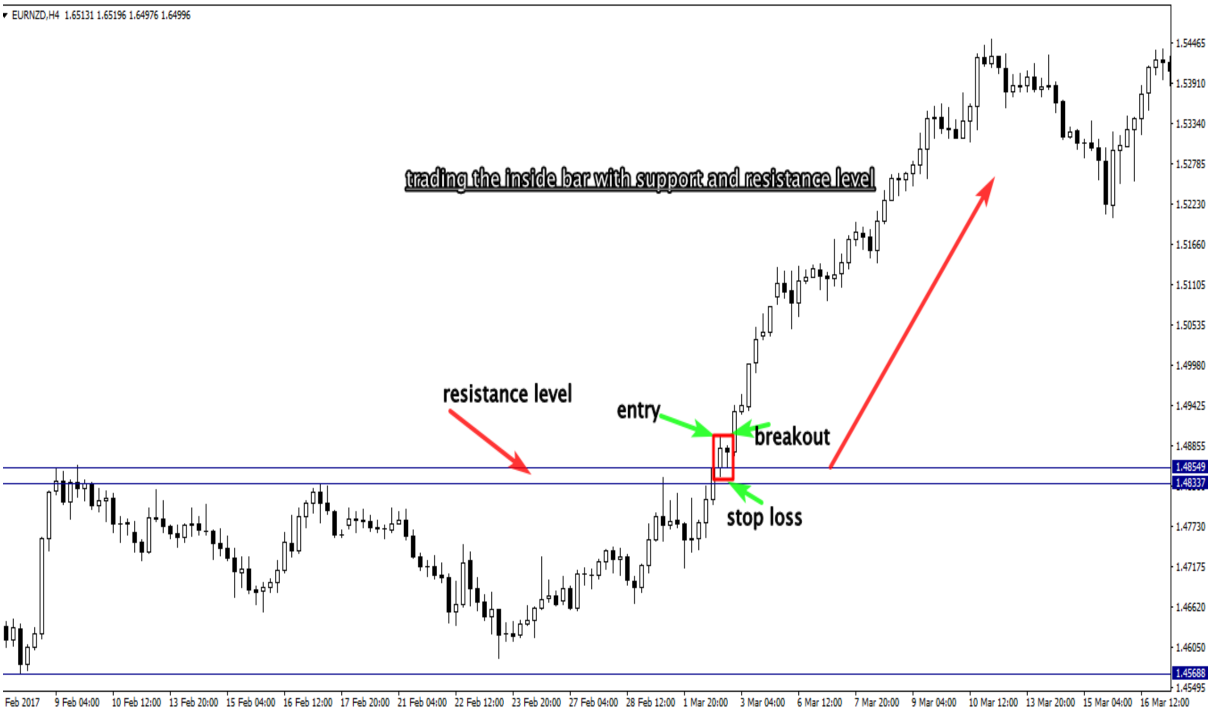

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে কিভাবে মার্কেট অংশগ্রহণকারীরা এই লেভেলগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে এবং কিভাবে রেজিস্ট্যান্স লেভেল একটি বাধার মতো কাজ করছে। মার্কেট বারবার এই অনুভূমিক স্তরের উপরে ওঠার চেষ্টা করেছে কিন্তু দুইবার ক্রেতারা বেশি এগোতে পারেনি। তবে তৃতীয়বার চেষ্টা করে ক্রেতারা রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হলো ব্রেকআউটের পর কী হয়েছে—চার্ট আবার দেখুন, সেখানে স্পষ্ট একটি ইনসাইড বার প্যাটার্ন গঠন হয়েছে।

এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নের গঠন নির্দেশ করে ব্রেকআউট এখনো নিশ্চিত হয়নি। মনে রাখবেন, ইনসাইড বার ফর্মেশন মানে অনিশ্চয়তা এবং দ্বিধা। তাই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে যে একটি ফলস ব্রেকআউটের সম্ভাবনাও রয়েছে।

আপনার এবং অন্য ট্রেডারদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে তুলবে এই প্যাটার্নের কাজ করার গভীর জ্ঞান। এই চার্টে আপনি বুঝতে পারবেন সেরা সময় বায় অর্ডার দেওয়ার হবে ইনসাইড বার প্যাটার্নের ব্রেকআউটের পরে, অনুভূমিক স্তরের ব্রেকআউটের পরে নয়।

Tips on trading the inside bar price action setups

1-Trade the bigger time frames

আমি ছোট টাইম ফ্রেমে ট্রেডিং করার বিরুদ্ধে নই; আপনি ৫ মিনিটের টাইম ফ্রেমে এই সেটআপ ট্রেড করতে পারেন, তবে সেই ক্ষেত্রে অন্য প্রযুক্তিগত সূচক (technical indicators) ব্যবহার করে আপনার সিগন্যালগুলো ফিল্টার করতে হবে এবং শুধুমাত্র উচ্চ সম্ভাবনাময় সেটআপগুলোই নিতে হবে।

কিন্তু এর জন্য আপনাকে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার হতে হবে। যদি আপনি নতুন হন, তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দিবো বড় টাইম ফ্রেম যেমন ডেইলি এবং ৪ ঘণ্টার টাইম ফ্রেমে এই সিগন্যাল ট্রেড করতে থাকুন।

কম টাইম ফ্রেমে ট্রেড করলে আপনার অতিরিক্ত ট্রেড করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং কম সম্ভাবনাময় প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যাল নেওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এটাই সবচেয়ে দ্রুত আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

বড় টাইম ফ্রেমে ফোকাস করলে আপনি সহজেই ট্রেড সেট করে ভুলে যেতে পারবেন, আর মার্কেটের আবেগের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

2-Trade the dominant trend

আপনাকে অবশ্যই ইনসাইড বার প্যাটার্ন ট্রেড করতে হবে মার্কেটের প্রবণতার সাথে মিল রেখে, বিশেষ করে যখন শক্তিশালী বুলিশ বা বেয়ারিশ ট্রেন্ড থাকে। কিন্তু নতুন হলে কখনই ট্রেন্ডের বিপরীতে এই প্যাটার্ন দিয়ে ট্রেড করার চেষ্টা করবেন না।

যখন আপনি অনুভব করবেন যে ট্রেন্ডের সাথে এই প্যাটার্ন ট্রেডিংয়ে আপনি দক্ষ হয়ে উঠেছেন, তখন আপনি রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেট এবং কনট্রা ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ে অগ্রসর হতে পারেন।

3-Trade only from key levels

মনে রাখবেন, সব ইনসাইড বার আপনার কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত টাকার জন্য উপযুক্ত নয়; এই সেটআপটি নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়ই ভালোভাবে কাজ করে। তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সিগন্যালটি মার্কেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেভেলে অবস্থিত।

4- Find different factors of confluence

কনফ্লুয়েন্স দিয়ে ট্রেডিং মানে হলো বিভিন্ন সিগন্যাল একসাথে মিলিয়ে সবচেয়ে ভালো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এই ধারণা ব্যবহার করে ট্রেড করতে হলে আপনাকে মার্কেটে এমন একটি পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে যেখানে দুটি বা তার বেশি লেভেল একসঙ্গে মিলছে, তারপর একটি স্পষ্ট সিগন্যাল গঠিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এই ট্রেডিং পদ্ধতি আপনার ট্রেডিংয়ে আত্মবিশ্বাস যোগাবে এবং অতিরিক্ত ট্রেডিং থেকে আপনাকে রক্ষা করবে।

How to trade the false breakout of the inside bar candlestick pattern?

আপনি কি কখনো আত্মবিশ্বাস নিয়ে অর্ডার দিয়েছেন যে মার্কেট উঠবে, কিন্তু দাম আপনার স্টপ লস স্পর্শ করেছে তারপরই predicted দিকের দিকে ফিরে গেছে? আমি নিজেও স্টপ হান্টিং-এর শিকার হয়েছি, এবং অনেক হতাশ হয়েছিলাম, কিন্তু এটা মার্কেটে বারবার ঘটে।

বড় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জানে আমরা কিভাবে মার্কেট ট্রেড করি, আমরা কীভাবে চিন্তা করি, কোথায় স্টপ লস ও প্রফিট টার্গেট সেট করি—এই কারণেই তারা সহজেই আমাদের টাকা নিতে পারে।

বড় খেলোয়াড়রা নতুন ট্রেডারদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য যে সবচেয়ে বিখ্যাত কৌশল ব্যবহার করে, তাকে বলা হয় স্টপ লস হান্টিং স্ট্র্যাটেজি।
এই কৌশলটি হলো দামকে এমন এক লেভেলে নিয়ে যাওয়া যেখানে প্রচুর স্টপ লস অর্ডার জমা থাকে, এবং এর উদ্দেশ্য হলো লিকুইডিটি তৈরি করা—কারণ লিকুইডিটি ছাড়া মার্কেট চলবে না।

যখন স্টপ লসগুলো হান্ট করা হয়, তখন মার্কেট প্রবলভাবে পূর্বানুমিত দিকেই চলে যায়।

বড় অংশগ্রহণকারী ও নবীন ট্রেডারদের এই পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ মার্কেটে পুনরাবৃত্তি প্যাটার্ন তৈরি করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন যা দেখায় কীভাবে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে, তা হলো ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট প্যাটার্ন।

এই পুনরাবৃত্তিমূলক সেটআপ সম্পর্কে আপনার বোঝাপড়া এবং চার্টে এটি শনাক্ত করার ক্ষমতা আপনাকে সাহায্য করবে এটি সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে টাকা উপার্জন করতে, মার্কেট নির্মাতাদের এবং ব্যাংকগুলোর ম্যানিপুলেশনের শিকার হওয়ার বদলে।

এই প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যাল তৈরি হয় যখন দাম ইনসাইড বার প্যাটার্ন থেকে ব্রেকআউট করে, কিন্তু দ্রুতই আবার মাদার বারের রেঞ্জের মধ্যে ফিরে এসে ক্লোজ করে।

নিচের চিত্রটি দেখুনঃ

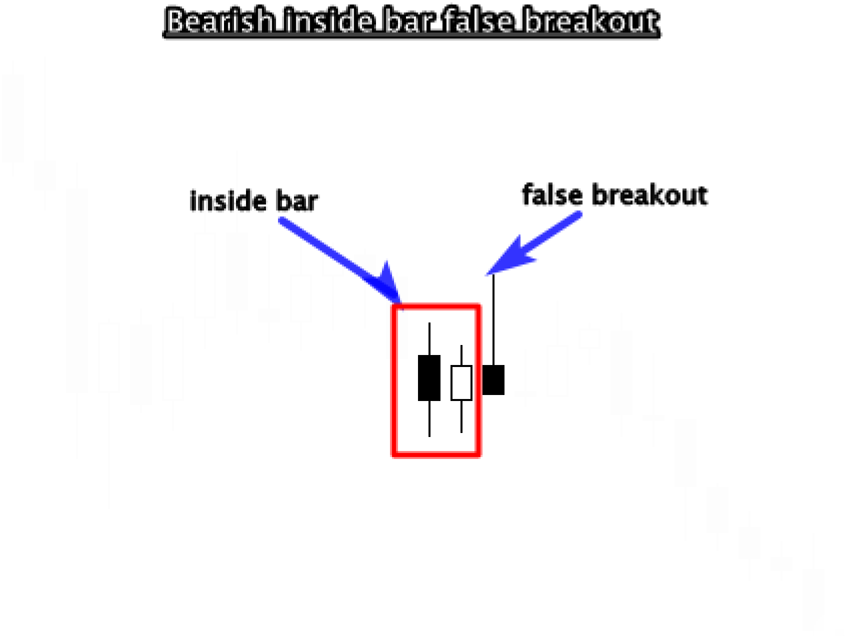

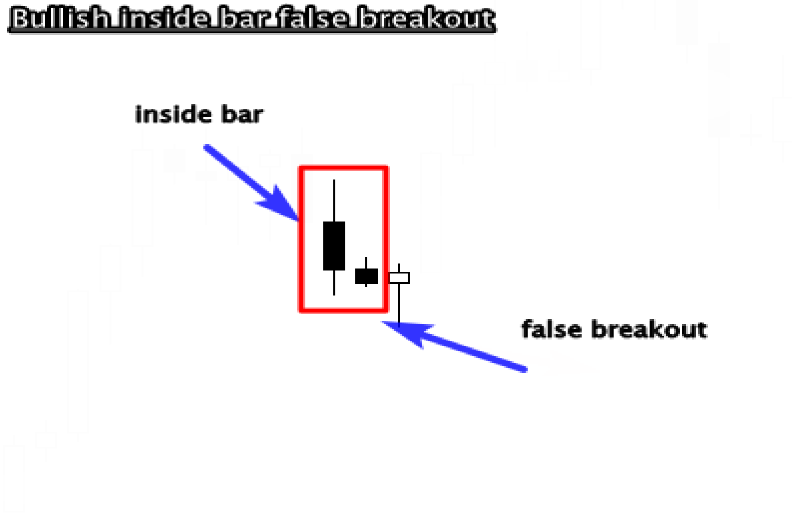

আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নের দুই ধরনের রয়েছে:

একটি হলো বুলিশ ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট, যা তখন তৈরি হয় যখন মার্কেট নিচের দিকে ট্রেন্ড করছে।

এটি একটি বুলিশ রিভার্সাল সিগন্যাল হিসেবেও বিবেচিত হয়, বিশেষ করে যখন এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে গড়ে ওঠে।

আরেকটি হলো বেয়ারিশ ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট, যা বুলিশ ট্রেন্ডে ঘটে এবং এটি একটি বেয়ারিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে দেখা হয়, বিশেষ করে যখন এটি মার্কেটের কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেভেলের কাছাকাছি গড়ে ওঠে।

যদি এই সেটআপ ট্রেন্ডের সঙ্গে মিলিয়ে ট্রেড করা হয়, তাহলে এটিকে একটি কন্টিনিউেশন প্যাটার্ন হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

Inside Bars false breakouts trading examples

আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, এই সিগন্যাল ট্রেড করার জন্য ট্রেডারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হলো:

- সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং সাপ্লাই ও ডিমান্ড এরিয়া
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল, বিশেষ করে ৫০% এবং ৬১% রিট্রেসমেন্ট লেভেল
- ট্রেন্ডিং মার্কেটে ২১ পিরিয়ড মুভিং এভারেজ এবং ট্রেন্ড লাইন
- রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে অনুভূমিক লেভেল

নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো কিভাবে একটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট ট্রেড করা যায়:

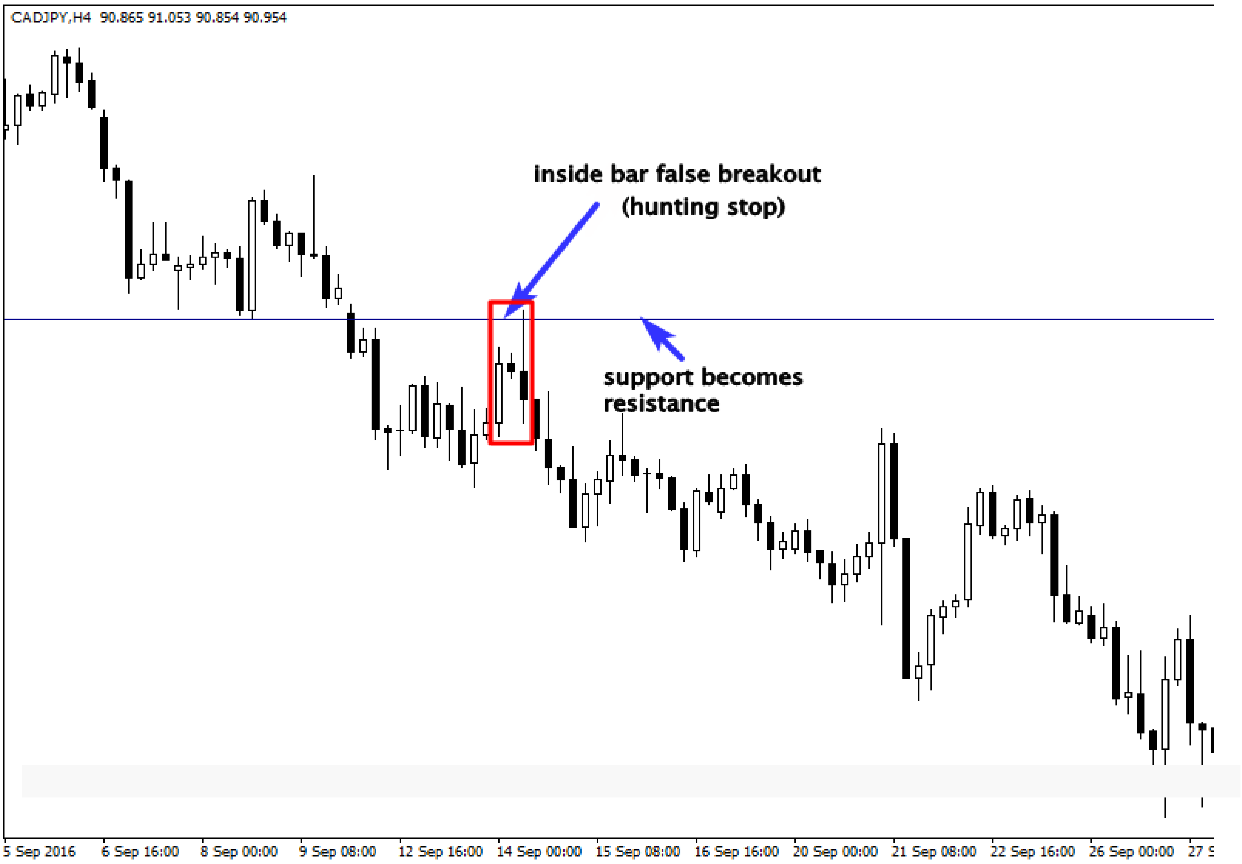

উপরের চার্টে যেমনটি দেখা যাচ্ছে, মার্কেট নিচের দিকে ট্রেন্ড করছিল, যা নির্দেশ করে বিক্রেতারা মার্কেট নিয়ন্ত্রণে আছেন। তাই, যদি আপনি রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি মার্কেট বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সব সম্ভাবনা আপনার পক্ষে থাকবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কখন মার্কেটে প্রবেশ করবেন? আর স্টপ লস কোথায় রাখবেন?
যদি আপনি মাদার ক্যান্ডেলের ব্রেকআউটের আগে এগ্রেসিভভাবে মার্কেটে প্রবেশ করেন এবং স্টপ লস মাদার ক্যান্ডেলের উপরে রাখেন, তাহলে মার্কেট আপনার স্টপ লস হিট করে predicted দিকেই যাবে।

নিচের চিত্রটি দেখুন:

উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে বড় খেলোয়াড়রা নবীন ট্রেডারদের স্টপ লস হান্ট করে তারপরে মার্কেটকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়।
যদি আপনার স্টপ লস রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি থাকে, তাহলে আপনি ও বের হয়ে যাবেন।
যদি আপনি এর কারণ বুঝতে না পারেন, তবে এর অর্থ হলো আপনি বড় খেলোয়াড়দের স্টপ হান্টিং কৌশলের শিকার হয়েছেন।

যদি আপনি ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ে পরিচিত হন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন মার্কেটে কী ঘটেছে, এবং আপনি এই ম্যানিপুলেশনকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবেন, মার্কেটের ফাঁদে পড়ার বদলে। নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

উপরের চিত্রে যেমনটি দেখা যাচ্ছে, ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট আমাদের জন্য একটি দারুণ বিক্রির সুযোগ তৈরি করেছে।

যদি আপনি এই সেটআপটি সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেন এবং এর পেছনের মনস্তত্ত্ব (psychology) বোঝেন, তাহলে এই অবস্থানে প্রবেশ না করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার কথা নয়।

Trading inside bar false breakouts with Fibonacci retracements

আমি জানি না আপনি এই টেকনিক্যাল ট্রেডিং টুলটির সাথে আগে থেকেই পরিচিত কি না, তবে আমি চেষ্টা করব এটিকে ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউটের সাথে মিলিয়ে সহজ এবং কার্যকর উপায়ে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে।

যা আপনাকে জানতে হবে তা হলো—আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডের সময়, মার্কেটে ইম্পালসিভ মুভ (তীব্র মুভমেন্ট) এবং পুলব্যাক (স্বল্প মেয়াদি বিপরীত মুভমেন্ট) তৈরি হয়।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট আমাদেরকে মার্কেটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুলব্যাক লেভেলগুলো শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি যে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি তা হলো ৫০% এবং ৬১%। আমার অভিজ্ঞতায় এই দুটি লেভেল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং অভিজ্ঞ ট্রেডাররাও তাদের চার্টে এই অঞ্চলগুলোর ওপর কড়া নজর রাখেন।

আমাদের কৌশলটি খুব সহজ:

- আমরা চার্টে ফিবোনাচ্চি টুল ব্যবহার করি।
- যদি মার্কেট শক্তিশালীভাবে মুভ করে, তাহলে আমরা একটি পুলব্যাকের জন্য অপেক্ষা করি।
- যদি পুলব্যাক ৫০% বা ৬১% লেভেলে পৌঁছে যায়, তাহলে আমরা কেবল একটি প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যালের অপেক্ষায় থাকি, যা আমাদের এন্ট্রির নিশ্চয়তা দেবে।

নিচে একটি উদাহরণ দেখুন:

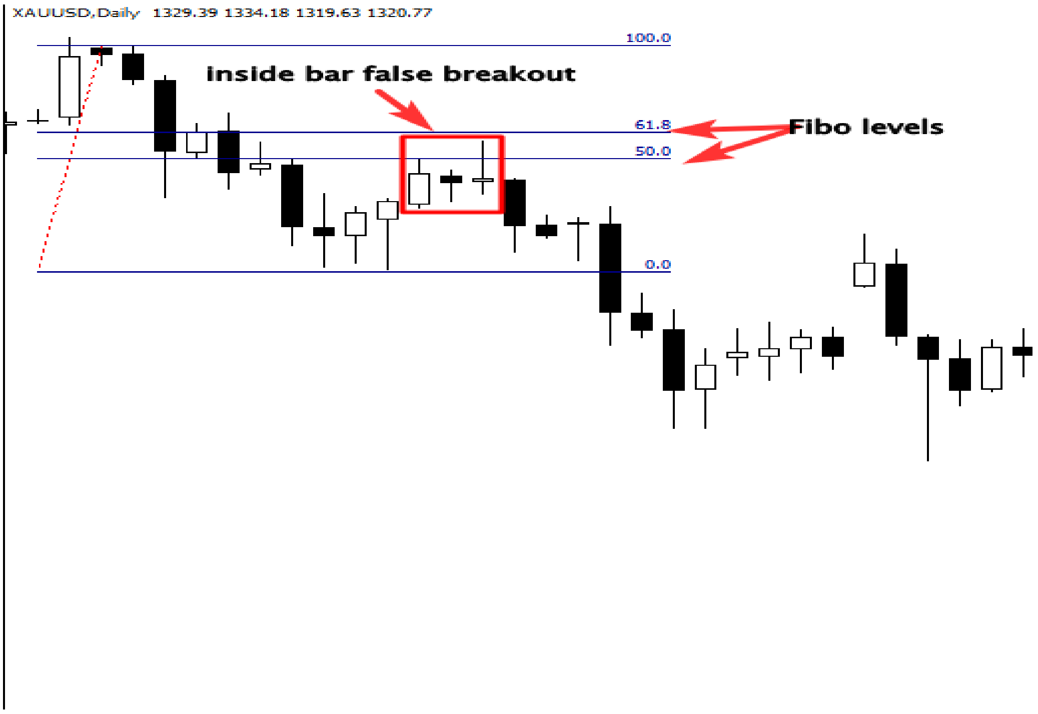

এই টেকনিক্যাল ট্রেডিং টুলটি (ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট) আপনার কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করলে আপনি মার্কেটে সম্ভাব্য ট্রেড সেটআপগুলো আরও ভালোভাবে শনাক্ত করতে পারবেন।

যদি আপনি উপরের চার্টটি এই টুল ছাড়া বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন না পুলব্যাকের পরে মার্কেট কেন নিচে নেমে গেছে।

ফিবোনাচ্চি টুল আপনি ব্যবহার করতে পারেন পিন বার, ইনসাইড বার, এবং এনগালফিং বার সেটআপ ট্রেড করার জন্য—যেমনটা আগের অংশগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরের ট্রেডটি খুব লাভজনক, কারণ এতে অনেকগুলো confluence factor (একাধিক মিলিত সংকেত) রয়েছে যা আমাদের সেল অর্ডার দিতে উৎসাহিত করে:

প্রথম কারণ: ট্রেন্ড—এটি স্পষ্টভাবে ডাউনট্রেন্ড।

দ্বিতীয় কারণ: গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচ্চি রেশিও (৫০% ও ৬১%)—যা এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে কাজ করেছে।

তৃতীয় কারণ: ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট প্যাটার্ন।

শুধুমাত্র একটি সিগন্যাল ভালো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

আপনাকে এমন একাধিক ট্রিগার খুঁজতে হবে যেগুলো আপনার বিশ্লেষণকে সমর্থন করে।

এইভাবে আপনি সাফল্যের সম্ভাবনাকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারবেন।

নিচে আরেকটি সম্ভাব্য ট্রেড দেখুন:

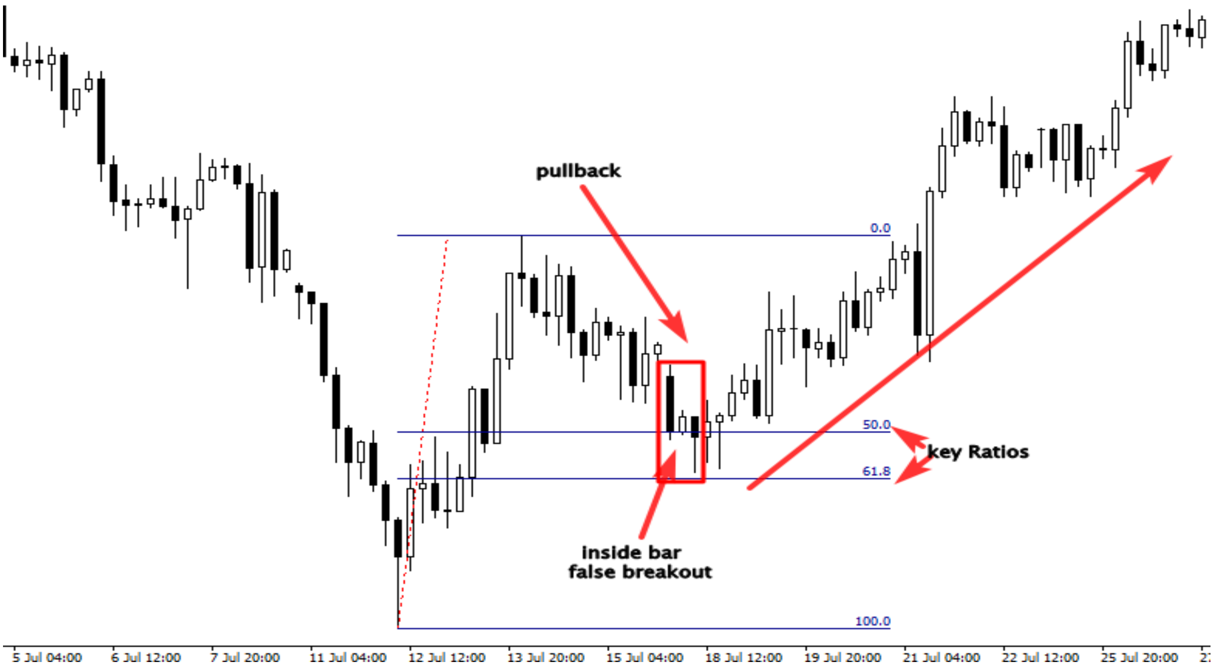

যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দাম উপরের দিকে মুভ করেছে, তারপর পুলব্যাক করে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ফিবোনাচ্চি রেশিও (৫০% বা ৬১%) লেভেল স্পর্শ করেছে, এবং এরপর আবার উপরের দিকে চলেছে।

এই অঞ্চলে ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট গঠনের অর্থ হলো পুলব্যাক শেষ হয়েছে এবং সামনে আরেকটি শক্তিশালী মুভ আসছে।

মার্কেট কাঠামো (market structure) বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা আপনাকে এই কৌশলটি কীভাবে আপনার সুবিধায় ব্যবহার করবেন তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

যদি মার্কেট ট্রেন্ডিং হয়, তাহলে আপনি আগে আলোচনা অনুযায়ী ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট ট্রেড করতে পারেন।

কিন্তু যদি মার্কেট রেঞ্জিং (sideways) হয়, তাহলে আপনাকে আপনার কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।

নিচে তার একটি চিত্র দেখুন:

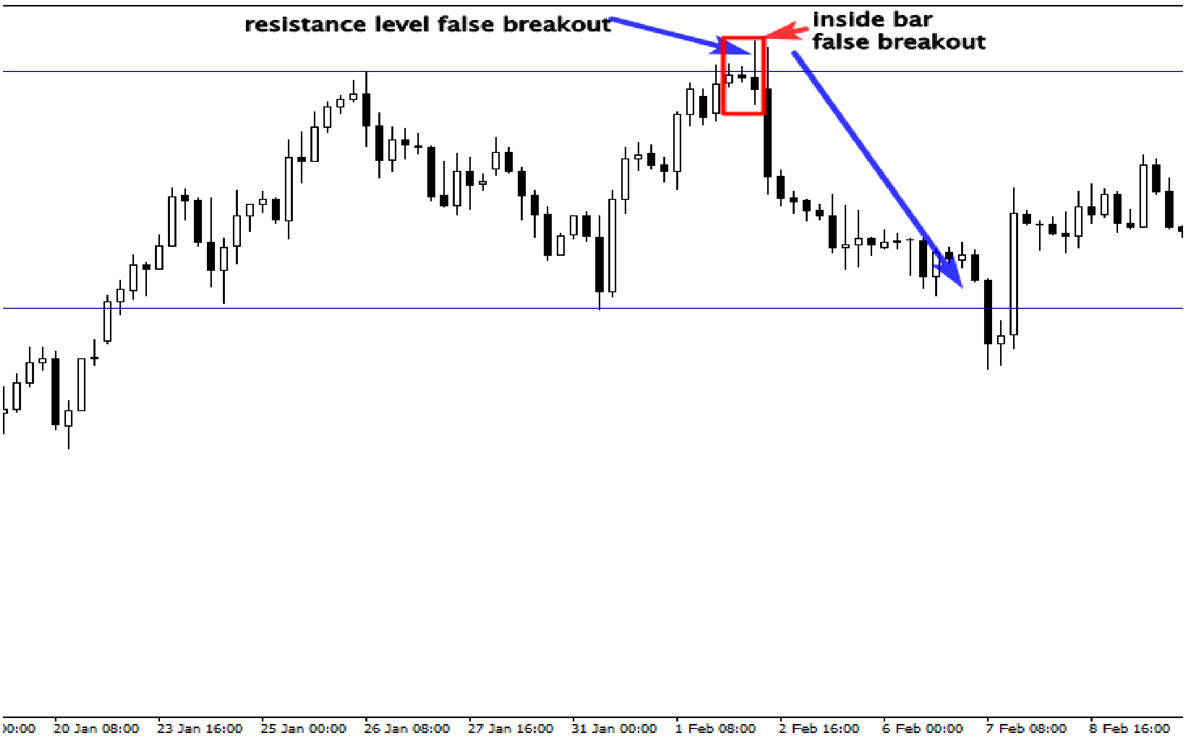

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, মার্কেট অনুভূমিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে চলছে। আপনি যেমন দেখছেন, যদি আপনি ইনসাইড বার এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্রেক করার সাথে সাথেই ট্রেডে প্রবেশ করতেন, তাহলে আপনি একটি ফলস ব্রেকআউটের ফাঁদে পড়তেন।

ফলস ব্রেকআউট তৈরি হয়েছে কারণ অপেশাদার ট্রেডাররা ইনসাইড বার এবং অনুভূমিক রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ব্রেকআউট আগেভাগেই অনুমান করার চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা মার্কেটের শীর্ষ ধরতে পারে। কিন্তু মার্কেট তাদের বিভ্রান্ত করে বুল ট্র্যাপ তৈরি করেছে।
যদি আপনি এই প্যাটার্নটি আপনার চার্টে খুঁজে পান এবং বুঝতে পারেন যে ক্রেতারা বিক্রেতাদের দ্বারা ফাঁদে পড়েছে, তাহলে দেরি না করে সেই ট্রেডটি নিন। কারণ এই ধরনের ট্রেড খুবই লাভজনক এবং এতে ভালো রিস্ক/রিওয়ার্ড থাকে।

এই কৌশলে আপনি যেভাবে ট্রেড করবেন:

- ব্রেকআউট বারটি ক্লোজ হওয়ার পর একটি সেল অর্ডার দিন,
- স্টপ লস সেট করুন সেই ক্যান্ডেলের উপরে,
- প্রফিট টার্গেট হবে পরবর্তী সাপোর্ট লেভেল।

এই কৌশলটি জটিল নয়, তবে এটি আয়ত্ত করতে সময় ও অনুশীলন প্রয়োজন। মনে রাখবেন, ফলস ব্রেকআউট সবসময় ঘটে না, এবং সব ফলস ব্রেকআউট ট্রেড করার মতো উপযুক্তও নয়।

ইনসাইড বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের ফলস ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের উপকারিতা:

- আপনি যদি এই প্যাটার্নটি ট্রেড করতে দক্ষ হন, তাহলে ফাঁদে পড়া ট্রেডারদের মত ভুল ট্রেড এড়িয়ে চলতে পারবেন এবং মার্কেটে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করতে পারবেন, যখন অপেশাদার ট্রেডাররা ক্ষতিতে মার্কেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

- এই কৌশলটি "হলি গ্রেইল" নয়, তাই কিছু ট্রেড হার মানতেই হবে। তবে এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো—এই সিগন্যালের রিস্ক/রিওয়ার্ড পটেনশিয়াল অনেক বেশি।
  উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ৫০ পয়েন্ট রিস্ক করেন এবং ৪০০ পয়েন্ট লাভ করেন, তাহলে আপনি প্রতিটি ট্রেডে অনেক বড় সুযোগ পাচ্ছেন।

এই প্রাইস অ্যাকশন কৌশলটি ব্যবহার করে আপনি আগেভাগেই মার্কেটের টার্নিং পয়েন্টগুলো সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে মার্কেট ট্রেড করে।

Trades Examples

এই অংশে, আমি আপনাকে বিভিন্ন ট্রেডের উদাহরণ দেখাবো, যাতে আপনি বুঝতে পারেন কীভাবে পূর্বের অংশগুলোতে আলোচনা করা সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে মার্কেটে ট্রেড করতে হয়।

নিচে প্রথম উদাহরণটি দেখুন:

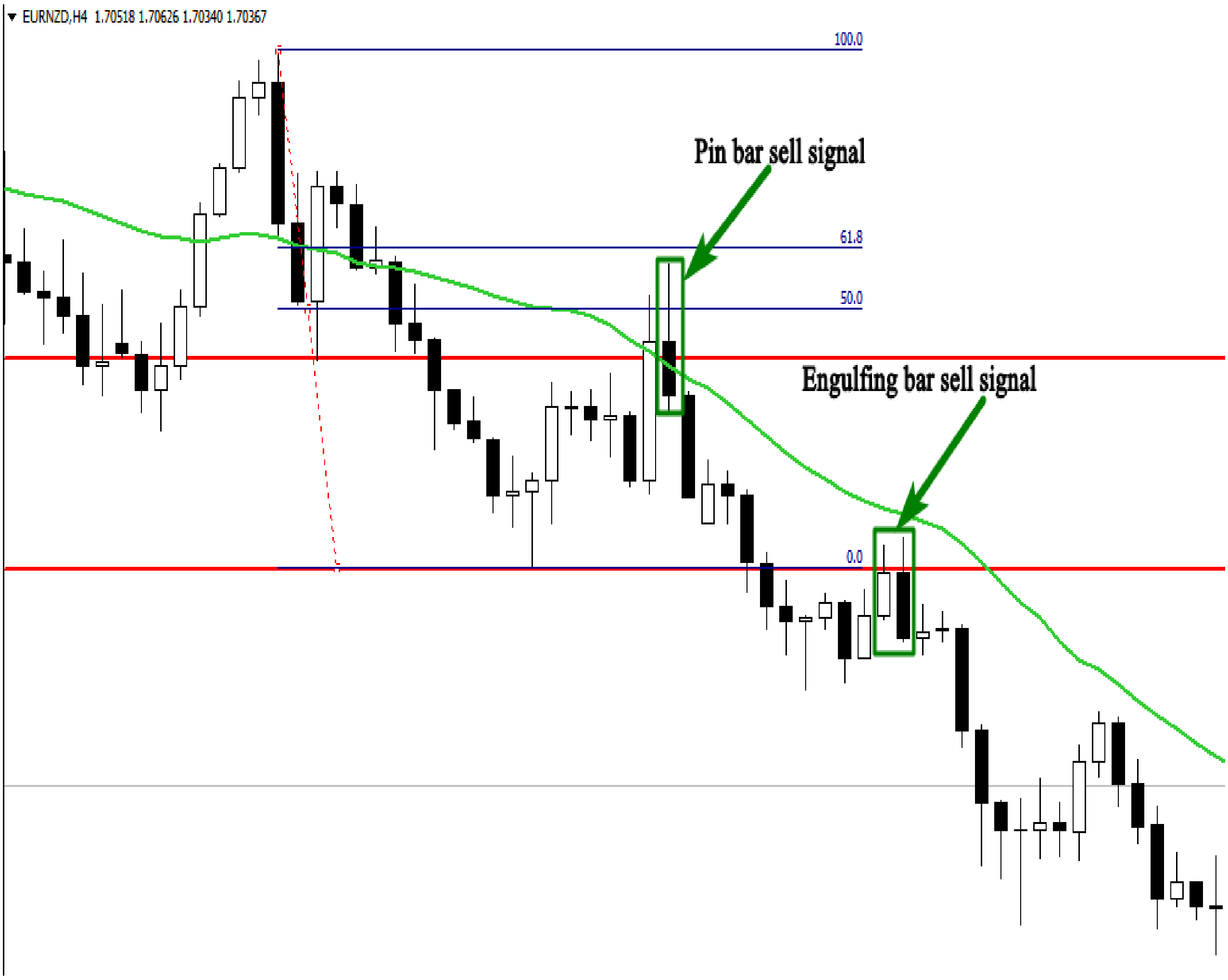

আপনি যেমন উপরের চার্টে দেখতে পাচ্ছেন, মার্কেটটি নিচের দিকে ট্রেন্ড করছে। তাই একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার হিসেবে আমি ট্রেন্ড অনুসরণ করার চেষ্টা করব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী লেভেলগুলোতে শক্তিশালী সিগন্যাল খুঁজে বের করব।

আমরা যে প্রথম সিগন্যালটি পেয়েছি, তা হলো একটি পিন বার, যা একটি সাপোর্ট লেভেল (যেটি এখন রেজিস্ট্যান্সে পরিণত হয়েছে) থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ যা আমাদের মার্কেট বিক্রির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে, তা হলো—ফিবোনাচ্চি ৫০% রিট্রেসমেন্ট লেভেল থেকে পিন বারের প্রত্যাখ্যান।

তৃতীয় কারণ যা আমাদের এই সিগন্যাল নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, তা হলো পিন বারটি ২১ পিরিয়ডের মুভিং অ্যাভারেজ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যা একটি ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে কাজ করছিল।

দ্বিতীয় সিগন্যালটি ছিল একটি এনগালফিং বার ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন। যেমনটি আপনি চার্টে দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নটি রেজিস্ট্যান্স লেভেলে গঠিত হয়েছে এবং মার্কেটের দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

এইভাবেই আপনি আমাদের প্রাইস অ্যাকশন সিগন্যাল ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং মার্কেট ট্রেড করতে পারেন।

এটি খুবই সহজ –

১. প্রথমে ট্রেন্ড শনাক্ত করুন,

২. তারপর কী লেভেলগুলো নির্ধারণ করুন – সেটা হতে পারে সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল, ২১ মুভিং অ্যাভারেজ, অথবা ৫০% ও ৬১% ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট।

৩. এরপর এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি, মার্কেটের দিকের সাথে মিল রেখে, পিন বার, এনগালফিং বার, ইনসাইড বার বা ইনসাইড বার ফলস ব্রেকআউট প্যাটার্নের গঠন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন,

৪. এবং সঠিক সময়ে ট্রেড এক্সিকিউট করুন।

এটি জটিল নয়, বরং খুবই সরল একটি কৌশল।

নিচে আরেকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

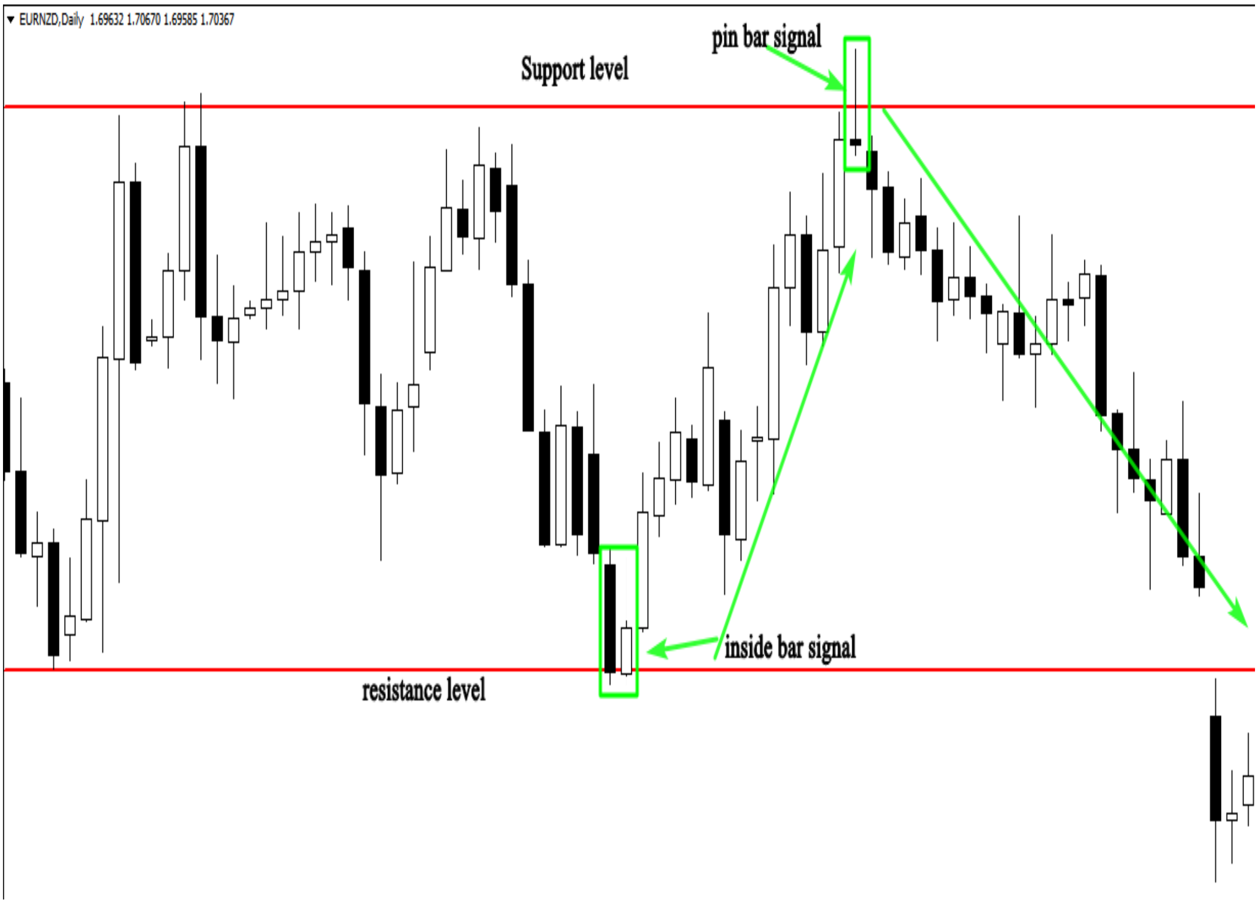

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, মার্কেট Horizontally সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যে চলছে।

এই মার্কেটটি সম্পূর্ণ আলাদা ট্রেন্ডিং মার্কেট থেকে, তাই এখানে ট্রেড করার কৌশলটিও ভিন্ন হতে হবে।

রেঞ্জিং মার্কেটে, আমরা সাধারণত বাউন্ডারি থেকে ট্রেড করি, অর্থাৎ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে ট্রেড করা উচিত;

রেঞ্জের ভিতরে ট্রেড করার চেষ্টা কখনোই করবেন না।

উপরের চার্টে আমরা দুইটি শক্তিশালী সিগন্যাল পেয়েছি:

১. প্রথম সিগন্যাল ছিল একটি পিন বার, যা রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে শক্তিশালীভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় সিগন্যাল ছিল একটি ইনসাইড বার, যা সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি গঠিত হয়েছে।

নিচে আরেকটি চার্ট দেখুন:

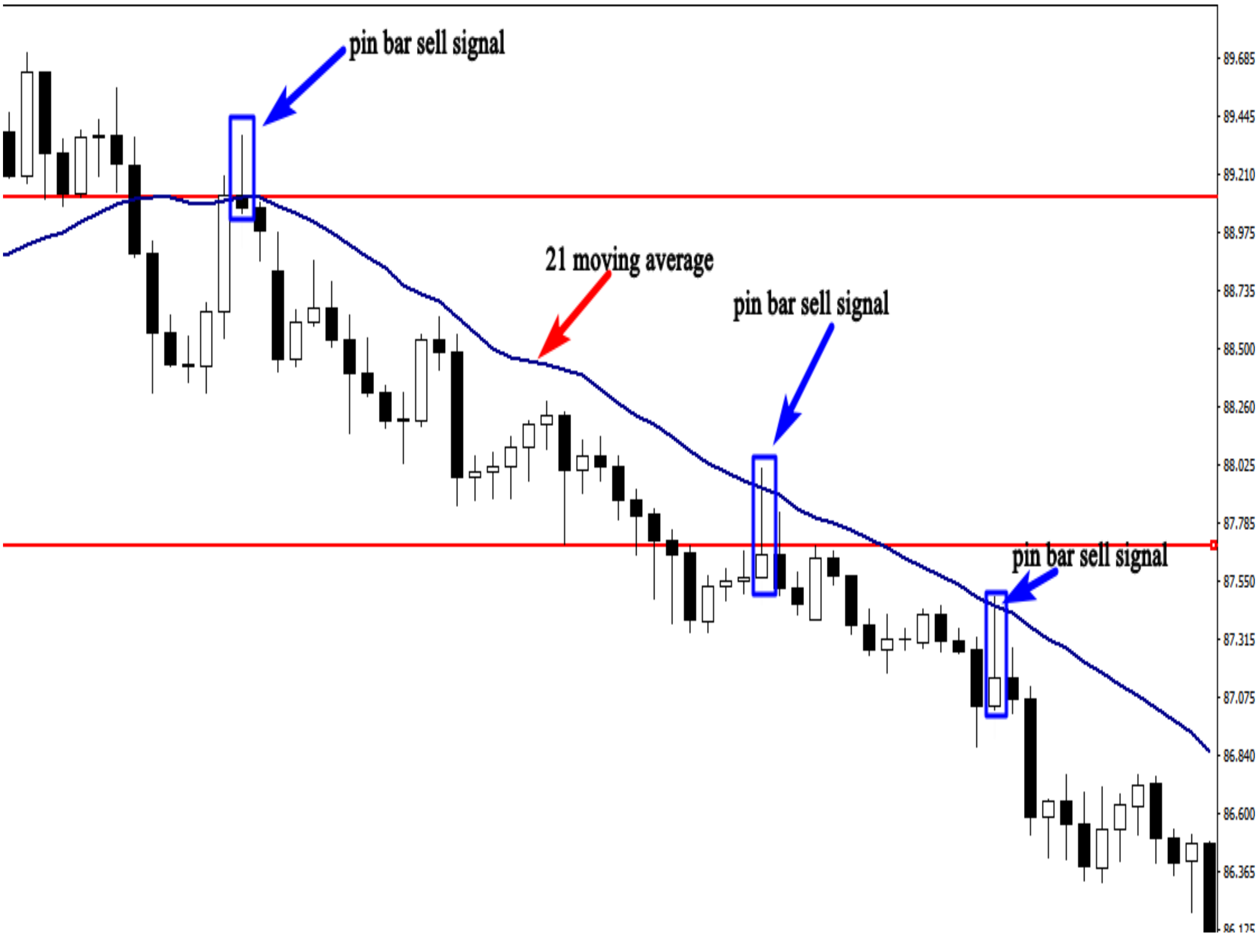

উপরের চার্টে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তিনটি শক্তিশালী পিন বার সিগন্যাল রয়েছে।

যখন মার্কেট ২১ পিরিয়ডের মুভিং অ্যাভারেজের কাছে পৌঁছায়, যা একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে কাজ করে, তখন বিক্রেতারা ক্রেতাদের প্রত্যাখ্যান করে এবং একটি পিন বার গঠন করে, যা আমাদের জন্য একটি ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট সরবরাহ করে।

Money management strategies

এখন আপনার কাছে রয়েছে কৌশলসমূহ, আপনি জানেন কিভাবে মার্কেট বিশ্লেষণ করতে হয়, কখন কিনতে হবে, কখন বিক্রি করতে হবে, আর কখন বেরিয়ে আসতে হবে, সাথে কখন মার্কেট থেকে দূরে থাকা উচিত—এগুলো আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এর মধ্যেও আপনি এখনও হারামনোর চাবিটি পাচ্ছেননি — সেটি হলো মানি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান।

সফল ট্রেডার এবং পরাজিতদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় মূলত মানি ম্যানেজমেন্ট।

যদি আপনি মানি ম্যানেজমেন্ট ছাড়া ট্রেড করেন, তাহলে আপনি শুধু সময় এবং টাকা নষ্ট করছেন। কারণ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম থাকলেও তা আপনার জন্য কাজ করবে না।

বেশিরভাগ ট্রেডার কেবল কীভাবে মার্কেটে প্রবেশ করবেন সেই দিকেই মনোযোগ দেয়, মাস বা বছর ধরে সঠিক সিস্টেম খুঁজে বেড়ান।

আমি চাইনা আপনি তাদের মতো ভাবুন। সফল ট্রেডার হতে চাইলে আপনাকে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে।

Money management: Position sizing

মানি ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে একটি হলো পজিশন সাইজিং।

পজিশন সাইজিং বলতে আমি বুঝাচ্ছি, প্রতি ট্রেডে আপনি কত লট রিস্ক করছেন।

আজকাল প্রায় সব ফরেক্স ব্রোকার ডিফল্ট পজিশন সাইজ হিসেবে মিনি লট অফার করে থাকে।

একটি মিনি লটের সবচেয়ে ছোট মূল্য প্রায় ১ ডলার।

কিছু ফরেক্স ব্রোকার রয়েছে যারা মিনি লটের জন্য ১০ সেন্ট অফার করে, যা ছোট অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য একটি সুযোগ। তারা মাত্র ২৫০ ডলার দিয়ে ট্রেড শুরু করতে পারে এবং অ্যাকাউন্ট বাড়ানোর সম্ভাবনা রাখে।

পজিশন সাইজিং নিয়ে চিন্তা করার সময় আপনাকে পিপের পরিবর্তে ডলারে ভাবতে হবে।

যেমন, আপনি যদি CAD/USD পেয়ার দিয়ে ৩টি মিনি লট ট্রেড করেন, তাহলে এর মানে হলো আপনি ৩০,০০০ ডলারের কাছাকাছি মার্কেট ভ্যালু কিনছেন বা বিক্রি করছেন।

যদি মার্কেট আপনার পক্ষে চলে, আপনি প্রতি পিপে ৩ ডলার উপার্জন করবেন। ধরুন আপনি ২০ পিপ লাভ করেন, তাহলে আপনার মোট লাভ হবে ৬০ ডলার।

একটু বিস্তারিত বলি—

১টি স্ট্যান্ডার্ড লটের মূল্য প্রায় ১০ ডলার প্রতি পিপ,

১টি মিনি লটের মূল্য প্রায় ১ ডলার প্রতি পিপ,

আর ১টি মাইক্রো লটের মূল্য প্রায় ১০ সেন্ট প্রতি পিপ।

যদি আপনার একটি মিনি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে পিপের বদলে আপনি যে পরিমাণ ডলার রিস্ক করছেন সেটাকেই গুরুত্ব দিন।

ধরুন আপনার স্টপ লস ৫০ পিপ এবং প্রফিট টার্গেট ১০০ পিপ নির্ধারণ করেছেন। এর মানে হলো, মার্কেট যদি আপনার স্টপ লসে পৌঁছে, তাহলে আপনি ৫০ পিপ বা ৫০ ডলার ক্ষতি করবেন, আর যদি প্রফিট টার্গেটে পৌঁছে, তাহলে ১০০ ডলার লাভ করবেন।

আপনার পজিশনের আকার নির্ভর করবে আপনার অ্যাকাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড না মিনি হওয়ার উপর এবং আপনি কত লট ট্রেড করছেন তার ওপর।

এই তথ্যগুলো আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো আপনাকে প্রতিটি ট্রেডে কত টাকা রিস্ক করছেন তা বুঝতে সাহায্য করবে।

The risk to reward ratio

রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও (Risk to Reward Ratio) হলো এমন একটি ধারণা যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে বিজয়ী করবে।

কোনো ট্রেডে প্রবেশ করার আগে, আপনাকে জানতে হবে মার্কেট আপনার পক্ষ চলে গেলে কত টাকা জিতবেন এবং মার্কেট বিপরীত হলে কত টাকা হারাবেন।

কখনোই এমন ট্রেডে প্রবেশ করবেন না যেখানে লাভ আপনার রিস্কের চেয়ে কম।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ১০০ ডলার রিস্ক করেন, তাহলে আপনার প্রফিট টার্গেট কমপক্ষে ২০০ ডলার হওয়া উচিত; এটি হলো ১:২ রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও।

ধরুন আপনি ১০টি ট্রেড করেছেন ১:২ রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও নিয়ে। প্রতিটি ট্রেডে ১০০ ডলার রিস্ক করেছেন।

আপনি ৫টি ট্রেড জিতেছেন এবং ৫টি ট্রেড হেরেছেন।

এক্ষেত্রে আপনি মোট ৫০০ ডলার হারাবেন, কিন্তু ১০০০ ডলার জিতবেন।

সুতরাং, মোট লাভ হবে ৫০০ ডলার।

এটাই রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিওর শক্তি।

সফল ট্রেডার হওয়ার জন্য আপনার সব ট্রেডই জিতে যাওয়া জরুরি নয়।
যদি আপনি রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও থেকে সঠিকভাবে লাভ তুলতে পারেন, তাহলে আপনি সর্বদা লাভবান হবেন।

The importance of a Stop loss

সকল সফল ট্রেডিং কৌশলে স্টপ লস ব্যবহার করা হয়।
প্রোটেকটিভ স্টপ লস হলো একটি অর্ডার যা আপনাকে লং বা শর্ট পজিশন থেকে মার্কেট আপনার বিপরীতে গেলে নির্দিষ্ট মূল্যে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে।
স্টপ লস বড় ধরনের ক্ষতি থেকে আপনাকে রক্ষা করে, তাই এটি কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করতেই হবে।

ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে অর্ডার করার সময় আপনি শুরুতেই স্টপ লস সেট করতে পারেন; যদি মার্কেট স্টপ লস মূল্যে পৌঁছে, তাহলে ট্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
এ ধরনের স্টপ লস আপনাকে ট্রেড এক্সিকিউট করে তারপর পরিবারের বা বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ দেয়। এতে আপনি আপনার আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে ট্রেড করতে পারবেন, কারণ আপনি জানেন মার্কেট আপনার বিপরীতে গেলে কত টাকা হারাবেন।

অনেক ট্রেডার মানসিক স্টপ (mental stops) ব্যবহার করে, তারা ট্রেড করার সময় স্টপ লস সেট করে না, কারণ তারা মনে করে ব্রোকার তাদের স্টপ লস মেরে ফেলবে — যা সত্য নয়।
মানসিক স্টপ ব্যবহার করার কারণ হলো মানুষের মনস্তত্ত্ব; মানুষ টাকা হারানো পছন্দ করে না। আর যদি আপনি টাকা হারানোকে খেলার অংশ হিসেবে মেনে না নিতে পারেন, তাহলে আপনি কখনোই মার্কেট থেকে লাভ করতে পারবেন না।

কখনোই মানসিক স্টপ ব্যবহার করার চিন্তা করবেন না, কারণ আপনি মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, নিশ্চিত হতে পারবেন না মার্কেট কী করবে।

ট্রেডে প্রবেশ করার আগে হিসাব করুন কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। স্টপ লস অর্ডার ও প্রফিট টার্গেট ঠিক করুন, তারপর আপনার ট্রেডের ব্যাপারে চিন্তা ভুলে যান।

Don’t ever risk money that you can’t afford to lose

আমার কাছে অনেক ট্রেডার থেকে প্রশ্ন আসে, তারা জানতে চায় ট্রেডিং শুরু করতে কত টাকা দরকার। প্রথমেই আপনাকে ট্রেডিংকে একটি ব্যবসা হিসেবে নিতে হবে।

এই ব্যবসায় আপনি টাকা উপার্জন করতে পারেন, ঠিক তেমনি টাকা হারাতেও পারেন।
অর্থাৎ, ট্রেডিং হলো একটি ব্যবসার মতো, যেখানে সঠিক পরিকল্পনা, ধৈর্য ও কৌশল প্রয়োজন, আর সেই সাথে ঝুঁকি পরিচালনা করাটাও জরুরি।

ট্রেডিং শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আপনি কতটুকু টাকা হারাতে পারবেন তার ওপর।

কখনোই ধার নিয়ে বা এমন বড় অংকের টাকা দিয়ে ট্রেড করবেন না যা হারাতে আপনি সামর্থ্য রাখেন না।

কারণ ট্রেডিং মূলত আবেগের ওপর ভিত্তি করে চলে। যদি আপনি ট্রেড করেন আর নিজের অ্যাকাউন্ট হারানোর ভয় থাকে, তাহলে আপনি এই ব্যবসায় ব্যর্থ হবেন।

আপনার আবেগই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আর সেটা আপনার ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করবে।

ফলস্বরূপ, আপনি নিজের ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করতে পারবেন না এবং নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবেন।

সেরা উপায় হলো ছোট থেকে শুরু করা, যতটা সম্ভব অভিজ্ঞতা অর্জন করা, এবং ধীরে ধীরে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বাড়ানো।

এভাবেই সফল ট্রেডাররা সফল হন।

Conclusion

অভিনন্দন, আপনি যদি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, তাহলে এটা একটি স্পষ্ট সংকেত যে আপনি এই ব্যবসায় সফল হতে যথেষ্ট আগ্রহী।
আমি আপনাকে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজিগুলো দিয়েছি, যা আপনি জীবনজুড়ে ব্যবহার করে আর্থিক মার্কেট থেকে লাভ করতে পারবেন।

একজন ট্রেডার হিসেবে আপনার সফলতা আপনার শিক্ষাগত পটভূমির ওপর নির্ভর করে না; আপনি ডাক্তার, আইনজীবী বা বিজ্ঞানী যাই হন না কেন।

যদি আপনি নিয়মগুলি মেনে চলেন না, তবে আপনি আপনার পুরো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট শেষ করে ফেলবেন।

ট্রেডিং হল একটি নতুন দক্ষতা শেখার মতো, আপনাকে সময় এবং পরিশ্রম দিতে হবে। আমি একটি উদাহরণ দিই — যদি আপনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিতে চান, তাহলে আপনাকে কমপক্ষে তিন বছর সময় দিতে হবে।
প্রতিদিন সকালে উঠবেন, কঠোর পরিশ্রম করবেন, ক্লাসে মনোযোগ দেবেন, এবং যদি আপনি যথেষ্ট সিরিয়াস ও ডিসিপ্লিনড হন, তবে আপনি আপনার ডিগ্রি পাবেন।

ট্রেডিং-এও একই কথা প্রযোজ্য, যদি আপনি নিয়ম মেনে কঠোর পরিশ্রম করেন এবং সময় দেন, তাহলে আপনি এমন একটি দক্ষতা অর্জন করবেন যা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সারাজীবন খাদ্য যোগাবে, আর্থিক স্বাধীনতা এনে দেবে। সেই কারণে আপনি আর কখনো দিনমজুরির কাজের চিন্তা করবেন না।

কিছু ট্রেডার ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জিততে সক্ষম কৌশল খুঁজে পান, আবার কেউ কেউ ২০ বছর কাটান ফলাফল ছাড়াই।
সৌভাগ্যবশত, আপনার ক্ষেত্রে এমন হবে না। কারণ আপনার কাছে আছে মানচিত্র, আপনার কাছে আছে স্ট্র্যাটেজি; আপনি বছরের পর বছর বিভিন্ন সূচক বা কৌশল চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না।
আপনার এখানে যা যা দরকার সবই আছে, যা আপনাকে প্রয়োজন তা হলো এই স্ট্র্যাটেজিগুলো আয়ত্ত করার জন্য সময়।
তাই নিজেকে কিছু সময় দিন, যতটা পারেন শিখতে চেষ্টা করুন, কারণ এটাই এই ব্যবসায় সফল হওয়ার একমাত্র পথ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি এই ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিগুলো আরও উন্নত করবেন, কারণ আপনি বুঝতে পারবেন কী কাজ করে এবং কী কাজ করে না।

অবিরত অনুশীলন চালিয়ে যান, আপনার ভুল থেকে শিখুন। দ্রুত অর্থ উপার্জনের চিন্তা করবেন না, বরং আপনার কাজের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হওয়ার লক্ষ্য রাখুন, তখন টাকা নিজে নিজে আপনার কাছে আসবে।

শুভকামনা রইলো।